ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ

ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির
অনূদিত

"সেই ভগবান অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার"

ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ

১। পারাজিকা খণ্ড

১। প্রথম পারাজিকা[১]

[১] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। এসময় সাল্‌হো মিগারনত্তা নামে এক ব্যক্তি ভিক্ষুণীসংঘের জন্যে বিহার তৈরী করে দিতে ইচ্ছুক হলেন। তিনি ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে বললেন, আর্য্যাগণ! আমি ভিক্ষুণী সংঘের জন্যে বিহার তৈরী করে দিতে ইচ্ছা করি। একজন কর্মী ভিক্ষুণীকে আমার সহায়তায় প্রদান করুন। সে সময়ে নন্দা, নন্দাবতী, সুন্দরীনন্দা এবং স্থূলানন্দা নামে চার বোন ভিক্ষুণীদের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দা তরুণ প্রব্রজ্যিতা, অভিরূপ সৌন্দর্য্যসম্পন্না, দর্শনে প্রসাদ উৎপন্নকারিনী, পণ্ডিত, মেধাবিনী, ভাষণে দক্ষতাসম্পন্না, সমস্যার সমাধানে ক্ষিপ্র-বুদ্ধিসম্পন্না এবং অনলস গুণসম্পন্না ছিলেন। ইহা করা দরকার, উহার সমাধান দরকার-এভাবে সারাক্ষণ তিনি ব্যস্ত থাকতেন। ভিক্ষুণীসংঘ সেই সুন্দরীনন্দাকেই সাল্‌হো মিগারনত্তার কাজে সহায়তাকারিনীরূপে মনোনীত করলেন। তখন থেকে ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দা প্রায়সময় সাল্‌হো মিগারনত্তার আবাসে গিয়ে- আমাকে বাসী দেন, কুড়াল দেন, কুটারি দেন, কোদাল দেন, রন্দা দেন- এভাবে নানা দ্রব্য চাইতে লাগলেন। সাল্‌হো মিগারনত্তাও সেই ভিক্ষুণী উপস্থায়কের নিকটে একথা সেকথা জিজ্ঞাসার্থে প্রায়সময় যাতায়াত করতে লাগলেন।

এভাবে বারবার দর্শন সন্দর্শনের দ্বারা উভয়ে পরস্পরের প্রতি

---

[১]। 'পারাজিকা'- এই অর্থে শিক্ষাপদ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের গুরুতর অপরাধ। এই অপরাধে তারা দীক্ষিতজীবনে মৃত বলে গণ্য হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতিবদ্ধচিত্ত (আসক্ত) সম্পন্ন হয়ে গেলেন। কিন্তু সাল্‌হো মিগারনত্তা ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দার সাথে কাম-সংসর্গের কোন সুযোগ না পেয়ে একদিন সুন্দরীনন্দাসহ ভিক্ষুণীসংঘকে নিজ গৃহে অন্নদানের আয়োজন করলেন। ভোজন নিমিত্তে আসন প্রস্তুত করা হলো; সুন্দরীনন্দা হতে জ্যেষ্ঠতর ভিক্ষুণীদের আসন একপাশে এবং নবীনতর ভিক্ষুণীদের আসন একপাশে। আর সন্দরীনন্দার আসন একটু তফাতে আচ্ছাদিত স্থানে এমনভাবে করা হলো যাতে প্রবীণ ভিক্ষুণীগণ ধারণা করতে পারে, সুন্দরীনন্দা নবীন ভিক্ষুণীদের সাথেই বসেছে; আর নবীন ভিক্ষুণীরা ধারণা করতে পারে যে, তিনি প্রবীণ ভিক্ষুণীদের সাথেই বসেছেন। অতঃপর সাল্‌হো মিগারনত্তা ভিক্ষুণীসংঘকে ভোজনের সময় জানিয়ে বললেন; আর্য্যাগণ! ভোজনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণী ভাবলেন, সাল্‌হো মিগারনত্তা অতবেশী শ্রদ্ধায় ভিক্ষুণীসংঘকে ভোজনে আমন্ত্রণ করেননি। তিনি আমাকে দূষণে ইচ্ছুক। যদি আমি যাই, তা হলে আমার উচ্চশব্দ হতে পারে। তাই অন্তেবাসী (শিষ্যা) ভিক্ষুণীকে ডেকে বললেন; আর্য্যে! যাও, আমার জন্যে ভোজন নিয়ে আস। কেহ আমার কথা জানতে চাইলে অসুস্থা বলে জানাবে। 'হ্যাঁ আর্য্যা!' বলে সেই ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণীকে সম্মতি জানালেন। সে সময়ে সাল্‌হো মিগারনত্তা গৃহের বহির্দ্বারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষুণীদের জিজ্ঞাসা করছিলেন, আর্য্যাগণ! সুন্দরীনন্দা কোথায়? ইহা শুনে সুন্দরীনন্দার অন্তেবাসী ভিক্ষুণী সাল্‌হো মিগারনত্তাকে বললেন;- "বন্ধু! তিনি অসুস্থা হয়েছেন; আমি পিণ্ডপাত নিয়ে যাব।"

অতঃপর সাল্‌হো মিগারনত্তা ভাবলো, আমিতো আর্য্যা সুন্দরীনন্দার কারণেই ভিক্ষুণীসংঘকে ভোজনে আমন্ত্রণ করেছি। অতএব, মানুষদের ডেকে ভিক্ষুণীসংঘকে পরিবেশন করতে বলে, যেখানে ভিক্ষুণীনিবাস তথায় উপস্থিত হলেন। সে সময়ে সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণী সাল্‌হো মিগারনত্তার কথা ভাবতে ভাবতে (পটিমানেতি) ভিক্ষুণীনিবাসের ফটকের বাইরে (বহারাম কোট্‌ঠকে) দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণী এক সময় দূর হতে সাল্‌হো মিগারনত্তাকে আসতে দেখলেন। দেখে কক্ষে প্রবেশ করে আপাদমস্তক আবৃত করে মঞ্চে শুয়ে থাকলেন। সাল্‌হো মিগারনত্তা সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন; আর্য্যার কী অসুবিধা যে, মঞ্চে শুয়ে আছেন? বন্ধু! আমর এমন ইচ্ছা হয়েছে যে, যা ইচ্ছাযোগ্য নহে। আর্য্যা! আমিও বা কেন এমন ইচ্ছা করবোনা? অথচ আপনাকে দূষিত করতে ইচ্ছা হলেও সুযোগ পাইনি। কামরাগে উভয়ে নিমজ্জিত (অবস্‌সুতো অবস্‌সুতায়)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়ে সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণীর সাথে মিগারনত্তা সে কামরাগে দেহ-সম্ভোগে উভয়ে সমর্পিত হলো।

সে সময়ে জ্বরা-দুর্বল, চলৎশক্তি রহিত এক ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দার অনতিদূরে শুয়েছিলেন। সেই ভিক্ষুণী সাল্‌হো মিগারনত্তা ও সুন্দরীনন্দাকে গড়াগড়ি ও কাম-সম্ভোগ করতে দেখে মহাসোরগোল শুরু করলেন; নিন্দা-দুর্নাম রটনা করতে লাগলেন, এই বলে; "এটা কেমন আচরণ! কেন আর্য্যা সুন্দরীনন্দা কামরাগে নিমজ্জিত হয়ে পুরুষের সাথে কায়সংসর্গে লিপ্ত হলো?

অতঃপর সেই ভিক্ষুণীগণকে এ বিষয় জানালেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টা, লজ্জাশীলা, অনুসন্ধিৎসু, শিক্ষাকামী তারাও ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয় অবগত করালেন। ভিক্ষুগণ, ইহা অবগত হয়ে আন্দোলন, নিন্দা ও দুর্নাম শুরু করলেন এই বলে,- "ইহা কেমন আচরণ! কি করে কামরাগে নিমজ্জিত ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দা, পুরুষের সাথে কায়সংসর্গে লিপ্ত হলো?"

অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। তখন ভগবান এ সূত্রে, এই অপরাধে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে ভিক্ষুগণকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন, "ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দা কামরাগে নিমজ্জিত হয়ে পুরুষের সাথে কায়-সংসর্গ করেছে?" হাঁ ভগবান, তা সত্য।

বুদ্ধ ভগবান এই বলে ভর্ৎসনা করলেন, "সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণীর পক্ষে, ভিক্ষুগণ! ইহা অত্যন্ত অনুপযুক্ত, অননুকুল, অশোভনীয়, অশ্রমণোচিত, অগ্রহণযোগ্য এবং অকার্যকৃত হয়েছে। ভিক্ষুগণ! ইহা কি করে সম্ভব যে, সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণী কাম-নিমজ্জিতা হয়ে পুরুষের সাথে কাম-সংসর্গে লিপ্ত হতে পারে? ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, হে ভিক্ষুগণ! ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের একাংশের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে।"

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দাকে ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তদ্বেতু হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি-

[২] "যদি কোন ভিক্ষুণী কামরাগে নিমজ্জিতা হয়ে কোন পুরুষকে নাভির নিম্নভাগ হতে হাটুর উপরিভাগ পর্যন্ত স্পর্শ করতে দেয় বা নাড়াচাড়া করতে দেয়, রোমাঞ্চিত হয় মত স্পর্শ করতে দেয় বা উরুর অগ্রভাগ কোলে নিয়ে মর্দন করতে দেয়; ইহাতে উক্ত ভিক্ষুণীর পারাজিকা হবে এবং অন্য ভিক্ষুণীদের সাথে বসবাসে অযোগ্য হবে নাভি হতে জানুর উপরিভাগ স্পর্শ করানোর কারণে।"

[৩] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অবস্সুতা' অর্থে অধীর আগ্রহে অপেক্ষাবতী, অন্যের প্রতি প্রতিবদ্ধ-চিত্ততা। অতএব, 'অবস্সুতা' বলতে অন্যের প্রতি প্রতিবদ্ধ চিত্ত হয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষাবতী বুঝায়। 'পুরিস পুগ্গলো' অর্থে মনুষ্য জাতীয় পুরুষকে বুঝায়; যক্ষ, প্রেত বা পশু-পক্ষী জাতীয় পুরুষ যারা বিজ্ঞতার বলে বা কামচিত্তে কায়সংসর্গ করতে সক্ষম তাদেরকে বুঝাবে না। 'অধক্খন্তি' বলতে নাভির নিচে বুঝায়। 'উব্ভ জানুমণ্ডলন্তি'- হাটুর উপরিভাগ বুঝায়। 'আমসনং' অর্থে স্পর্শ করা। 'পরামসনং'- অর্থে গভীর আসক্তির সাথে স্পর্শ করা, যাতে দেহ রোমাঞ্চিত হয়। 'পটিপীলনং বা সাদিযেয্যাতি'- অর্থে অঙ্গ গ্রহণ করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনঃপুন মর্দন করা। 'অযস্পী'তি' অর্থে পূর্বোক্ত কারণসমূহ বুঝায়। 'পারাজিকো হোতি'- পুরুষের মস্তক ছিন্ন হলে তা দেহের সঙ্গে বেঁধে দিলেও জীবন রক্ষা যেমন অসম্ভব; একইভাবে কোন ভিক্ষুণী কাম-উন্মত্ত হয়ে কোন পুরুষকে নাভির নিম্নভাগ হতে হাটুর উপরিভাগ পর্যন্ত স্থানে যদি স্পর্শ করতে দেয় অথবা নাড়াচড়া করতে দেয়, রোমাঞ্চিত হয় মতো স্পর্শ করতে দেয়; তাতে সে অশ্রামণী হয়, অশাক্যধীতা হয়। এই অর্থে পরাজিত বা পারাজিকা বলা হয়।

'অসংবাসো' অর্থে সংবাসাতি অর্থাৎ একই বিনয়কর্মে, একই কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা সমশিক্ষা বা ধর্ম-বিনয় শিক্ষাচার বুঝায়। পারাজিকা অপরাধীর সাথে সে সকল বর্জন বুঝায়।

[৪] কামরাগে নিমজ্জিত হয়ে উভয়ের নাভি হতে হাটুর উপরিভাগ পর্যন্ত স্থানে দেহের সাথে দেহের স্পর্শে পারাজিকা আপত্তি হয়। (বর্ণিত স্থানে) অনাসক্ত দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। (বর্ণিত স্থানে) আসক্ত দেহদ্বারা অনাসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। (বর্ণিত স্থানে) অনাসক্ত দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। (বর্ণিত স্থানে) মৃতদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। (বর্ণিত স্থানে) মৃতকে মৃতদ্বারা আসক্ত চিত্তে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়।

[৫] আসক্ত চিত্তে কণ্ঠীহাড়ের উপরিভাগ এবং হাটুর নিম্নভাগে দেহদ্বারা দেহের স্পর্শে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। (বর্ণিত স্থানে) অনাসক্ত দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। (বর্ণিত স্থানে) আসক্ত দেহদ্বারা অনাসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। আসক্ত দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। আসক্ত চিত্তে মৃতদ্বারা দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। আসক্ত চিত্তে মৃতদ্বারা মৃতকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়।

আসক্ত চিত্তে একপাশে কণ্ঠীহাড়ের নিম্নভাগ এবং অপরপাশে হাটুর উপরিভাগে একসাথে দেহদ্বারা দেহের স্পর্শ করালে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। বর্ণিত অংশে অনাসক্ত দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত অংশে আসক্ত দেহদ্বারা দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট অপরাধ হয়। বর্ণিত স্থানে আসক্ত দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে মৃতদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে মৃতদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। আসক্ত চিত্তে বর্ণিত স্থানে মৃতদ্বারা মৃতকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়।

কণ্ঠীহাড়ের উপরিভাগ এবং হাটুর নিম্নভাগ স্থানে দেহদ্বারা দেহকে স্পর্শ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে আসক্ত দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে মৃতদ্বারা দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে মৃতদ্বারা আসক্ত দেহ স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে আসক্ত চিত্তে মৃতদ্বারা মৃতকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়।

[৬] আসক্ত চিত্তে যক্ষ, প্রেত, পণ্ডক, তির্য্যগ বা মানুষের কণ্ঠীহাড়ের নীচে এবং হাটুর উপরিভাগ এই উভয় অংশে দেহের সাথে দেহের স্পর্শ করালে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। বর্ণিত অংশে অনাসক্ত দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত অংশে আসক্ত দেহদ্বারা দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত অংশে মৃতদ্বারা দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে আসক্ত চিত্তে মৃতদ্বারা মৃতকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়।

[৭] কণ্ঠীহাড়ের উপরে এবং হাটুর নীচে দেহের সাথে দেহের স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে দেহের দ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে আসক্ত দেহের দ্বারা দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে আসক্ত দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে মৃতের সাথে দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে মৃতের সাথে আসক্ত দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে আসক্ত চিত্তে মৃতের সাথে মৃতদেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়।

কণ্ঠীহাড়ের নীচে এবং হাটুর উপরে এই দুই অংশে একসাথে দেহের সাথে দেহ আসক্ত চিত্তে স্পর্শ দ্বারা দুক্কট আপত্তি হয়। অনাসক্ত দেহ দ্বারা আসক্ত স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। আসক্ত দেহ দ্বারা দেহকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। আসক্ত দেহ দ্বারা দেহ অনাসক্তকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। মৃতদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। মৃতদ্বারা আসক্তকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। মৃতদ্বারা মৃতকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়।

কণ্ঠীহাড়ের উপরে এবং হাটুর নীচে দেহদ্বারা দেহকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। দেহ দ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। আসক্ত দেহ দ্বারা দেহকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। আসক্ত দেহ দ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। মৃতদ্বারা দেহকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। মৃতদ্বারা দেহাসক্তকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। মৃতদ্বারা মৃতকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[৮] **অনাপত্তি ঃ-** অনিচ্ছাকৃত করলে, বিস্মৃতিতে, না জেনে করলে, অসম্মতিতে করলে, উন্মাদ অবস্থায় করলে, ক্ষিপ্তচিত্তে করলে, বেদনার কারণে করলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[প্রথম পারাজিকা সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

২। দ্বিতীয় পারাজিকা

[৯] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণী সাল্‌হো মিগারনত্তা কর্তৃক গর্ভবতী হলো। গর্ভের প্রাথমিক অবস্থা গোপন ছিল। গর্ভ পরিপক্ক হলে চীবর ত্যাগ করে প্রসব করলো। ভিক্ষুণীরা স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে জানালেন; হে আর্য্যা! সুন্দরীনন্দা কামসম্ভোগ করে অচিরেই প্রসব করলো। তিনি কি ভিক্ষুণী অবস্থায় গর্ভবতী হয়েছেন? হ্যাঁ আর্য্যা, তাহাই মনে হয়। তাহলে আর্য্যা; আপনি পারাজিকা ধর্ম জেনেও কেন এতদিন নিজেও ভর্ৎসনা করলে না, গণ বা সংঘকেও অবগত করালেন না? আর্য্যাগণ! আমি এজন্যে বলিনি যে, তাহার দুর্নাম আমাদেরও দুর্নাম; তাহার অকীর্ত্তি আমাদেরও অকীর্ত্তি; তাহার অপবাদ আমাদেরও অপবাদ; তাহার অলাভ, আমাদেরও অলাভ। কেন আর্য্যাগণ; নিজেদের দুর্নাম, নিজেদের অকীর্ত্তি, নিজেদের অপবাদ, নিজেদের ক্ষতিকর বিষয় অপরকে প্রকাশ করবো?

যে সকল ভিক্ষুণীরা অল্পেচ্ছু, শীলবান তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন এই বলে যে, আর্য্যা স্থূলনন্দা কেন ভিক্ষুণীর পারাজিকা আপত্তি অবগত হয়ে নিজেও ভর্ৎসনা করলেন না, গণ বা সংঘকেও জ্ঞাত করালেন না? ভিক্ষুণীগণ ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জানালে ভিক্ষুগণ, তা ভগবানকে জানালেন।

তখন ভগবান এই হেতুতে, এই উপলক্ষে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে ধর্মদেশনাচ্ছলে ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন; ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা পারাজিকা প্রাপ্তির বিষয় অবগত হয়েও নিজেও সেই ভিক্ষুণীকে ভর্ৎসনা করলো না, ভিক্ষুদেরকেও জানাল না? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভগবান বললেন, তা নিতান্ত গর্হিত। এ কেমন কথা? ভিক্ষুগণ!... ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু, হে ভিক্ষুগণ! ইহা অপ্রসন্নদের অসন্তোষ বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির সহায়ক হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। ভিক্ষুগণ! একারণে আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই-শিক্ষাপদ প্রদান করছি-

[১০] "যে ভিক্ষুণী অন্য ভিক্ষুণীর পারাজিকা অপরাধ প্রাপ্তি, জ্ঞাত হয়েও যদি নিজে তাকে তিরস্কার না করে, অথবা ভিক্ষুগণকে তা এভাবে অবগত না করায়, সে সলিঙ্গে স্থিতা অবস্থায় বা কালগত বা সে নিজে স্বেচ্ছায় অথবা পরের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত (পারাজিকা গ্রস্থ)। অথবা সে পরে যদি বলে, আর্য্যাগণ! আমি সেই ভিক্ষুণী সম্পর্কে অন্য ভিক্ষুণীদের বলেছি সেই ভগিনীর এরূপ অবস্থা হয়েছে। এভাবে নিজে যদি তাকে সরাসরি অভিযোগ না করে, অথবা ভিক্ষুগণকে তা সরাসরি জ্ঞাত না করায়; তাতেও সেই ভিক্ষুণীর পারাজিকা হয়। তখন সে গোপন রাখার অপরাধে ভিক্ষুণীসংঘের সাথে সংবাস বর্জিত হয়।"

[১১] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যে রূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি ভিক্ষুণী, সীমাসম্মুতি ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী, বুদ্ধকর্তৃক 'এহি' বলে আহ্বানকৃত ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী, উন্মাদ বা স্মৃতিবিভ্রমের পর স্মরণ করিয়ে দেয়া ভিক্ষুণী, অরহত্ব ব্যতীত মার্গফল লাভী শৈক্ষ্য ভিক্ষুণী, অরহত্ব লাভী অশৈক্ষ্য ভিক্ষুণী, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উভয় সংঘকর্তৃক প্রশ্ন দ্বারা নিঃসন্দেহ হওতঃ ঞাতিচতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, এসকল ভিক্ষুণীকে বুঝাতে 'ভিক্খুণীতি' বলা হয়েছে।

'জানাতি' বলতে নিজে প্রত্যক্ষভাবে জানা, অন্যের দ্বারা অবগত হওয়া অথবা অপরাধী নিজে এসে জ্ঞাত করানো বুঝায়।

পারাজিকং ধম্মং অজ্ঝাপন্নন্তি' বলতে আট প্রকাশ পারাজিকার মধ্যে যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোনটি দ্বারা অপরাধী হওয়া বুঝায়।

'নব অত্তনা পটিচোদেয্যাতি' বলতে নিজে সরাসরি আপত্তি উত্থাপন না করা বুঝায়।

'ন গণস্স আরোচেয্যাতি' বলতে অন্য ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুণীদের নিকটে অভিযোগ না করা বুঝায়।

'যদা চ সা ঠিতা বা অস্সতি' এই বাক্যে 'ঠিতা' বলতে স্বলিঙ্গে স্থিত অবস্থা বুঝায়। 'চুতা' বলতে মরণ প্রাপ্তি বুঝায়। 'নসিতা' বলতে নিজে স্বজ্ঞানে, অথবা মতিভ্রম হয়ে, অথবা অন্যের দ্বারা জোরপূর্বক কামসেবন বা বিনষ্টা বুঝায়। 'অবসটা' অর্থে তৈর্থিক আশ্রমে প্রস্থান বুঝায়।

সেই ভিক্ষুণী পরে এরূপ যদি বলে, আর্য্যাগণ! আমি অন্যকে সেই ভিক্ষুণী সম্পর্কে বলেছি যে, এই ভগিনীর অবস্থা এরূপ, এরূপ। 'নো চ খো অত্তনা পটিচোদেস্সন্তি' অর্থে নিজে সরাসরি অভিযোগ করেনি। 'ন গণস্স আরোচেস্সন্তি অর্থে অন্যান্য ভিক্ষুণীদেরকে প্রকাশ না করা।

'অযম্পীতি' বলতে পূর্বাপর প্রসঙ্গ বুঝায়। 'পারাজিকা হোতি' বলতে হরিদ্রভাব প্রাপ্ত ঝরাপতা পুনঃ সবুজভাব প্রাপ্তি যেমন অসম্ভব, একইভাবে অন্য ভিক্ষুণী পারাজিকা প্রাপ্ত হয়েছে জেনেও কোন ভিক্ষুণী যদি এরূপ সিদ্ধান্ত নেয় যে- "এবিষয়ে আমি নিজেও তাকে তিরস্কার করবো না, অন্য ভিক্ষুণীদেরকেও তা জানাবো না"; এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সাথেই সেই ভিক্ষুণী অশ্রামণী, অশাক্য কন্যা বলে গণ্য হয় এবং সে পারাজিকা অপরাধে অপরাধী হয়। 'অসংবাসতি' অর্থে সংবাস অর্থে একই কর্মবাক্য, একই উদ্দেস, সমশিক্ষা প্রাপ্তি বুঝায়। পারাজিকা প্রাপ্তির পর এসকল ধর্ম-বিনয়-কর্ম তার সাথে আর না করাকে 'অসংবাসো' বলে।

[১২] **অনাপত্তি ঃ-** আমি এ বিষয় প্রকাশ করলে সংঘের মধ্যে ভেদ, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ হতে পারে, এই ভয়ে না বলা; অথবা সংঘভেদের কারণ বা সংঘভেদ হতে পারে এই ভয়ে না বলা; এই হিংস্র, ক্রুদ্ধা আমার জীবনহানি ঘটাতে পারে বা ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরায় ঘটাতে পারে এই ভয়ে না বলা; অন্য ধর্মানুজীবি ভিক্ষুণীরা তা দেখেননি, একারণে না বলা; ইহা তার নিজস্ব দুষ্কর্ম, তারফল তাকেই ভোগ করতে হবে, এরূপ কর্মস্বকীয়তা জ্ঞানে গোপন রাখার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও না বলা; পাগল বলে না বলা এবং আদিকর্মী হওয়ায় বুদ্ধের শিক্ষাপদ তখনো প্রজ্ঞাপ্ত হয়নি বিধায় না বলা।

[দ্বিতীয় পারাজিকা সমাপ্ত]

৩। তৃতীয় পারাজিকা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন পূর্বে গন্ধবাদী বলে খ্যাত অরিষ্ট নামে এক ভিক্ষু, সমগ্র সংঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত (বর্জিত), দণ্ডপ্রাপ্ত হলেও ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা তার অনুবর্তীনী হয়ে চলতে লাগলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু (শীলবান), তাঁরা ভিক্ষুণী স্থূলনন্দার এই আচরণে আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন; আর্য্যা স্থূলনন্দার ইহা কেমন আচরণ? পূর্বের গন্ধবাদী অরিষ্ট ভিক্ষুকে সংঘ যেখানে উৎক্ষিপ্ত দণ্ড দিলেন, আর্য্যা কেন তার অনুবর্তীনী হচ্ছেন? অতঃপর সেই ভিক্ষুণীরা তা ভিক্ষুগণকে জানালেন। আর ভিক্ষুরা তা ভগবানকে জানালেন।

তখন ভগবান এই কারণে, এই উপলক্ষে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে ধর্মদেশনার পর ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন; ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, পূর্বের গন্ধবাদী অরিষ্ট নামক যে ভিক্ষুকে সংঘকর্তৃক উৎক্ষিপ্ত দণ্ড প্রদত্ত হয়েছে, ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা এখন সেই ভিক্ষুর অনুবর্তীনী হয়ে চলেছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভগবান বললেন ইহা অত্যন্ত অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী স্থূলনন্দার ইহা কেমন আচরণ যে, সংঘকর্তৃক উৎক্ষিপ্ত এই ভিক্ষুর সে অনুবর্তীনী হচ্ছে? ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন, কিংবা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু হে ভিক্ষুগণ! তার এই আচরণ অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে বিরূপভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূর্খ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[১৪] "সমগ্রসংঘ দ্বারা ধর্ম-বিনয় সম্মতভাবে উৎক্ষিপ্ত, অথচ এখনো

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্ম-বিনয় নামক শাস্তার শাসনের অনাদরকারী, এখনো সংশোধনহীন, এবং ধর্ম-বিনয় রক্ষায় অসহযোগী; তেমন ভিক্ষুর অনুবর্তীনী যদি কোন ভিক্ষুণী হয়ে থাকে, তখন সেই ভিক্ষুণীকে অপরাপর ভিক্ষুণীরা এরূপ বলতে হবে;- হে আর্য্যা! সমগ্র ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক ধর্ম-বিনয় সম্মতভাবে উৎক্ষিপ্ত সেই ভিক্ষু এখনো শাস্তার শাসনের অনাদরকারী, অপরাধের সংশোধনহীন, ধর্ম-বিনয় রক্ষায় অসহযোগী; এমন ভিক্ষুর অনুবর্তী হবেন না। ভিক্ষুণীগণ দ্বারা এভাবে বলা সত্ত্বেও উক্ত ভিক্ষুণী সেই ভিক্ষুকে ত্যাগ না করলে; সেই ভিক্ষুণীকে তিনবার সমনুভাষণ দানকালে নিবৃত্ত হলে ভালো। অন্যথায় উৎক্ষিপ্তানুবর্তীনী ভিক্ষুণীর পারাজিকা হবে; এবং সে সংঘের সাথে সংবাস বর্জিত হবে।"

[১৫] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যে রূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি ভিক্ষুণী, সীমাসম্মুতি ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী, বুদ্ধকর্তৃক 'এহি' বলে আহ্বানকৃত ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী, উন্মাদ বা স্মৃতিবিভ্রমের পর স্মরণ করিয়ে দেয়া ভিক্ষুণী, অরহত্ব ব্যতীত মার্গফল লাভী শৈক্ষ্য ভিক্ষুণী, অরহত্ব লাভী অশৈক্ষ্য ভিক্ষুণী, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উভয় সংঘকর্তৃক প্রশ্ন দ্বারা নিঃসন্দেহ হওতঃ ঞাতিচতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, এসকল ভিক্ষুণীকে বুঝাতে 'ভিক্খুণীতি' বলা হয়েছে। 'সমগ্গো' অর্থে একই সীমায় ধর্ম-বিনয়াদি কর্ম সম্পাদনকারী সংঘভুক্ত বুঝায়। 'উক্খিত্তো' অর্থে স্বকৃত অপরাধ অদর্শন হেতু অপ্রতিকার হেতু বা মিথ্যাদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু উৎক্ষিপ্ত দণ্ড প্রাপ্ত হওয়া। 'ধম্মেন বিনযেনতি' অর্থে ধর্মদ্বারা বিনয়দ্বারা। 'সত্থুসাসনাতি' মারজয়কারীর উপদেশকে, বুদ্ধের উপদেশকে। 'অনাদরো' অর্থে সংঘ বা ব্যক্তি কর্তৃক অগ্রাহ্য করা। 'অপ্পচিকারো' অর্থে অপরাধ স্মরণ না করা, প্রতিকার না করা। 'অকতসহাযো' অর্থে একই সীমাভুক্ত বা একই নিকায়ভুক্ত ভিক্ষু যার সাথে কোন সহায়তামূলক সম্পর্ক না রাখা বুঝায়। 'তমনুবত্তেয্যাতি' বলতে তার যেই দৃষ্টি, যেই বিশ্বাস, যেই রুচি; তার সেই দৃষ্টি, সেই বিশ্বাস ও সেই রুচিসম্পন্ন হওয়া বুঝায়।

'সা ভিক্খুণীতি' বলতে সেই উৎক্ষিপ্ত দণ্ডপ্রাপ্ত ভিক্ষুর অনুবর্ত্তীনীকে বুঝানো হচ্ছে। 'ভিক্খুনীহি'তি বলতে অপরাপর ভিক্ষুণীগণ। যা দেখা যাচ্ছে, যা শুনা যাচ্ছে, সে সকল উল্লেখপূর্বক বলতে হবে;- "হে আর্য্যা! ধমসম্মত, বিনয় সম্মতভাবে বুদ্ধ শাসনের প্রতি অনাদরকারী, অপরাধ অপ্রতিকারকারী যেই ভিক্ষুকে সমগ্র সংঘকর্তৃক সকল প্রকারের সহায়তা বর্জন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করা হয়েছে; আমরাও তাঁহাদের অনুবর্ত্তীনী হয়ো উচিত।" এভাবে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার তাকে বলতে হবে। ইহাতে যদি সেই ভিক্ষুণী উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুকে ত্যাগ করে, তবে ভালো; যদি ত্যাগ না করে তখন তার দুক্কট আপত্তি হবে। ভিক্ষুদের উপদেশ বাক্য শ্রবণে মুখে কিছু না বললেও দুক্কট আপত্তি হবে।

তখন সেই ভিক্ষুণীকে 'সংঘের মধ্যে টেনে এনে পুনঃ বলতে হবে, "হে আর্য্যা! সমগ্র সংঘকর্তৃক ধর্ম-বিনয় সম্মতভাবে উৎক্ষিপ্ত, শাস্তা শাসনের অনাদরকারী, অপরাধ অপ্রতিকারকারী, আমাদের সহায়তা বর্জিত শ্রমণ-ভিক্ষুর আপনি অনুবর্ত্তীনী হবেন না।" এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়বার বলতে হবে। তাতে সে নিজ অভিমত ত্যাগ করলে ভালো, না হলে তার দুক্কট আপত্তি হবে।

সেই ভিক্ষুণীকে সমনুভাষণ দিতে হবে। এভাবে সেই সমনুভাষণ দেয়া কর্তৃব্য;- সামর্থবান ভিক্ষুণী সংঘকে এভাবে জ্ঞাত করাবে-

[১৬] **প্রজ্ঞপ্তি ঃ-** মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! শ্রবণ করুন; এই (অমুক) ভিক্ষুণী, শাস্তার শাসনকে অনাদরকারী, অপরাধ অপ্রতিকারকারী, ধর্ম-বিনয় সুরক্ষায় অসহায়তাকারী ভিক্ষু; যিনি সমগ্র সংঘকর্তৃক যথাধর্ম, যথাবিনয় মতে উৎক্ষিপ্ত হয়েছেন; সেই ভিক্ষুর অনুবর্ত্তীনী হয়েছেন। তিনি তার মত পরিত্যাগ করছেন না। (অমুক) ভিক্ষুণী, তার অভিমত অপরিত্যাগ হেতু মাননীয়া সংঘ, যদি উপযুক্ত সময় বলে বিবেচনা করেন, তা হলে মাননীয়া সংঘ তাকে সমনুভাষণ দিতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ- মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! শাস্তার শাসনকে অনাদরকারী, অপরাধ অপ্রতিকারকারী, ধর্ম-বিনয় সুরক্ষায় অসহায়তাকারী ভিক্ষু; যিনি সমগ্র সংঘকর্তৃক ধর্ম-বিনয়সম্মতভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়েছেন; (অমুক) ভিক্ষুণী সেই ভিক্ষুর অনুবর্ত্তীনী হয়েছেন। তিনি নিজ অভিমত পরিত্যাগ করছেন না। তিনি নিজ অভিমত পরিত্যাগ না করায় সংঘ তাকে সমনুভাষণ দিচ্ছেন। যেই আর্য্যা তা সমর্থন করেন তিনি নীরব থাকবেন। যিনি অসমর্থন করেন, তিনি স্ব অভিমত বলতে পারেন। (দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার এরূপ বলছি)।

ধারণা ঃ- সংঘকর্তৃক সমনুভাষণ হলো অমুক ভিক্ষুণী স্ব অভিমত ত্যাগ না করায়। মাননীয়া সংঘের সকলেই এতে একমত বিধায় নীরব আছেন; ইহা আমি ধারণা করছি।

প্রজ্ঞপ্তি অবসানে দুক্কট আপত্তি হয়। দুইবার কর্মবাক্য পাঠ (অনুশ্রবণ) শেষে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। কর্মবাক্য পাঠের সমাপ্তিতে পারাজিকা প্রাপ্ত হয়।

'অযম্পীতি' বলতে পূর্বাপর প্রসঙ্গ বুঝায়। 'পারাজিকা হোতীতি' বলতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিশাল প্রস্তরখণ্ড দ্বিখণ্ডিত হলে জোড়া লাগানো যেমন অসম্ভব; তৃতীয়বার সমনুভাষণ প্রাপ্ত ভিক্ষুণীও অনুরূপভাবে অগ্রহণযোগ্য, অশ্রামণী হয়, অশাক্য কন্যাতে পরিণত হয়। 'সংবাসতি' অর্থে একই সাথে ধর্ম-বিনয় কর্ম সম্পাদন, এক সাথে আবৃত্তি, একই শিক্ষাকে বুঝায়। তার সাথে এগুলো আর না কারাকে 'অসংবাসতি' বলে।

[১৭] 'ধর্ম্ম-সম্মত কর্মে, অধর্ম-কর্ম বলে ধারণা অপরিত্যাগে পারাজিকা আপত্তি হয়। ধর্ম-সম্মত কর্ম বিধানসমূহ ভুলে যাওয়া হেতু নিজ অভিমত অপরিত্যাগেও পারাজিকা অপরাধ হয়। ধর্মবিরুদ্ধ কর্মকে ধর্মসম্মত কর্ম বলে ধারণাতে দুক্কট আপত্তি হয়। ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম বলতে যা বুঝায় তা ভুলে যাওয়াতে দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মকর্মকে অধর্মকর্ম ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

[১৮] **অনাপত্তি ঃ-** সমনুভাষণ শেষ না হতেই ভুল অভিমত পরিত্যাগ করলে, উন্মাদ হলে এবং বুদ্ধকর্তৃক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞপ্তির ত্যাগে হলে।

[তৃতীয় পারাজিকা সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৪। চতুর্থ পারাজিকা

[১৯] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথিপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীগণ কামাসক্ত পুরুষদের হাত ধারণ করতো, সংঘাটির কোণা ধারণ করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতো, বাক্যালাপ করে পুরুষের সংকেতে গমন করে, আড়ালে প্রবেশ করে অধর্ম সেবনার্থে দেহ-দান করতো।

যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, বিরাগপ্রবণ তারা.... এতে আন্দোলন, নিন্দা আর এভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন;- "এ কেমন কথা! ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীগণ কি করে কামাসক্ত পুরুষের হাত ধরে, সংঘাটির কোণা ধারন করে, ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে বাক্যালাপ করে, আগুবাড়ায়ে আনছে, পুরুষের সংকেতে গমন করে, আচ্ছাদনের আড়ালে অনুপ্রবেশ করে দেহ দান করছে অসদ্ধর্ম সেবনার্থে?....

ভিক্ষুণীগণ তা ভিক্ষুগণকে জানালে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করলেন। ইহা শুনে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কামাসক্ত হয়ে কামাসক্ত পুরুষের হাত ধরছে, সংঘাটির কোণা ধারণ করছে, একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকছে, বাক্যালাপ করছে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংকেতে গমন করছে, পুরুষকে আগুবাড়ায়ে নিয়ে আসছে, আচ্ছাদন আড়ালে অনুপ্রবেশ করে দেহ-দান করছে, এমনতরো অসদ্ধর্ম প্রতিসেবনার্থে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

বুদ্ধ ভগবান বললেন, ইহা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। হে ভিক্ষুগণ! এ কেমন আচরণ! ষড়বর্গীয়া কামাসক্ত ভিক্ষুণীরা কি করে কামাসক্ত পুরুষের হাত ধরছে, সংঘাটির কোণা ধারণ করছে, একস্থানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, সংকেত স্থানে গমন করছে, পুরুষকে আগুবাড়িয়ে আনছে, আচ্ছাদন আড়ালে অনুপ্রবেশ করছে, দেহ-দান করছে এমন অসদ্ধর্ম প্রতিসেবনার্থে? ভিক্ষুগণ! ইহা কখনই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উল্লেখ করছি-

[২০] **"যেই ভিক্ষুণী কামাসক্ত হয়ে, কামাসক্ত পুরুষের হাত ধারণ করবে, সংঘাটির কোণা ধারণ করবে, একস্থানে দাঁড়াবে, কথা বলবে, সংকেতে গমন করবে, পুরুষকে আগুবাড়ায়ে আনবে, আচ্ছাদনের আড়ালে অনুপ্রবেশ করে কামসম্ভোগের মতো অসদ্ধর্মার্থে দেহ-দান করবে; তাতে তার পারাজিকা হবে এবং সে সংবাস বর্জিত হবে; অষ্টবত্থু অনুসারে।"**

[২১] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যে রূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্‌খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি ভিক্ষুণী, সীমাসম্মুতি ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী, বুদ্ধকর্তৃক 'এহি' বলে আহ্বানকৃত ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণী, উন্মাদ বা স্মৃতিবিভ্রমের পর স্মরণ করিয়ে দেয়া ভিক্ষুণী, অরহত্ব ব্যতীত মার্গফল লাভী শৈক্ষ্য ভিক্ষুণী, অরহত্ব লাভী অশৈক্ষ্য ভিক্ষুণী, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উভয় সংঘকর্তৃক প্রশ্ন দ্বারা নিঃসন্দেহ হওতঃ ঞাতিচতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, এসকল ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুথ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অবস্‌সুতা' অর্থে গভীরভাবে আসক্ত, প্রতিবদ্ধচিত্তে অপেক্ষবতী বুঝায়। 'পুরিসপুগ্গলো' বলতে মনুষ্য জাতীয় পুরুষকে বুঝায়; যে জন বিজ্ঞতা বলে কামসম্ভোগে সক্ষম। যক্ষ, প্রেত বা তির্য্যগ শ্রেণীর পুরুষকে এখানে 'অবস্‌সুতা' অর্থে বুঝাচ্ছে না। 'হত্থগহণ বা সাদিযেয্যাতি' অর্থে কামচিত্তে হাতের নখাগ্র পর্যন্ত ধারণ বুঝায়। 'এতস্‌স অসধম্মস্‌স সেবনাত্থায' অর্থে কামাস্বাদ উপভোগের জন্যে নাভি হতে হাটুর উপরিভাগ পর্যন্ত স্থান স্পর্শ বুঝায়। 'সাদিযতি' অর্থে কামাস্বাদ উপভোগ করা বুঝায়। 'আপত্তি থুল্লচ্চয়স্‌স' থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। 'সংঘাটি কন্ন গহণং বা সাদিযেয্যাতি' বলতে এরূপ অসদ্ধর্ম সেবনার্থে বস্ত্রাবরণ খুলে ফেলা ও স্পর্শ করাতে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। 'সন্তিট্‌ঠেয্য' বলতে এমন অসদ্ধর্ম প্রতিসেবনার্থে হস্তপাশে গিয়ে দাঁড়ালে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। 'সল্লপেয্যবা'তি বলতে এমন অসদ্ধর্ম প্রতিসেবনার্থে পুরুষের হস্তপাশে গিয়ে দাঁড়ালে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। 'সংকেতং বা গচ্ছেয্যাতি' বলতে এমন অসদ্ধর্ম সেবনার্থে পুরুষের সাথে সুযোগ স্থলে গমনকালে প্রতিপদক্ষেপে পদক্ষেপে দুক্কট আপত্তি হয়। আর পুরুষের হস্তপাশে উপস্থিত হওয়া মাত্রই থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। 'পুরিসস্‌স বা অব্‌ভাগমণ সাদিযেয্যা'তি বলতে এমন অসদ্ধর্ম সেবনার্থে পুরুষকে আগুবাড়ায়ে আনা বা আহ্বান করায় দুক্কট আপত্তি হয়। হাতের পাশে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। 'ছন্নং বা অনুপবিসেয্যাতি' বলতে এমন অসদ্ধর্ম প্রতিসেবনার্থে যে কোন প্রতিচ্ছন্ন স্থানে প্রবেশ মাত্র থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। 'কায়ং বা তদত্থায় উপসংহরেয্যা'তি অর্থে এমন অসদ্ধর্ম প্রতিসেবনার্থে পুরুষের হস্তপাশে স্থিত হয়ে বস্ত্রাদি খুলে দেহ-দানের প্রস্তুতিতে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়।

'অযম্পীতি' অর্থে পূর্বাপর বিবরণ বুঝায়। 'পারাজিকা হোতীতি' বলতে তালবৃক্ষের মস্তক ছিন্ন হলে যেমন পুণরোদ্গাম, পুণবৃদ্ধির সম্ভাবনা আর থাকে না; অনুরূপভাবে ভিক্ষুণীকর্তৃক অষ্টবিষয় প্রাপ্ত হলে অশ্রামণী হয়, অশাক্য কন্যাতে পরিণত হয়। তাই ইহাকে পারাজিকা বলে উক্ত হয়েছে। 'অসংবাসতি' বলতে একই কর্মবাক্য, একই উদ্দেস, একই শিক্ষাকে সংবাস বুঝায়। পারাজিকা অপরাধগ্রস্তের সাথে এসকল সম্পর্ক বর্জন করাকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসংবাসতি বলে।

[২২] **অনাপত্তি ঃ-** অনিচ্ছাকৃতভাবে করলে, স্মৃতিবিভ্রম হেতু, না জেনে করলে, উপভোগার্থে না হলে, পুরুষ নহে মনে করে করলে, কামাসক্তি বিহীন চিত্তে করলে, উন্মাদ অবস্থায় করলে, ক্ষিপ্ত চিত্তে করলে, রুগ্ন অবস্থায় করলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে।

[চতুর্থ পারাজিকা সমাপ্ত]

আর্য্যাগণের আটটি পারাজিকাধর্মের আবৃত্তি করা হলো। কোন ভিক্ষুণী এসকল পারাজিকাধর্মের যে কোনটির দ্বারা অপরাধী যদি হয়ে থাকে, সেই ভিক্ষুণী অন্যান্য ভিক্ষুণীদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক হতে বর্জিত হয়। তার সম্পর্কে পূর্বাপর একই কথা প্রযোজ্য। তাই আর্য্যাগণকে জিজ্ঞাসা করছি, কেমন, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? দ্বিতীয়বারও জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? তৃতীয়বারও জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? আর্য্যাগণ, পরিশুদ্ধা আছেন বলেই নীরব আছেন; ইহাই আমি ধারণা করছি।

[বিঃ দ্রঃ অবশিষ্ট চারটি পারাজিকা ভিক্ষু-বিভঙ্গে উল্লেখিত ভিক্ষুদের চার পারাজিকাকে ধরা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষে উল্লেখিত প্রথম পারাজিকা এবং পঞ্চম পারাজিকাকে খণ্ডিতাকারে অত্র ভিক্ষুণী-বিভঙ্গের মূলপালিতে এক করে ফেলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অত্র অনুবাদের ভুমিকা দ্রষ্টব্য।]

[ভিক্ষুণী-বিভঙ্গে পারাজিকা বর্ণনা সমাপ্ত]

----ঃo----

২। সংঘাদিসেস বর্ণনা

১। প্রথম সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ

মাননীয়া আর্য্যাগণ! এখন সতেরো প্রকার সংঘাদিসেস ধর্মের বর্ণনা করা হচ্ছে-

[২৩] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে (বিহারে) অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক উপাসক ভিক্ষুণীসংঘকে একটি আশ্রয়শালা দান দিয়ে কালগত হলেন। তাঁর দুই পুত্র ছিল। তাদের একজন ছিল বুদ্ধ শাসনের প্রতি অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন; আর অপরজন ছিল শ্রদ্ধা ও প্রসন্ন। তারা উভয়ে পৈতৃক সম্পদ বিভাজন করলো। অতঃপর সেই অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্নজন শ্রদ্ধ, প্রসন্নকে বললো;- আমাদের আশ্রয়শালাটি ভাগ করবো।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এরূপ বললে শ্রদ্ধ-প্রসন্নজন অশ্রদ্ধ-অপ্রসন্নকে বলরো;- আর্য্য! এমন বলবেন না। আমাদের পিতা তা ভিক্ষুণীসংঘকে দান করেছেন। দ্বিতীয়বারও অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন সেই শ্রদ্ধ, প্রসন্নকে বললো;- আমাদের আশ্রয়শালাটি ভাগ করবো। আর শ্রদ্ধ, প্রসন্নকে অশ্রদ্ধ-অপ্রসন্নকে বললেন, না আর্য্য; আমাদের পিতা দ্বারা তা ভিক্ষুণীসংঘকে প্রদত্ত হয়েছে। তৃতীয়বারও অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন সেই শ্রদ্ধ, প্রসন্নকে আশ্রয়শালাটি ভাগ করতে বললো। তখন শ্রদ্ধ, প্রসন্নজন বললো যদি আমি তা লাভ করি তা হলে আমি ভিক্ষুণীসংঘকে তা দান করবো। তখন সেই অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন বললো; তা হলে ভাগ করবো। পৈতৃক সম্পদ ভাগ করতে গিয়ে অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্নই তা প্রাপ্ত হলো। অতঃপর সেই অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন ভিক্ষুণীদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো;- আর্য্যাগণ! আপনারা আমার শালা হতে বের হয়ে যান। এরূপ বলাতে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী সেই পুরুষকে বললেন, "হে ভদ্র! এরূপ বলবেন না। ইহা আপনার পিতাকর্তৃক ভিক্ষুণীসংঘকে প্রদত্ত। ইহা প্রদত্ত হয়েছে কি হয়নি, তা মহামাত্য থেকে বার্তাবাহক দ্বারা জিজ্ঞাসা করা হলো। মহামাত্য ইহা শুনে বললেন;- 'কোন আর্য্যা জানে যে ইহা ভিক্ষুণীসংঘকে প্রদত্ত? মহামাত্য এরূপ বললে ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা সেই- মহামাত্যকে বললেন,- "হে ভদ্র! আপনি কি দেখেননি বা শুনেননি যে, সাক্ষী রেখেই এই দান প্রদত্ত হয়েছে?" অতঃপর সেই মহামাত্য স্বীকার করে বললেন, হ্যাঁ আর্য্যে! ইহা সত্য যে, আমি শুনেছি সেই আশ্রয়শালা ভিক্ষুণীসংঘকে প্রদত্ত হয়েছে। ইহা বলাতে সেই পুরুষ পরাজিত হওতঃ আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলো,- "এই মুণ্ডিকা শ্রামণী নহে, এক হীনা মহিলা। ইহা কেমন কথা; আমার পর্ণশালাটি যে কেড়েই নিল? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী মহামাত্যকে এবিষয় জানালেন। মহামাত্য- সেই পুরুষটিকে দণ্ডিত করলেন। এতে সেই দণ্ডিত পুরুষ ভিক্ষুণী আবাসের অদূরে আজীবকদের জন্যে বিশ্রামশালা করে দিয়ে ভিক্ষুণীদের উত্যক্ত করতে তাদের প্ররোচিত করলো। আজীবকগন তখন এভাবে বলতে শুরু করলেন, 'এই ভিক্ষুণীরা খুব বেশী কথা বলেন'। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী মহামাত্যকে ইহা জানালেন। মহামাত্য সেই পুরুষকে বন্দী করালেন। এতে জনগণ আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন,- "এ কেমন কথা! ভিক্ষুণী আশ্রয়শালা প্রথমে কেড়ে নিল, দ্বিতীয়তঃ দণ্ডিত করালো, তৃতীয়তঃ বন্দী করালো। এখন মনে হয় হত্যা করাবে।"

ভিক্ষুণীরা জনগণের এসকল আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এজন্যে আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে বলতে লাগলেন;- এর কেমন কথা! আর্য্যা স্থূলানন্দা যে এখন কলহকারিনী, ঈর্ষাপরায়ণা হয়ে বিচরণ করছেন।

অতঃপর সেই ভিক্ষুণীগণ এসকল বিষয় ভিক্ষুগণকে জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলে, ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ঈর্ষাপরায়ণা হয়ে বিচরণ করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভগবান বললেন ইহা নিতান্ত গর্হিত। কি করে হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ঈর্ষাপরায়ণা হয়ে চলতে পারে? ভিক্ষুগণ! ইহা অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন, বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে বিপরীতভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। হে ভিক্ষুগণ! তাহলে ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করবো;-

[২৪] **"যে ভিক্ষুণী গৃহপতি, গৃহপতিপুত্র, দাস, কর্মচারী বা সর্বশেষ পর্যায়ে অশ্রমণ-পরিব্রাজকের সাথে মামলায় বাদিনী হয়ে অবস্থান করবে; সেই ভিক্ষুণী সংঘাদিসেস নামক প্রথম ধর্মাপন্ন অপরাধ প্রাপ্ত হয়ে সাময়িক বর্জিতা হবে।"**

[২৫] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উদম্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'উসুয্যবাদিকা' অর্থে হিংসা করা, ঈর্ষা করা ইত্যাদি বুঝালেও এখানে অট্টকারিকা বা মামলাকারিনী বুঝায়। 'গহপতি' বলতে যে জন গৃহবাসী, তথা স্ত্রী-পুত্র সেবীকে বুঝায়। 'গহপতি পুত্তো' বলতে যে জন অন্যের পুত্র বা ভাই। 'দাসো' বলতে নীচকুলে জন্ম এবং ধনীকর্তৃক টাকা দিয়ে ক্রীত ব্যক্তি। 'কম্মকারো' বলতে চাকর, আহরণকারী বুঝায়। 'সমণপরিব্বাজকে' বলতে ভিক্ষু, শিক্ষার্থী, শ্রমণ, শ্রামণেরী ব্যতীত যে কোন পরিব্রাজক বা অন্য মতাবলম্বী বুঝায়। 'অট্টং করিস্সামীতি' বলতে মামলা বা অভিযোগ করবো' এই বলে দ্বিতীয়বার প্রচেষ্টায় গমন করলে দুক্কটাপত্তি হয়। একবার এবিষয়ে অন্যকে প্রকাশ করলে দুক্কট, দ্বিতীয়বার প্রকাশ করলে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। মামলা করার সমাপ্তিতে সংঘাদিসেস আপত্তি হয়।

প্রথম অপরাধসহ ভূমি সংক্রান্ত ভিক্ষুণীদের যে সকল ক্ষুদ্র শিক্ষাপদ আছে অসমনুভাষণ হেতু সেগুলো লঙ্ঘন জনিত আপত্তি প্রাপ্ত হয়। 'নিস্সারনীযন্তি' বলতে সংঘ হতে পৃথক অবস্থান বা বহিস্কৃত হওয়া। 'সংঘাদিসেসেতি' বলতে সংঘ তার অপরাধ মুক্তির জন্যে 'মানত্তদণ্ড' প্রদান করবেন, 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' দেবেন এবং পুনঃ সংঘে 'আহ্বান' করবেন। এই দণ্ডসমূহ একজন বা কয়েকজন ভিক্ষুণী দিতে পারেন না; সংঘকেই দিতে হয় বলে 'সংঘাদিসেস' বলা হয়। সে জাতীয় দণ্ডকর্মের আওতাভুক্ত অপরাধসমূহকেও তাই 'সংঘাদিসেস আপত্তি' নামে অভিহিত করা হয়।

[২৬] **অনাপত্তি ঃ-** অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষেরা যদি টেনে নিয়ে যায়, নিরাপত্তার কারণে যদি যায়, অন্যের উদ্দেশ্যে যদি প্রয়াস গ্রহণ করে, উন্মাদ হয়ে করলে, আদিকর্মীক হলে।

[প্রথম সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। দ্বিতীয় সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ

[২৭] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন বৈশালীর জনৈক লিচ্ছবির স্ত্রী ব্যাভিচারিনী হয়ে উঠেছিল। সেই লিচ্ছবি তাকে বললেন, "আমাকে তোমার অনিষ্ট করতে দিওনা, তুমি এই অধর্ম হতে বিরত হওয়াই উত্তম। এরূপ বলা হলেও সেই নারী তা কানে নিল না। সে সময়ে বৈশালীর লিচ্ছবিরা কোন এক কার্য্য উপলক্ষে একত্রিত হয়েছিলেন। সেই লিচ্ছবি তথায় সমবেত লিচ্ছবিগণকে বললেন, আমার এক স্ত্রী আর্য্যা সম্পর্কে আপনারা জানেন? কী নাম সেই আর্য্যার? আমার সেই আর্য্যা ব্যাভিচারিনী। তাকে আমি হত্যা করবো, আপনাদের জানিয়ে রাখলাম। সেই স্ত্রী জানতে পারলো যে, তার স্বামী নাকি তাকে হত্যা করতে ইচ্ছুক। মূল্যবান দ্রব্যসমূহ নিয়ে সে তখন শ্রাবস্তীতে গমন করে তৈর্থিকদের নিকটে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলো। তারা তাকে প্রব্রজ্যিত করতে ইচ্ছা করলেন না। অতঃপর সে ভিক্ষুণীদের নিকটে উপস্থিত হয়ে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলো। ভিক্ষুণীগণও তাকে প্রব্রজ্যিত করতে ইচ্ছা করলেন না। অবশেষে সে ভিক্ষুণী স্থূলনন্দাকে তার সাথে নিয়ে আসা মূল্যবান দ্রব্যগুলো দেখায়ে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলো। ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা সেই মূল্যবান দ্রব্যগুলো নিয়ে তাকে প্রব্রজ্যা দান করলেন। এদিকে সেই লিচ্ছবি তার স্ত্রীকে অনুসন্ধান করতে করতে শ্রাবস্তীতে গমন করলেন এবং ভিক্ষুণীদের মাঝে তাকে প্রব্রজ্জিতা দেখে, যথায় রাজা প্রসেনজিত তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে রাজা প্রসেনজিত কোসলকে এরূপ বললেন- "হে দেব! আমার স্ত্রী মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী চুরি করে নিয়ে শ্রাবস্তীতে যে এসেছে তা আপনি জানেন কি? ভদ্র! তা হলে তার অনুসন্ধান করতে ঘোষণা দেবে। হে দেব! তাকে ভিক্ষুণীদের মাঝে প্রব্রজ্যিত দেখেছি। হে ভদ্র! যদি সে ভিক্ষুণীদের মাঝে প্রব্রজ্যিতা হয় তাহলে সে কিছুমাত্র লাভ করতে পারবে না। এই সু-ব্যাখ্যাত ধর্মে দুঃখের অন্তঃসাধনের জন্যই ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে।"

অতঃপর সেই লিচ্ছবি এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন; এ কেমন কথা, ভিক্ষুণীরা চৌরীদেরও যে প্রব্রজ্যিতা করেন? ভিক্ষুণীরা লিচ্ছবির এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের বিষয় জানলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন; কেমন করে আর্য্যা স্থূলনন্দা চৌরিকেও প্রব্রজ্যা দান করলেন? অতঃপর সেই ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলে; ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে জানতে চাইলেন; ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা চৌরিদেরও প্রব্রজ্যা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দান করছে? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ইহা অত্যন্ত গর্হিত। হে ভিক্ষুগণ! কি করে ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা চৌরীকে প্রব্রজ্যা দান করলো? হে ভিক্ষুগণ! ইহা অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করছি;-

[২৮] **"যেই ভিক্ষুণী নিজেও জানে এবং অন্যেও জানে যে প্রব্রজ্যা প্রার্থিনী চৌরী। তার বিষয়ে রাজা, সংঘ, গণ, ব্যক্তি বা সৈনিকের নিকটে বিনা জিজ্ঞাসায় প্রব্রজ্যা প্রদান করলে, সেই ভিক্ষুণী প্রথম ধর্মাপন্ন সংঘাদিসেস অপরাধ প্রাপ্ত হয়ে সংঘ হতে সাময়িক বহিষ্কার যোগ্যা হবে।"**

[২৯] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'জানাতি' বলতে নিজে জ্ঞাত হওয়া, বা অন্যে জানা, বা নিজে অন্যকে প্রকাশ করা বুঝায়। 'চোরী' বলতে পঞ্চমাসা (মুদ্রা) বা তার উর্ধে বা সমমূল্যের কোন দ্রব্য চৌর্যচিত্তে কোন মহিলা কর্তৃক গ্রহণকে চোরী বলা হয়। 'বজ্ঝা' বলতে যা করলে বধ-বন্ধনাদি দণ্ড প্রাপ্ত হতে হয়। 'বিদিতা' অর্থে অন্যান্য মানুষেরা জানে যে, এই ব্যক্তি বধ-বন্ধনাদি দণ্ড প্রাপ্তা, দণ্ডযোগ্যা অপরাধী। 'অনপলোকেত্বা' বলতে, জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধান না করা। 'রাজা' বলতে যেখানে যেই রাজার শাসন বলবৎ তথায় সেই রাজাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। 'সংঘো' বলতে ভিক্ষুণীসংঘকে বুঝাচ্ছে। সেই ভিক্ষুণীসংঘকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। 'পূগো' বলতে সামাজিক সংঘ বুঝায়। সেই সামাজিক সংঘকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। 'সেনি' বলতে যে সৈনিকদের যতদূর দখলে থাকে তথায় তাদের থেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। 'কপ্প' তথা উপযুক্ততা যাচাইয়ের অন্যান্য বিষয় যথাযথ সমাধা করতে হবে। এখানে 'কপ্প' বলতে পূর্বতির্থীয়দের নিকট প্রব্রজ্যিত ছিল কি-না, অথবা ভিক্ষুণীদের মধ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিল কি-না- এ'দুই বিষয়ে যাচাই করাতে হবে। গণ বা আচার্য্যার পাত্র, চীবরাদি ভাণ্ড অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেছে কি-না অনুসন্ধান করতে হবে। এসকল কর্ত্তব্য সমাধা না করে, 'তাকে প্রব্রজ্যিত করবো' এই সংকল্পে সীমায় উপস্থিত করলে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন করলে দুক্কট হয়। দুইবার কর্মবাক্যে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। কর্মবাক্য সমাপ্তিতে উপাধ্যায়ের সংঘাদিসেস আপত্তি এবং গণপূরকগণ ও আচার্য্যার দুক্কট আপত্তি হয়।

'অযম্পীতি' বলতে পূর্বে উল্লেখিত মতে প্রথমাপত্তি সহ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ লঙ্ঘনের আপত্তি প্রাপ্ত হয়, অসমনুভাষণ সত্ত্বেও। 'নিস্সারনীযন্তি' বলতে সংঘ হতে অপসারণ বুঝায়। 'সংঘাদিসেসো' বলতে সংঘাদিসেস অপরাধগ্রস্তকে সেই অপরাধ মুক্তিতে সংঘকর্তৃক মানত্ত দেওয়া, মূলেপ্রতিকর্ষণ দেওয়া এবং আহ্বান করা। এই অপরাধ মুক্তির সমাধান কোন ভিক্ষুণী একা দিতে পারে না, সংঘকেই দিতে হয় বলে সংঘাদিসেস নামে খ্যাত হয়েছে।

[৩০] চৌরি বা চোরি বলে ধারণায় প্রব্রজ্যা দান করলে সংঘাদিসেস আপত্তি হয়। চৌরি কি-না তা অনুসন্ধান করতে ভুলে গিয়ে প্রব্রজ্যা দান করলে দুক্কট আপত্তি হয়। চৌরিকে অচৌরি ধারণায় প্রব্রজ্যা দানে কোন অপরাধ হয় না। অচৌরিকে চৌরি ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অচৌরি কি-না তা অনুসন্ধানে ভুলে গেলে দুক্কট অপরাধ হয়। অচৌরিকে অচৌরি ধারণায় কোন অপরাধ হয় না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[৩১] **অনাপত্তি ঃ-** না জেনে প্রব্রজ্যাদানে, অনুসন্ধান করে প্রব্রজ্যাদানে, 'কপ্প' কর্ম সম্পাদন করে প্রব্রজ্যা দানে, উন্মাদ হয়ে প্রব্রজ্যা দান করলে এবং প্রথম অপরাধকারী হলে।

[দ্বিতীয় সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৩। তৃতীয় সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ

[৩২] বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভদ্রাকপিলানীর অন্তেবাসীনী, ভিক্ষুণীদের সাথে ঝগড়া করে একাকী জ্ঞাতীকূলে চলে গিয়েছিলেন। ভদ্রাকপিলানী সেই ভিক্ষুণীকে না দেখে ভিক্ষুণীদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এই ভিক্ষুণীকে কেন দেখতে পাচ্ছি না?" আর্য্যে! ভিক্ষুণীদের সাথে ঝগড়া করে চলে গেছে তাই দেখতে পাচ্ছেন না। মাতাগণ! অমুক গ্রামের জ্ঞাতীকুলে গিয়ে খোঁজ কর তো। ভিক্ষুণীরা তথায় গমন করে সেই ভিক্ষুণীকে দেখতে পেয়ে বললেন, "আর্য্যে! কেন আপনি একাকী আসলেন? কোন প্রকারে দূষিত হননি তো? অদূষিত আছি আর্য্যে।

যে সকল ভিক্ষুণীগণ অল্পেচ্ছু তারা এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "এ কেমন কথা! ভিক্ষুণী কেন একাকী গ্রামান্তরে যাচ্ছে? ভিক্ষুণীরা ইহা ভিক্ষুদেরকে জানালেন। ভিক্ষুগণ তা ভগবানের নিকট নিবেদন করলেন। ভগবান ভিক্ষুগণের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী একাকী গ্রামান্তরে গমন করছে? হ্যাঁ, ভগবান তা সত্য। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ! কেন ভিক্ষুণী একাকী গ্রামান্তরে যাবে? ভিক্ষুগণ! ইহা কখনো অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করছি;-

"যেই ভিক্ষুণী একাকী গ্রামান্তরে গমন করে, সেই ভিক্ষুণী তৎমুহূর্তেই সংঘাদিসেস আপত্তিগ্রস্ত হয়ে নিস্‌সারনীয় দণ্ডযোগ্য হবে।"

এভাবে ভগবান ভিক্ষুণীদের জন্যে এখানে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করলেন।

[৩৩] সে সময়ে দুই ভিক্ষুণী সাকেত হতে শ্রাবস্তীর পথে যাচ্ছিলেন। মাঝপথে নদীপার হতে হয়। সেই ভিক্ষুণীদ্বয় নৌ-চালকের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আবুসো! আমাদের পার করে দিলে অতি উত্তম হয়। না, আর্য্যে! উভয়কে এক সাথে পার করাতে পারবো না। এক একজন করে পার হউন। উত্তীর্ণকারী উত্তীর্ণাকে দূষিত করলো; অনুত্তীর্ণাকে অনুত্তীর্ণ দূষিত করলো। পরে দু'জন একত্রিত হলে পরস্পর জানতে চাইলেন, আর্য্যা! আপনাকে দূষিত করা হয়েছে কি? আর্য্যে! দূষিত হয়েছি। আমিও আর্য্যা! দূষিত হয়েছি।

অতঃপর সেই ভিক্ষুণীদ্বয় শ্রাবস্তীতে গমন করে ভিক্ষুণীদেরকে তা জানালেন। অনাসক্ত ভিক্ষুণীগণ ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "কোন ভিক্ষুণী একাকী নদী পার হতে গেলো? ভিক্ষুণীরা এবিষয় ভিক্ষুগণকে জানালে তাঁরা ভগবানকে ইহা নিবেদন করলেন। ভগবান ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা একা নদী পার হচ্ছে? তা সত্য, ভগবান। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি;-

"কোন ভিক্ষুণী যদি একা গ্রামান্তরে যায় বা একা নদী পার হয়, তাতে সেই ভিক্ষুণী তৎক্ষণাৎ সংঘাদিসেস প্রাপ্ত হয়ে নিস্‌সারনীয় প্রথমে নিস্‌সারনীয় দণ্ডযোগ্য হবে।"

এখানে ভিক্ষুণীদের জন্যে এভাবে শিক্ষাপদ ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হলো।

[৩৪] সে সময়ে কতিপয় ভিক্ষুণী কোশল জনপদ হতে শ্রাবস্তীতে গমনপথে সন্ধ্যায় এক গ্রামে উপস্থিত হলেন। তাদের মধ্যে এক ভিক্ষুণী ছিলেন অভিরূপা সুন্দরী, দর্শনীয়া এবং প্রসাদিকা। এক পুরুষ তাঁকে দেখে প্রতিবদ্ধচিত্ত (আসক্ত) হলো। তখন সে অন্য ভিক্ষুণীদের জন্যে এক স্থানে থাকার ব্যবস্থা করে, সুন্দরী ভিক্ষুণীর জন্যে অন্যত্র ব্যবস্থা করলো। এই ব্যবস্থায় ভিক্ষুণী সন্দিগ্ধ হয়ে ভাবলেন, "এই পুরুষ যদি রাতে আসে, তা হলে আমার অনর্থ ঘটাতে পারে।" তখন ভিক্ষুণীদের কিছু না বলে অন্য একটি গৃহে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

অতঃপর সেই পুরুষ রাতে আগমন করে এই ভিক্ষুণীকে না দেখে ভাবলো, নিশ্চয় এই ভিক্ষুণী অন্য পুরুষের সাথে চলে গেছে। সেই ভিক্ষুণী রাত অতিক্রম করে ভিক্ষুণীদের নিকট উপস্থিত হলে ভিক্ষুণীরা বললেন, হে আর্য্যা! কেন তুমি পুরুষের সাথে বেরিয়ে গেলে? না, আর্য্যে! আমি পুরুষের সাথে যাইনি। ভিক্ষুণীরা তা অন্য ভিক্ষুণীদের জানালে, অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা এই নিয়ে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষুণী রাতে একাকী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের তা জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলে, ভগবান ভিক্ষুদের থেকে জানতে চাইলেন,- ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা রাতে একা ঘর থেকে বাইরে যায়? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। কেন, হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীরা রাতে একাকী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে? ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি;-

"যেই ভিক্ষুণী একা গ্রামান্তরে যাবে, বা একা নদীপার হবে, অথবা রাতে একা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে, সে তৎক্ষণাৎ সংঘাদিসেস আপত্তিগ্রস্ত হয়ে নিস্সারণীয় দণ্ডযোগ্য হবে।"

ভগবান কর্তৃক এখানে এভাবেই ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

[৩৫] সে সময়ে কিছু ভিক্ষুণী কোশল জনপদ হতে শ্রাবস্তীগামী পথে যাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে এক ভিক্ষুণী বাহ্যপীড়ায় আক্রান্ত হওয়াতে ঘন ঘন মলত্যাগ হেতু একাকী পেছনে আসছিলেন। মানুষেরা সেই ভিক্ষুণীকে দূষিত করলো। অতঃপর সেই ভিক্ষুণী পূর্বগামী ভিক্ষুণীদের সাথে মিলিত হলে, ভিক্ষুণীরা বললেন, "কেন আর্য্যা! সঙ্গীদের ত্যাগ করে একাকী থেকে গেলেন? প্রদুষ্ট হননি তো? আর্য্যা! আমাকে দূষিত করা হয়েছে। ইহা শুনে যে সকল ভিক্ষুণীরা অল্পেচ্ছু, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন আর ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুণী সঙ্গীদের ত্যাগ করে একাকীনি পেছনে থেকে যায়? ভিক্ষুণীরা তা ভিক্ষুদের জানালেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে এবিষয় নিবেদন করলেন। ভগবান ভিক্ষুদের নিকট জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা সঙ্গীদের ত্যাগ করে একাকী পেছনে আসতে গিয়ে দূষিত হচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। কেন, হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীরা সঙ্গীদের ত্যাগ করে পেছনে একাকী আসতে গিয়ে দূষিত হচ্ছে? হে ভিক্ষুগণ; ভিক্ষুণীদের এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি;-

[৩৬] **"যেই ভিক্ষুণী একাকী গ্রামান্তরে গমন করবে, বা একাকী নদী পার হবে অথবা রাতে একাকী গৃহ থেকে বের হবে, অথবা একাকী সঙ্গীদের ব্যতীত মলমূত্র ত্যাগে যাবে, সেই ভিক্ষুণী তৎক্ষণাৎ সংঘাদিসেস আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে নিস্‌সারণীয় দণ্ডযোগ্যা হবে।"**

[৩৭] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্‌খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উদম্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'একা বা গামন্তরং গচ্ছেয্যাতি' বলতে সীমারেখাযুক্ত গ্রামের সীমা অতিক্রম করে প্রথম পদক্ষেপ অতিক্রমক্ষণেই থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ অতিক্রমে সংঘাদিসেস আপত্তি হয়। সীমারেখা বিহীন গ্রামের উপচার (গ্রামের শেষপ্রান্ত) থেকে প্রথম পদ অতিক্রমে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। দ্বিতীয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পদক্ষেপ অতিক্রমে সংঘাদিসেস হয়।

'একা বা নদীপারং গচ্ছেয্যাতি' এখানে নদী বলতে ত্রিমণ্ডল (হস্ত, জঙ্ঘা, গ্রীবা মণ্ডল) আচ্ছাদিত অবস্থায় যেই জলস্রোত পায়ে পার হতে গিয়ে অন্তর্বাস ভিজে যায়। এমন নদী পার হতে একাকী প্রথম পদক্ষেপ দেওয়া মাত্র থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ অতিক্রমে সংঘাদিসেস আপত্তি হয়। 'একা বা রত্তিং বিপ্পবাসেয্যাতি' এখানে একাকী অরুণোদয় মুহূর্ত সহ হাতের পাশে অবস্থিত দ্বিতীয় কোন ভিক্ষুণীকে ত্যাগে উদ্যত হলেই থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। আর ত্যাগক্ষণেই সংঘাদিসেস আপত্তি হয়। সঙ্গীদের ত্যাগ করে গৃহরক্ষককে না বলে, দ্বিতীয়জন ভিক্ষুণীর দৃষ্টির বাইরে বা শ্রবণের বাইরে যাওয়ার উপক্রমক্ষণেই থুল্লচ্চয় অপরাধ হয়। সীমা অতিক্রম হলেই সংঘাদিশেষ হয়।

'অযম্পী'তি বলতে পূর্বে বর্ণিত মতে বুঝায়। প্রথম অপরাধ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র যাবতীয় আপত্তি সমূহ প্রাপ্ত হয়, সমনুভাষণ না করা হলেও। 'নিস্সারনীযন্তি' বলতে সংঘ হতে অপসারণ করা। 'সংঘাদিসেসো' বলতে পূর্ব বর্ণনা মতে সংঘকর্তৃক প্রদত্ত মানত্ত, মূলেপ্রতিকর্ষণ ও আহ্বান- এই তিন বিনয়কর্মকে সংঘাদিসেস বলে।

[৩৮] **অনাপত্তি ঃ-** দ্বিতীয় কোন ভিক্ষুণী সাথে থাকলে, প্রব্রজ্যা ত্যাগের জন্যে করলে, মৃত্যুবরণ কারণে অথবা বিপদে পড়ে, উন্মাদের কারণে এবং আদিকর্মীকের।

[তৃতীয় সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৪। চতুর্থ সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ

[৩৯] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন চণ্ডকালী নামে এক ভিক্ষুণী ভেদসৃষ্টিকারিণী, কলহকারিনী, বিবাদকারিনী, তুচ্ছবাক্য ভাষীণী এবং সংঘকে নিত্য অভিযোগকারিনী ছিলেন। ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা তার এসকল অপকর্মকে সবসময় প্রশ্রয় দিতেন। এক সময় স্থূলনন্দা ভিক্ষুণী কোন এক কার্য্য উপলক্ষে দূরবর্তী স্থানে গিয়েছিলেন। সংঘ এই সুযোগে চণ্ডকালী ভিক্ষুণীকে তার দোষ অদর্শন হেতু উৎক্ষেপনীয় দণ্ড প্রদান করলেন। স্থূলনন্দা কার্য্য শেষে শ্রাবস্তীতে ফিরে আসছে, তা দূর হতে দেখে চণ্ডকালী ভিক্ষুণী তার বসার আসন প্রস্তুত করলেন না, পা ধোয়ার জল, পা রাখার পিঁড়ি, পা মোছার থলি যথাস্থানে রাখলেন না; পানীয় বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন না। এতে স্থূলনন্দা ভিক্ষুণী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চণ্ডকালীকে বললেন;- "আর্য্যে! আমাকে আসতে দেখেও কেন বসার আসন প্রজ্ঞাপ্ত করলে না; পাদোদক দিলে না; পাদপীঠ, পাদথলিক যথাস্থানে রাখলে না; আগুবাড়ায়ে পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ করলে না; পানীয় প্রয়োজন কিনা তাও জিজ্ঞাসা করলে না? হে আর্য্যা! এমন আচরণ করলে তো, তুমি অনাথ হয়ে যাবে। কেন তুমি নিরাশ্রয় হতে চাচ্ছ?

আর্য্যে! এই ভিক্ষুণীরা আমাকে এখন নিরাশ্রয় করেছেন। তারা এখন অপ্রজ্ঞাপিত বিষয়ের প্রবর্তন করছেন। দোষ অদর্শন হেতু তারা আমাকে উৎক্ষেপন দণ্ড প্রদান করেছেন। তারা বলেন যে স্থূলনন্দা ভিক্ষুণী মূর্খা, অদক্ষা। কর্ম, কর্ম-দোষ, কর্ম-বিপত্তি, কর্ম-সম্পত্তি- এসকল বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। আমরা জানি কর্ম, কর্ম-দোষ, কর্ম-বিপত্তি ও কর্ম-সম্পত্তি কাকে বলে। স্থূলনন্দা বললেন, আমি কখনো কি যা করা অনুচিত তা করেছি? অথবা যা করা উচিত তার বিরুদ্ধে কিছু করেছি? ভিক্ষুণীসংঘ তো খুব দ্রুত সমবেত হয়ে চণ্ডকালী ভিক্ষুণীকে দোষারোপ করেছেন। এই বিতণ্ডায় যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন আর্য্যা স্থূলনন্দা ধর্মের দ্বারা, বিনয়ের দ্বারা, শাস্তার অনুশাসনের স্বপক্ষে না দাঁড়ায়ে, কারক সংঘকে না জানায়ে, গণ (দল বা গ্রুপ) হতে মতামত না দিয়ে, সমগ্র সংঘকর্তৃক উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুণীর দণ্ড প্রত্যাহার করলো?

ভিক্ষুণীরা ইহা ভিক্ষুগণকে জানালেন। ভিক্ষুরা তা ভগবানকে নিবেদন করলে, ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা সমগ্র সংঘকর্তৃক উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুণীকে ধর্ম, বিনয় ও শাস্তা-শাসনের পক্ষে না দাঁড়ায়ে, কারক সংঘের অজ্ঞাতে, গণের মতামত না নিয়ে সেই উৎক্ষিপ্ত দণ্ডের প্রত্যাহার করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য।

ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা কেমন করে সমগ্র সংঘের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুণীকে ধর্ম, বিনয় ও শাস্তা শাসনের পক্ষে না দাঁড়ায়ে, কারক সংঘের অজ্ঞাতে, গণের মতামত না নিয়ে প্রদত্ত দণ্ড অপসারণ করালো? ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি;-

[৪০] **"সমগ্র সংঘের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুণীকে যেই ভিক্ষুণী ধর্ম-বিনয় ও শাস্তা-শাসনের পক্ষভূক্ত না হয়ে, কারক সংঘের অজ্ঞাতে এবং গণের মতামত না নিয়ে দণ্ড প্রত্যাহার করে; সেই ভিক্ষুণী তৎক্ষণাৎ সংঘাদিসেস আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে নিস্সারণীয় দণ্ডযোগ্যা হবে।"**

[৪১] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উদম্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'সমগ্গো' অর্থে যেই সংঘ একই সীমায় স্থিত এবং একই ধর্ম-বিনয়ের অধীন। 'উক্খিত্তা' বলতে অপরাধ অদর্শন হেতু বা অপ্রতিকার হেতু, বা মিথ্যাদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু, সংঘকর্তৃক উৎক্ষেপনীয় দণ্ড প্রাপ্তা। 'ধম্মেন, বিনয়েনাতি' বলতে ধর্মের দ্বারা, বিনয়ের দ্বারা। 'সত্থুসাসনেনাতি' বলতে জিনশাসনের দ্বারা, বুদ্ধ শাসনের দ্বারা। 'অনপলোকেত্বা কারক সংঘেন্তি' বলতে বিনয় কর্মকারক সংঘকে জিজ্ঞাসা গ্রাহ্য না করে। 'অনঞ্ঞায গণস্স ছন্দন্তি' বলতে গণপূরক ভিক্ষুর মতামত না জেনে। 'ওসারেস্সামীতি' অর্থাৎ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপসারণ করবো এই চেতনায় যখন গণের অনুসন্ধান করে সীমায় সমবেত করায়, তখন দুক্কট আপত্তি হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন করলে দুক্কট আপত্তি হয়। দু'বার কর্মবাক্য পাঠে (অনুশ্রবণে) থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়; এবং কর্মবাক্যের অবসানে (ধারণায়) সংঘাদিসেস হয়।

'অযম্পীতি' বলতে পূর্বে বর্ণিত বিষয়ানুসারে। প্রথম অপরাধী হতে ভিক্ষুণীদের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদসমূহ লঙ্ঘনে সমনুভাষণ নামক বিনয় কর্ত্তব্য সমাধা না করলেও প্রাপ্ত অপরাধকে বুঝায়। 'নিস্‌সারনীযন্তি' বলতে সংঘ হতে সাময়িকভাবে অপসারণ বা বের করে দেয়া। 'সংঘাদিসেসোতি' বলতে সংঘকর্তৃক মানত্ব, মূলেপ্রতিকর্ষণ ও আহ্বান এই বিধি মতে প্রদত্ত দণ্ডবিধানকে সংঘাদিসেস বলে।

[৪২] ধর্মানুসারে কৃত কর্মকে ধর্ম-কর্ম ধারণায় অন্যায়ভাবে অপসারণে সংঘাদিসেস অপরাধ হয়। ধর্ম-কর্মের বিধান ভুলে গিয়ে অপসারণে সংঘাদিসেস অপরাধ হয়। বিনয়বিরুদ্ধ কর্মকে বিনয়-সম্মত ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। বিনয়বিরুদ্ধ কর্মকে বিনয়বিরুদ্ধ ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

[৪৩] অনাপত্তি ঃ- বিনয়-কর্মকারক সংঘ হতে অনুমতি নিয়ে দণ্ড অপসারণ করলে গণের ইচ্ছা অবগত হয়ে দণ্ড অপসারণ করলে, বিনয়-কর্মকারক সংঘ অনুপস্থিত হেতু অপসারিত হলে, ব্রত পালনের কারণে দণ্ড অপসারণে, উন্মাদগ্রস্ত হওয়ায় অপসারিত করলে এবং বুদ্ধসময়ে প্রথম অপরাধকারী হলে।

[চতুর্থ সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৫। পঞ্চম সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ

[৪৪] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণী ছিলেন অপূর্ব রূপসম্পন্না, দর্শনীয়া এবং প্রসাদিকা। কলুষচিত্তের মানুষেরা ভোজনার্থী হিসেবে সুন্দরীনন্দাকে দেখে, পরস্পর আসক্তচিত্ত বশে আগুবাড়ায়ে ভোজনাদি দান দিত। সুন্দরীনন্দাও যা লাভ করতো সব খেতেন। অন্যান্য ভিক্ষুণীরা ইচ্ছানুরূপ লাভ করতেন না।

যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেতুষ্ট তারা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে, আর্য্যা সুন্দরীনন্দার এ কেমন আচরণ! কেন তিনি আসক্তচিত্ত-সম্পন্না হয়ে আসক্ত পুরুষদের হাত থেকে খাদ্য-ভোজ্য গ্রহণ করে খাচ্ছেন, পরিভোগ করছেন?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে তা জানালেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান ভিক্ষুদের থেকে জানতে চাইলেন, হে ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দা আসক্তচিত্ত সম্পন্না হয়ে আসক্ত পুরুষদের হাত থেকে খাদ্য-ভোজ্য গ্রহণ করে খায় ও ভোজন করে? ভিক্ষুগণ! তার এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করবো;-

[৪৫] **"যেই ভিক্ষুণী আসক্ত হয়ে আসক্ত পুরুষের হাত থেকে খাদ্য-ভোজ্য নিজ হাতে প্রতিগ্রহণ করে খাবে এবং ভোজন করবে; সেই ভিক্ষুণীর তৎক্ষণাৎ সংঘাদিসেস আপত্তিগ্রস্ত হয়ে নিস্‌সারনীয় দণ্ডযোগ্য হবে।"**

[৪৬] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্‌খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উদম্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অবস্‌সুতা' অর্থে আবেগাসক্ত চিত্তে অপেক্ষাবতী। 'অবস্‌সুতো' অর্থে আবেগাসক্ত চিত্তে অপেক্ষামান পুরুষ। 'পুরিস-পুগ্গলো' অর্থে মনুষ্য জাতীয় পুরুষই বুঝায়; যক্ষ, প্রেত বা তির্য্যগ জাতীয় নহে; যারা বিজ্ঞতার দ্বারা কামসম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম। 'ভোজনীযং' হলো কুল্‌কুচার খাদ্যকণা ব্যতীত অবশিষ্ট পঞ্চবিধ খাদ্য। 'ভোজনীযং' অর্থে ভাত, মিষ্টান্ন, ছাতু, মৎস্য ও মাংস- এই পঞ্চবিধ ভোজন। খাবো, ভোজন করবো- এই চিত্তে প্রতিগ্রহণে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। প্রতি গ্রাসে গ্রাসে সংঘাদিসেস আপত্তি হয়।

'অযম্পি' বলতে পূর্বাপর বর্ণনা মতে; প্রথমাপত্তিসহ অসমনুভাষণ না করা সত্ত্বেও ভিক্ষুণীদের প্রাপ্ত অপরাপর ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ লঙ্ঘনজনিত অপরাধ বুঝায়। 'নিস্‌সারনীযন্তি' অর্থে সংঘ হতে অপসারণ। 'সংঘাদিসেসোতি' অর্থে মানত্ত, মূলেপ্রতিকর্ষণ ও আহ্বান এ বিধি মতে অপরাধ মুক্তির আওতাভুক্ত অপরাধসমূহ বুঝায়। খাদ্যকণা দূর করতে গৃহীত কুলকুচার জল গ্রহণে দুক্কট অপরাধ হয়।

[৪৭] কামাসক্ত চিত্তে, 'একবার মাত্র খাবো, ভোজন করবো' এরূপ ইচ্ছায় গ্রহণে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রতি গ্রাস গলাধকরণে একটি একটি করে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। কুলকুচার জল মুখে গ্রহণে দুক্কট আপত্তি হয়। যক্ষ, প্রেত, পণ্ডক বা তির্য্যগ মনুষ্য জাতীয় এবং ভিক্ষুণী উভয়পক্ষ কামাসক্ত হলে 'খাবো, ভোজন করবো' চিত্তে ভিক্ষুণী হাতে গ্রহণক্ষণে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রতি গ্রাসে গ্রাসে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। শুধুমাত্র ভিক্ষুণী কামাসক্ত চিত্তসম্পন্না হয়ে 'খাবো, ভোজন করবো' ইচ্ছায় হাতে গ্রহণক্ষণে দুক্কট আপত্তি হয় এবং তখন প্রতি গ্রাসে গ্রাসে দুক্কট আপত্তি হয়। কুলকুচা মুখে গ্রহণে দুক্কট আপত্তি হয়।

[৪৮] **অনাপত্তি ঃ-** উভয়ে অনাসক্তিচিত্ত হলে, অনাসক্তচিত্ত বলে ধারণায় গ্রহণ করলে, উন্মাদ হলে এবং প্রথম অপরাধী হলে।

[পঞ্চম সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬। ষষ্ঠ সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ

[৪৯] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দা ছিলেন অতিশয় সুন্দরী, দর্শনীয়া এবং প্রসাদনীয়া। মানুষেরা ভোজন দানের সময়ে সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণীকে দেখে, এগিয়ে গিয়ে ভোজনাদি দান করতো। সুন্দরীনন্দা লজ্জা ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সন্দেহবশতঃ তা গ্রহণ করতেন না। অন্যান্য ভিক্ষুণীরা সুন্দরীনন্দাকে বললো, "আর্য্যে! কেন দান গ্রহণ করছেন না? আর্য্যা মনে হয় কামাসক্ত হয়েছেন। আর্য্যে! আপনি কি আসক্ত হয়েছেন? না আর্য্যা আমার আসক্তি হয়নি। আর্য্যাগণ! তবে ঐ পুরুষ মানুষটি আসক্ত, বা অনাসক্ত এই সন্দেহ করছি। হে আর্য্যা! যদি আপনি অনাসক্ত হয়ে থাকেন তাহলে এই পুরুষ খাদ্য, ভোজ্য যা দিচ্ছে তা আপনি স্বহস্তে প্রতিগ্রহণ করে খেতে পারেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা এসব বিষয় ভিক্ষুগণকে জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলে ভগবান জানতে চাইলেন, "হে ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা এরূপ বলছে;- "পুরুষ মানুষটি আসক্ত বা অনাসক্ত এতে কি আসে যায়? তুমি যদি নিজে অনাসক্ত হও তাহলে এসো আর্য্যা; এই পুরুষ খাদ্য বা ভোজ্য যা দেন তা সহস্তে প্রতিগ্রহণ করে খাও আর ভোজন কর।" হ্যাঁ ভন্তে তা সত্য। ভগবান বললেন, ইহা খুবই অন্যায়। ভিক্ষুগণ! ইহা কেমন কথা! ভিক্ষুণীরা এরূপ বলবে যে, "আর্য্যে! এতে কী আসে যায়, পুরুষটি আসক্ত বা অনাসক্ত? তুমি যদি অনাসক্ত হও, তাহলে এসো আর্য্যা! পুরুষটি খাদ্য বা ভোজ্য যা দেয় তা তুমি নিজ হাতে গ্রহণ করে খাও আর ভোজন করো।"

ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করবো;-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[৫০] **"যেই ভিক্ষুণী এরূপ বলবে,- হে আর্য্যা! পুরুষটি আসক্ত বা অনাসক্ত এতে কী আসে যায়? যদি তুমি অনাসক্ত হও, তবে এসো আর্য্যা, পুরুষটি খাদ্য বা ভোজ্য যা দেয় তা স্বহস্তে গ্রহণ করে খাও বা ভোজন কর। এভাবে প্ররোচিত দুক্কট আপত্তি হবে। তাঁর কথায়- অপর ভিক্ষুণী 'খাবো, ভোজন করবো'- এই ইচ্ছায় গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি হবে। প্রতি গ্রাসে গ্রাসে থুল্লচ্চয় আপত্তি হবে। ভোজনের সমাপ্তিতে সংঘাদিসেস আপত্তি হবে।"**

[৫১] 'অযম্পিতি' বলতে পূর্বে প্রদত্ত বর্ণনা মতে প্রথম আপত্তি হতে ভিক্ষুণীদের পারাজিকা ও সংঘাদিসেস ব্যতীত অপর ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ লঙ্ঘনে সমনুভাষণ না দেওয়া সত্ত্বেও প্রাপ্ত অপরাধ। 'নিস্সারণীযতি' বলতে সংঘ হতে অপসারণ। 'সংঘাদিসেসোতি' বলতে মানত্ত, মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং আহ্বান ক্রমে অপরাধ মুক্তির আওতাভূক্ত শিক্ষাপদসমূহ বুঝায়। মুখে কুলকুচা গ্রহণে প্ররোচিত কররে দুক্কট আপত্তি হয়। তার বাক্যে 'খাবো, ভোজন করবো' এরূপ ইচ্ছায় গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি হয়।

[৫২] যক্ষ, প্রেত, পণ্ডক, তীর্য্যগ বা মনুষ্যের মধ্যে যে কোন আসক্ত চিত্তসম্পন্ন হতে, নিজ হাতে খাদ্য-ভোজ্য গ্রহণ করো, খাও, ভোজন করো, এই বলে প্ররোচিত করলে দুক্কট আপত্তি হয়। একইভাবে প্রতি গ্রাসে গ্রাসে দুক্কট আপত্তি হয়। ভোজনের অবসানে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। কুলকুচা গ্রহণে প্ররোচিত করলে দুক্কট আপত্তি হয়। তার প্ররোচনায় 'খাবো, ভোজন করবো' এই ইচ্ছায়-প্রতিগ্রহণে দুক্কট আপত্তি হয়।

[৫৩] **অনাপত্তি ঃ-** অনাসক্ত বলে জানতে পারলে, প্ররোচনায় উৎসাহিত হয়ে গ্রহণ না করলে, প্ররোচনায় কুল-গৌরববশতঃ গ্রহণ না করলে, উন্মাদকে প্ররোচিত করলে এবং আদিকর্মীকের (প্রথম অপরাধকারীর) অপরাধ হয় না।

[ষষ্ঠ সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৭। সপ্তম সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ

[৫৪] সে সময়ে ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণী চণ্ডকালী ভিক্ষুণীদের সাথে ঝগড়া করে কুপিত এবং অনিষ্টকামী হয়ে এরূপ বলতে লাগলেন;- "আমি বুদ্ধের নিন্দা করছি না, ধর্মের নিন্দা করছি না, সংঘের নিন্দা করছি না, শিক্ষাপদের নিন্দা করছি না; কিন্তু এই শ্রামণীগণ এমন কেন? যে সকল শ্রামণী শাক্যধীতা, লজ্জাশীলা, ঔৎসুক্যা, শিক্ষাকামী তদের সাথেই আমি ব্রহ্মচর্য্য যাপন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করবো।"

যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টচিত্তা, তাঁরা ভিক্ষুণী চণ্ডকালীর এসব মন্তব্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে তা জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এবিষয় নিবেদন করতে গেলে ভগবান জানতে চাইলেন; "ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী চণ্ডকালী কুপিতা, অনর্থকামীতা হয়ে এরূপ বলছে, 'আমি বুদ্ধের, ধর্মের, সংঘের ও শিক্ষাপদের নিন্দা করছি না। কিন্তু এই শ্রামণীরা এমন কেন? যে সকল শাক্যধীতা শ্রামণেরী শান্ত, লজ্জাশীলা, ঔৎসুক্যপরায়ণা এবং শিক্ষাকামী; আমি তাদের সাথেই ব্রহ্মচর্য্য যাপন করবো?"

হ্যাঁ, ভগবান! তা সত্য। ভিক্ষুগণ! ইহা খুবই অন্যায়। কেন ভিক্ষুণী চণ্ডকালী কুপিতা, অনর্থকামী হয়ে এরূপ বলছে? ভিক্ষুগণ ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি;-

[৫৫] **"যে ভিক্ষুণী কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে এরূপ বলবে;- 'আমি বুদ্ধের নিন্দা করছি না, ধর্মের নিন্দা করছি না, সংঘের নিন্দা করছি না, বা শিক্ষাপদের নিন্দা করছি না। কিন্তু এ শ্রামণেরীগণ এমন কেন? যে সকল শাক্যধীতা শ্রামণেরী শান্ত, লজ্জাশীলা ঔৎসুক্যপরায়ণা এবং শিক্ষাকামী; আমি তাঁদের সাথেই ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করবো'; সেই ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণীরা এভাবেই বলতে হবে,- 'হে আর্য্যা! কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে আপনি এরূপ বলবেন না-**

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমি বুদ্ধের নিন্দা করছি না, ধর্মের নিন্দা করছি না, সংঘের নিন্দা করছি না, শিক্ষাপদের নিন্দা করছি না। কিন্তু এই শ্রামণেরীগণ এমন কেন? যে সকল শ্রামণেরী শাক্যধীতাগণ শান্ত, লজ্জাশীলা, ঔৎসুক্যপরায়ণা, শিক্ষাকামী আমি তাঁদের সাথেই ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করবো।' তার এবাক্যে তাকে বলতে হবে- না, আর্য্যে! এই সুব্যাখ্যাত ধর্মে অভিরমিত হউন, উত্তমভাবে ব্রহ্মচয্য আচরণ করুন। সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধন করুন।' ভিক্ষুণীদের দ্বারা এরূপ বলাতে সেই ভিক্ষুণী যদি পরিবর্তন না হয়, তখন তাকে ভিক্ষুণীরা দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও একইভাবে সমনুভাষণ চিত্তে হবে। যদি তাতে সে তার অভিমত পরিত্যাগ করে তো, ভালো। না করলে সেই ভিক্ষুণী তৃতীয় সমণুভাষণান্তে নিস্সারণীয় দণ্ড প্রাপ্ত হবে এবং তার সংঘাদিসেস আপত্তি হবে।"

[৫৬] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উদম্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'কুপিতা অনত্তমনাতি' বলতে অসন্তুষ্টিতা, আহতচিত্ততা, মানসিক প্রতিবন্ধকতা বুঝায়। 'এবম্ বদেয্যাতি' বলতে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ ও বুদ্ধ প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদ সমূহের নিন্দা না করেও কিছু শ্রামণেরী তথা ভিক্ষুণীদের অনাচারের নিন্দা করে যখন বলে থাকে, যে সকল ভিক্ষুণী শাক্যকন্যা শান্তশীলা, লজ্জাশীলা, ঔৎসুক্যবতী এবং শিক্ষাকামী তাদের সাথে' ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করবো- এই ইচ্ছা বুঝায়।

'সা ভিক্খুনীতি'- যেই ভিক্ষুণী এরূপ বাদিনী। 'ভিক্খুনীহিতি' বলতে অন্যান্য ভিক্ষুণী যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায় তাহাই বলা কর্তব্য; যেমন,- "না, আর্য্যে! কুপিতা ও অসন্তুষ্টি হয়ে এমন বলা উচিত নহে যে, 'বুদ্ধকে নিন্দা করছি না, ধর্মকে নিন্দা করছি না, সংঘকে নিন্দা করছি না,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শিক্ষাপদকেও নিন্দা করছি না। কিন্তু, এই শ্রামণেরীগণ এমন কেন? যে সকল শাক্যকন্যা শ্রামণেরীগণ শান্তশীলা, লজ্জাবতী, ঔৎসুক্যপরায়ণা এবং শিক্ষাকামী তাদের সাথেই আমি ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করবো।' হে আর্য্যে! এসকল না বলে, উপরন্তু এই সুব্যাখ্যাত ধর্মে অভিরমিত হও! সম্যকভাবে দুঃখের অন্তঃসাধন করতে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করো। এভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার বলা কর্তৃব্য। তাতে যদি সে স্ব-মত ত্যাগ করে ভালো। অন্যথায় তার দুক্কট আপত্তি হবে। ভিক্ষুণীরা শুনেও যদি উপরোক্তভাবে না বলে, তাদের দুক্কট আপত্তি হবে। তাই সেই ভিক্ষুণীকে সংঘ মধ্যে টেনে এনে বলতে হবে-

"না, আর্য্যে! কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে এমন বলা উচিত নহে যে, "আমি বুদ্ধের নিন্দা, ধর্মের নিন্দা, সংঘের নিন্দা বা শিক্ষাপদের নিন্দা করছি না। কিন্তু, এই শ্রামণেরীদের আচরণ এমন কেন? আমি সে সকল শাক্যকন্যা শ্রামণেরীদের সাথেই ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করবো, যারা শান্তশীলা, লজ্জাশীলা, ঔৎসুক্যবতী এবং শিক্ষাকামী।" হে আর্য্যে! এই সুব্যাখ্যাত ধর্মে অভিরমিত হউন। সম্যকভাবে দুঃখের অন্তঃসাধনের জন্য ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করুন।"

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলতে হবে। তাতে স্ব-অভিমত ত্যাগ করে তো ভালো; অন্যথায় দুক্কট আপত্তি হবে।

সেই ভিক্ষুণীকে তখন সমনুভাষণ দিতে হবে। ভিক্ষুগণ! এভাবেই তা দেয়া কর্তব্য;-

দক্ষ ভিক্ষুণী অনুমতিক্রমে সংঘকে তখন জ্ঞাত করাতে হবে-

[৫৭] **প্রজ্ঞপ্তি ঃ-** মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন! এই অমুক ভিক্ষুণী কুপিতা, অসন্তুষ্টিচিত্তা হয়ে এরূপ বলছেন,- "আমি বুদ্ধকে, ধর্মকে, সংঘকে বা শিক্ষাপদকে নিন্দা করছি না। কিন্তু, এই শ্রামণেরীগণের সাথেই ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করবো, যারা শান্তশীলা, লজ্জাবতী, ঔৎসুক্যপরায়ণা এবং শিক্ষাকামী। তিনি নিজের এই মন্তব্য পরিত্যাগ করছেন না। যদি মাননীয়া সংঘ উপযুক্ত সময় বলে বিবেচনা করেন, তাহলে এই অমুক ভিক্ষুণীকে সমনুভাষণ দেয়া যেতে পারে। ইহাই জ্ঞাতব্য।

অনুশ্রবণ ঃ- আর্য্যা সংঘ শ্রবণ করুন। এই অমুক ভিক্ষুণী কুপিতা অসন্তুষ্টা হয়ে এরূপ বলছেন যে, "আমি বুদ্ধকে, ধর্মকে সংঘকে বা শিক্ষাপদকে নিন্দা করছি না। কিন্তু এই শ্রামণেরীগণ এমন কেন? আমি সে সকল শাক্যকন্যা শ্রামণেরীদের সাথেই ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করবো, যারা শান্তশীলা, লজ্জাশীলা, ঔৎসুক্যা, এবং শিক্ষাকামা।" তিনি নিজ অভিমত ত্যাগ করছেন না। সংঘ এই নামীয় ভিক্ষুণীকে স্বমত ত্যাগ না করার কারণে সমনুভাষণ দিচ্ছেন। যেই আর্য্যা ইহা সমর্থন করেন তিনি নীরব থাকুন। যিনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসমর্থন করেন তিনি নিজ অভিমত বলতে পারেন।

(দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলছি)

ধারণা ঃ- মাননীয়া সংঘ কর্তৃক সমনুভাষণ প্রদত্ত হলো; সেই ভিক্ষুণী স্বমত ত্যাগ না করা হেতু সমগ্র সংঘ এতে সম্মত বিধায় নীরব আছেন। আমি এরূপই ধারণা করছি।

(দ্বিতীয়, তৃতীয়বার বলতে হবে)।

প্রজ্ঞপ্তি পাঠের অবসানে দুক্কট আপত্তি হয়। দুইবার কর্মবাক্য তথা অনুশ্রবণের অবসানে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। কর্মবাক্য অবসানে সংঘাদিসেস হয়। সংঘাদিসেস অপরাধ পূর্বে প্রাপ্ত অবস্থায় থাকলে বর্তমানে প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে শুধু দুক্কট হয়। দুইবার কর্মবাক্য পাঠের দ্বারা থুল্লচ্চয় আপত্তি অতিক্রম হয়ে যায়, তথা প্রশমিত হয়।

'অযম্পী'তি বলতে পূর্বে বর্ণিত মতে বুঝায়। 'যাবততিযক'ন্তি বলতে যখন তৃতীয় সমনুভাষণ প্রাপ্ত হয়, তখন অপরাপর ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদসমূহ লঙ্ঘন আপত্তি দণ্ডমুক্তি সেই সাথে হয় না। 'নিস্‌সারনীযন্তি' বলতে সংঘ হতে অপসারণ বুঝায়। 'সংঘাদিসেসো'তি বলতে মানত্ত, মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং আহ্বান এই দণ্ডবিধির আওতাভুক্ত অপরাধ বুঝায়।

[৫৮] ধর্মতঃ বিনয় কর্মকে ধর্মসম্মত ধারণায় মত অপরিত্যাগে সংঘাদিসেস হয়। ধর্ম-বিনয় বিধির অজ্ঞতায় মত অপরিত্যাগে সংঘদিসেস হয়। ধর্মসম্মত দণ্ডকে অধর্মতঃ বলে ধারণায় মত অপরিত্যাগে সংঘাদিসেস হয়। অধর্মতঃ দণ্ডকে ধর্মসম্মত ধারণায় দুক্কট হয়। ন্যায়বিরুদ্ধ দণ্ড কি তা না জেনে থাকলে দুক্কট আপত্তি হয়। ন্যায় বিরুদ্ধ দণ্ডকে ন্যায়বিরুদ্ধ ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

[৫৯] অনাপত্তি ঃ- সমনুভাষণ না করলে, ভ্রান্তমত পরিত্যাগ করলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মী হলে ক্ষমা যোগ্য বলে গণ্য করা যায়।

[সপ্তম সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৮। অষ্টম সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ

[৬০] সে সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন চণ্ডকালী ভিক্ষুণী কোন এক বিচার সাব্যস্তের সিদ্ধান্তে আপন অভিমত টিকাতে না পেরে, কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে, এরূপ বলতে লাগলেন,- ভিক্ষুণীরা খেয়াল-খুশির অনুসারী, ভিক্ষুণীরা দ্বেষ-চিত্তানুসারী, ভিক্ষুণীরা মোহ-চিত্তানুসারী, ভিক্ষুণীরা ভয়-ভীতির বশবর্তী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, অনাসক্ত, তারা ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন, ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন; কেন আর্য্যা চণ্ডকালী বিচার সিদ্ধান্তে আপন অভিমত টিকাতে না পেরে কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে ভিক্ষুণীদেরকে ছন্দগামী, দ্বেষগামী, মোহগামী, ভয়গামী- এসব বলে নিন্দা করছেন?

ভিক্ষুণীরা তা ভিক্ষুদের জানালে তাঁরা তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী চণ্ডকালী কোন এক অপরাধের বিচার সিদ্ধান্তে আপন অভিমত অগ্রাহ্য হওয়াতে কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে এরূপ বলছে;- ভিক্ষুণীরা ছন্দগামিনী, দ্বেষগামিনী, মোহগামিনী, ভয়গামিনী- ইত্যাদি? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ইহা অত্যন্ত অশোভনীয়। হে ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তে□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□য়!□□ □□□□!□□ □□□□ □লেন ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করবো;-

[৬১] "যেই ভিক্ষুণী কোন বিচার সিদ্ধান্তে আপন অভিমত অগ্রাহ্য হলে, সেই সিদ্ধান্তে কুপিতা অসন্তুষ্টা হয়ে এরূপ যদি বলে, ভিক্ষুণীরা ছন্দগামিনী, ভিক্ষুণীরা দ্বেষগামিনী, ভিক্ষুণীরা মোহগামিনী, ভিক্ষুণীর ভিক্ষুণীরা ভয়গামিনী- ইত্যাদি; সেই ভিক্ষুণীকে অন্যান্য ভিক্ষুণীরা এরূপ বলতে হবে-

"হে আর্য্যা! কোন বিচার সিদ্ধান্তে আপন অভিমত অগ্রাহ্য হওয়াতে কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে এমন বলা উচিত নহে যে, ভিক্ষুণীরা ছন্দগামিনী, ভিক্ষুণীরা দ্বেষগামিনী, ভিক্ষুণীরা মোহগামিনী, ভয়গামিনী। বরঞ্চ আর্য্যা, নিজেই ছন্দগামিনী, দ্বেষগামিনী, মোহগামিনী, ভয়গামিনী হতে পারেন।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই ভিক্ষুণীকে এরূপ বলার পরেও যদি তার ভ্রান্ত অভিমত ত্যাগ না করে, তাহলে তাকে ভিক্ষুণীরা সেই অভিমত ত্যাগে তৃতীয়বার পর্যন্ত সমনুভাষণ দেবে। তাতে সে তার ভ্রান্ত অভিমত ত্যাগ কররে ভালো। না করলে তৃতীয়বার সমনুভাষণের সমাপ্তিতে তৎমুহূর্তে তার সংঘাদিসেস আপত্তি হবে এবং সংঘ হতে সাময়িক অপসারিত হবে।"

[৬২] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উদম্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'কিস্মিঞ্চিদেব অধিকরণেতি' বলতে চার প্রকার অধিকরণ, যথা- বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ, কৃত্যাধিকরণ। 'পচ্ছাকতা' অর্থে অসন্তুষ্টিতা, আহতচিত্তা বা মানসিক অবসাদ বুঝায়। 'এবম বদেয্যাতি' বলতে ছন্দগামিনী, দ্বেষগামিনী মোহগামিনী, ভয়গামিনী- ইত্যাদি প্রকারে অভিযোগ বুঝায়।

'সা ভিক্খুনীতি' বলতে যেই ভিক্ষুণী এরূপ মতবাদী। 'ভিক্খুনীহিতি' অর্থে অন্যান্য ভিক্ষুণী দ্বারা যা দেখা যায়, যা শুনা যায় তাহা এভাবে বলা কর্তব্য;-

"হে আর্য্যা! কোন বিচার সিদ্ধান্তে স্ব-অভিমত প্রত্যাখ্যাত হলে তাতে কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে এরূপ বলা উচিত নহে যে, ভিক্ষুণীরা ছন্দগামিনী (ইচ্ছার বশবর্তী), দ্বেষগামিনী (বিদ্বেষের বশবর্তী), মোহগামিনী (ন্যায়-অন্যায় বিচার শক্তিহীন), ভয়গামিনী (বলবানের পক্ষভুক্ত হওয়া)। হে আর্য্যা! আপনি নিজেই এখন ছন্দগামিনী, দ্বেষগামিনী, মোহগামিনী এবং ভয়গামিনী হয়েছেন।"

এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়বার বলতে হবে। যদি তাতে নিজের ভ্রান্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অভিমত ত্যাগ করে তবে ভালো; ত্যাগ না করলে দুক্কট আপত্তি হবে। কোন ভিক্ষুণীর অন্যায় সমালোচনা শুনেও তাকে এভাবে বলা না হলে শ্রবণকারীদের দুক্কট আপত্তি হবে। সেই ভিক্ষুণীকে সংঘের মধ্যে টেনে নিয়ে বলতে হবে-

"হে আর্য্যে! বিচার সিদ্ধান্তে স্ব-অভিমত প্রত্যাখ্যাত হয়ে কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে এমন বলা উচিত নহে যে, ভিক্ষুণীরা ছন্দগামিনী, ভিক্ষুণীরা দ্বেষগামিনী, ভিক্ষুণীরা মোহগামিনী, ভিক্ষুণীরা ভয়গামিনী। আর্য্যা নিজেই এখন ছন্দগামিনী, দ্বেষগামিনী, মোহগামিনী, ভয়গামিনী হয়েছেন।"

এভাবে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার বলতে হবে। তাতে যদি নিজ ভ্রান্ত-অভিমত ত্যাগ করে তো ভালো; না করলে দুক্কট আপত্তি হবে।

সেই ভিক্ষুণীকে তখন সমনুভাষণ দেয়া কতৃব্য। এভাবেই তা বলতে হবে- (দক্ষ, সামর্থ্য ভিক্ষুণী সংঘের অনুমোদনক্রমে বলবে)

[৬৩] **প্রজ্ঞপ্তি ঃ-** মাননীয় আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শুনুন! এই অমুক ভিক্ষুণী বিচার সিদ্ধান্তে স্ব-অভিমত প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে এরূপ বলছে; ভিক্ষুণীরা ছন্দগামিনী, ভিক্ষুণীরা দ্বেষগামিনী, ভিক্ষুণীরা মোহগামিনী, ভিক্ষুণীরা ভয়গামিনী। সে নিজের অভিমত ত্যাগ করছে না। যদি সংঘ উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন যে সেই ভিক্ষুণীকে সমনুভাষণ দেয়া, তা করতে পারেন। ইহাই জ্ঞাতব্য।

অনুশ্রবণ ঃ- মাননীয় আর্য্যাগণ! আমার কথা শ্রবণ করুন! এই অমুক ভিক্ষুণী বিচার সিদ্ধান্তে স্ব অভিমত প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে বলছে যে, ভিক্ষুণীরা ছন্দগামিনী, দ্বেষগামিনী, মোহগামিনী, ভয়গামিনী। সে তার এই অভিমত ত্যাগ করছে না। তার এই ভ্রান্ত অভিমত ত্যাগ করতে সংঘ তাকে সমনুভাষণ দিয়েছেন। যেই আর্য্যাগণ অমুক ভিক্ষুণীকে ভ্রান্তমত পরিত্যাগে সমনুভাষণ দান সমর্থন করেন তারা নীরব থাকুন; যারা সমর্থন না করেন তাঁরা স্বমত ব্যক্ত করুন।

(দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলতে হবে)।

ধারণা ঃ- অমুক ভিক্ষুণী তার ভ্রান্তমত পরিত্যাগ না করায়, সংঘ দ্বারা সমনুভাষিত হয়েছে। সমগ্র সংঘ এতে একমত; আমি এই ধারণা পোষণ করছি। (দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার)।

এখানে প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন অবসানে সেই ভিক্ষুণীর দুক্কট আপত্তি হবে। দুইবার কর্মবাক্য পাঠ অবসানে থুল্লচ্চয় আপত্তি হবে। তৃতীয় কর্মবাক্য পাঠ অবসানে সংঘাদিসেস আপত্তি হবে। সংঘাদিসেস অপরাধ ইতিপূর্বে প্রাপ্ত হয়ে থাকলে বর্তমানে শুধুমাত্র প্রজ্ঞপ্তি জনিত দুক্কট অপরাধই প্রযোজ্য। তখন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুইবার কর্মবাক্য পাঠ জনিত থুল্লচ্চয় অপরাধও প্রশমিত থাকে।

'অযম্পীতি' বলতে পূর্ব বর্ণিত বিষয়সমূহ। 'যাব ততিযকন্তি' বলতে অন্যান্য ক্ষুদ্র শিক্ষাপদ ব্যতীত তৃতীয় সমনুভাষণ প্রাপ্তি পর্যন্ত বুঝায়। 'নিস্সারনীযন্তি' বলতে সংঘ হতে অপসারণ বুঝায়। 'সংঘাদিসেসোতি' বলতে অপরাধ মুক্তিতে মানত্ত, মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং আহ্বান- এই বিধিক্রমের আওতাভুক্ত অপরাধসমূহ বুঝায়।

[৬৪] ধর্মানুসারে গৃহীত সিদ্ধান্ত, ধর্মসম্মত ধারণা সত্ত্বেও ভ্রান্ত মত অপরিত্যাগে সংঘাদিসেস হয়। ধর্মানুসারে করছে চেতনায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বিস্মৃত হয়ে ভ্রান্তমত অপরিত্যাগে সংঘাদিসেস হয়। অধর্মানুসারে প্রদত্ত দণ্ডকে ধর্মতঃ ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মতঃ দণ্ডকর্মের বিধান বিস্মৃত হয়ে দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মতঃ দণ্ডকর্মকে অধর্মতঃ বলে ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

[৬৫] **অনাপত্তি ঃ-** সমনুভাষণ দান না হলে, ভ্রান্ত অভিমত ত্যাগ করলে, উন্মাদ হলে এবং সর্বপ্রথম অপরাধকারীর ক্ষমা যোগ্য বলে গণ্য হয়।

[অষ্টম সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৯। নবম সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ

[৬৬] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলনন্দা ভিক্ষুণীর আশ্রয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুণীরা সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে অবস্থান করে পাপাচারী, পাপ-শব্দী, পাপ অভিযুক্তা, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী, পরস্পরের দোষ আচ্ছাদনকারিনী হয়ে উঠেছিল। যে সকল ভিক্ষুণীরা অল্পেচ্ছু, অনাসক্ত তারা এজন্যে আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন;- এ ভিক্ষুণীরা কেমন যে, তারা এমনভাবে সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে, পাপাচারী হয়ে, পাপশব্দী হযে, পাপ অভিযোক্তা হয়ে, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী হয়ে, একে অন্যের দোষকে আচ্ছাদনকারী হয়ে অবস্থান করছেন?

ভিক্ষুণীরা এসকল বিষয় ভিক্ষুদের জানালেন। ভিক্ষুরা তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে ভিক্ষুণীরা সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে অবস্থান করে পাপচারী, পাপশব্দী, পাপ অভিযোক্তা, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী এবং একে অন্যের দোষ আচ্ছাদনকারী হচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়, অশোভন। ভিক্ষুগণ! কি করে ভিক্ষুণীরা এমন অনাচারী হতে পারে? ভিক্ষুগণ! ইহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করবো;-

[৬৭] **"কোন ভিক্ষুণীরা যদি সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে অবস্থান করে পাপচারী, পাপশব্দী, পাপ অভিযোক্তা, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী এবং একে অন্যের দোষ প্রতিচ্ছাদনকারী হয়; তখন তাদেরকে অন্য ভিক্ষুণীরা এভাবে বলতে হবে- "হে ভগিনীগণ! আপনারা খুবই সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন, পাপাচারী হয়েছেন, পাপশব্দী হয়েছেন, পাপ অভিযোক্তা হয়েছেন, ভিক্ষুণী সংঘকে উপহাসকারী এবং একে অন্যের দোষ আচ্ছাদনকারী হয়েছেন? ভগিনীগণকে সংঘ বলছেন, আপনারা একাকীত্ব গ্রহণ করুন এবং নির্জনতাপরায়ণা হউন।"**

ভিক্ষুণীদের দ্বারা এভাবে সেই ভিক্ষুণীগণকে বলাতেও কোন পরিবর্তন না দেখলে, তাদেরকে তৃতীয়বার পর্যন্ত সমনুভাষণ দান কর্তব্য। তাদের সেই অসদাচরণ পরিত্যাগের জন্যে। এতে পরিবর্তন হলে ভালো; অন্যথায় সেই ভিক্ষুণীরা তৃতীয় নিস্সারণীয়ধর্মে পতিত হয়ে সংঘাদিসেস প্রাপ্ত হবে।

[৬৮] 'ভিক্খুনিযো পনেবাতি' বলতে উপসম্পন্নাদের বুঝায়। 'সংসট্ঠা বিহরন্তি' বলতে অশোভনীয়ভাবে কায়িক, বাচনিক সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে অবস্থান করা বুঝায়। 'পাপচারাতি' বলতে পাপমূলক আচরণ দ্বারা আবিষ্টতা। 'পাপসদ্দাতি' বলতে পাপকর্মের দ্বারা দুর্নাম উৎপত্তি। 'পাপসিলোকেতি' বলতে পাপময় মিথ্যাজীবিকায় জীবন যাপন করা। 'ভিক্খুনী-সংঘস্স

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিহেসিকাতি' বলতে পরস্পর দোষ করে একে অন্যকে দোষ দেয়া। 'বজ্জপটিচ্ছাদিকাতি' পরস্পরের দোষ আচ্ছাদন করা।

'তা ভিক্খুনিযোতি' বলতে যে সকল ভিক্ষুণী সংশিণ্ঢষ্টা। 'ভিক্খুনীহিতি' অন্যান্য ভিক্ষুণীগণ যা দেখে, যা শুনে তাহাই বলা কর্তব্য। যেমন, "ভগিনীগণ অত্যন্ত সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন, পাপচারী হয়েছেন, পাপশব্দী হয়েছেন, পাপ অভিযোক্তা হয়েছেন, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী হয়েছেন, পরস্পরের দোষ আচ্ছাদনকারী হয়েছেন। আর্য্যাগণ! একাকীত্ব গ্রহণ করুন, নির্জনতা গ্রহণ করুন। ভগিনীগণ সংঘ এরূপই বলছেন।" দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলা কর্তব্য। এতে যদি পরিত্যাগ করে ভালো। যদি পরিত্যাগ না করে তাহলে দুক্কট আপত্তি হবে। তাদের দোষ শুনেও না বললে শ্রোতাদের দুক্কট আপত্তি হবে। তখন সেই ভিক্ষুণীদেরকে টেনে সংঘের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বলতে হবে-

"ভগিনীরা অত্যন্ত সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন, আপনারা পাপাচারী হয়েছেন, আপনাদের পাপের কথা শোনা যাচ্ছে, আপনারা পাপ অভিযোগকারী হয়েছেন, আপনারা ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী হয়েছেন, এবং পরস্পরের দোষ গোপনকারী হয়েছেন। ভগিনীগণ! সংঘ বলছেন আপনারা একাকীত্ব গ্রহণ করুন, নির্জনতা গ্রহণ করুন।"

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলা কর্তব্য। এতে যদি দোষ পরিত্যাগ করে ভালো; না করলে দুক্কট আপত্তি হবে।

সেই ভিক্ষুণীদেরকে তখন সমনুভাষণ দান কর্তব্য। এভাবেই সেই সমনুভাষণ দিতে হবে-

সংঘের অনুমোদন ক্রমে দক্ষ সামর্থ্য ভিক্ষু সংঘকে জ্ঞাত করতে হবে;

[৬৯] **প্রজ্ঞপ্তি ঃ-** মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শুনুন! অমুক অমুক ভিক্ষুণীগণ অতিশয় সংশিণ্ঢষ্টা, পাপাচারী, পাপশব্দী, পাপ অভিযোক্তা, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী, পরস্পরের দোষ গোপনকারী হয়ে অবস্থান করছে। তাদের এই অনাচার তারা ত্যাগ করছে না। সংঘ যদি সঠিক সময় বলে মনে করেন, অমুক অমুক ভিক্ষুণীদেরকে তাদের দোষ পরিত্যাগে সমনুভাষণ দিতে পারেন। ইহাই জ্ঞাতব্য।

অনুশ্রবণ ঃ- মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শুনুন। অমুক অমুক ভিক্ষুণীগণ অত্যন্ত সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে, পাপাচারী হয়ে, পাপশব্দী হয়ে, পাপ-অভিযোক্তা হয়ে, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী হয়ে, পরস্পরের দোষ গোপনকারী হয়ে অবস্থান করছে। তাদের এই অনাচার তারা ত্যাগ করছে না। সংঘ অমুক অমুক ভিক্ষুণীকে অনাচার অপরিত্যাগে সমনুভাষণ দিচ্ছেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যে সকল আর্য্যাগণ এই ভিক্ষুণীগণকে তাদের অনাচার ত্যাগে সমনুভাষণ দেয়া উচিত মনে করেন, তাঁরা নীরব থাকুন; আর যে সকল আর্য্যা দ্বিমত পোষণ করেন তাঁরা নিজ অভিমত ব্যক্ত করুন।

(দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও বলছি....।)

ধারণা ঃ- সংঘকর্তৃক অমুক অমুক ভিক্ষুণীকে তাদের অনাচার অপরিত্যাগে সমনুভাষণ দেয়া হলো। সমগ্র সংঘ তা সমর্থন করেন তাই নীরব আছেন। আমি এরূপ ধারণা করছি।

প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট আপত্তি। দুইবার কর্মবাক্য পাঠ অবসানে থুল্লচ্চয় এবং তৃতীয় কর্মবাক্য পাঠ অবসানে সংঘাদিসেস আপত্তি হয়। সংঘাদিসেস পূর্বে প্রাপ্ত হলে বর্তমানে শুধু প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন জনিত দুক্কট আপত্তি হবে। কিন্তু অপরদিকে দুইবার কর্মবাক্য পাঠ জনিত থুল্লচ্চয় আপত্তি প্রশমিত হবে। দুই বা তিনজনকে একসাথে সমনুভাষণ দেওয়া যাবে। তদতিরিক্ত একসাথে সমনুভাষণ দেয়া যাবে না।

ইমাপি ভিক্খুনিয়োতি' বলতে পূর্বে বর্ণিতানুরূপ দশবিধ ভিক্ষুণী। 'যাব ততিযকন্তি' বলতে তৃতীয়বার সমনুভাষণ না পাওয়া পর্যন্ত। এতে অন্যান্য ক্ষুদ্র শিক্ষাপদ লঙ্ঘনাদি বিষয় সম্পৃক্ত নহে। 'নিস্সারনীয়ন্তি' বলতে সংঘ হতে সাময়িক অপসারিত করা। 'সংঘাদিসেসোতি'- অপরাধমুক্তিতে মানত্ত, মূলেপ্রতিকর্ষণ ও আহ্বান বিধির আওতাভুক্ত অপরাধ বুঝায়।

[৭০] ধর্মসম্মত কর্মকে ধর্মসম্মত ধারণা সত্ত্বেও দোষ ত্যাগ না করলে সংঘাদিসেস আপত্তি হয়। ধর্মসম্মত বিধি-বিধান ভুলে যাওয়াতে ও দোষ অপরিত্যাগে সংঘাদিসেস হয়। ধর্মসম্মত কর্মকে অধর্মতঃ ধারণায় দোষ অপরিত্যাগে সংঘাদিসেস হয়। অধর্মতঃ কর্মকে ধর্মসম্মত ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। কি হলে অধর্মতঃ হয় তা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মকর্মকে অধর্মকর্ম ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

[৭১] অনাপত্তি ঃ- সমনুভাষণ না দিলে, অনাচার ত্যাগ করলে, উন্মাদ হলে, ক্ষিপ্ত চিত্ত হলে, বেদনার্ত হলে, এবং আদিকর্মিক হলে কোন দোষ হয় না বলে গণ্য করা যায়।

[নবম সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

১০। দশম সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ

সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলনন্দা ভিক্ষুণী সংঘকর্তৃক সমানুভাষিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণীদের বলতে লাগলেন;-

"আর্য্যাগণ! আপনারা সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে বিহার করুন। আপনারা পৃথকভাবে অবস্থান করবেন না। সংঘের অন্য ভিক্ষুণীরাও আছেন, যারা এরূপ আচার, এরূপ শব্দ, এরূপ অভিযোক্তা, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী এবং পরস্পরের দোষ গোপনকারী। সংঘ তাদেরকে কিছুই বলেন না। সংঘের মধ্যে আপনারা নিরীহ, দুর্বলা। তাই সংঘের কোন সমালোচনা না করলেও, কোন ক্ষতি না করলেও, সংঘের প্রতি কোন ঘৃণাভাব পোষণ না করলেও আপনাদেরকে এরূপ বলা হচ্ছে;- ভগিনীগণ! কেন সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে, পাপাচারা, পাপশব্দা, পাপ-অভিযোক্তা, সংঘকে উপহাসকারী, পরস্পরের দোষ গোপনকারী হয়ে অবস্থান করছেন? ভগিনীগণ সংঘ বলছেন যে আপনারা একাকীত্ব প্রিয় হউন, নির্জনতা প্রিয় হউন!"

যে সকল ভিক্ষুণীরা অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টা তারা ভিক্ষুণী স্থূলনন্দার এসকল বাক্যে নিন্দা আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন;- আর্য্যা স্থূলনন্দার এ কেমন আচরণ? সংঘকর্তৃক সমানুভাষিতা ভিক্ষুণীদেরকে কেন এরূপ বলছেন যে, "আর্য্যাগণ! আপনারা সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে অবস্থান করুন; বিচ্ছিন্নভাবে থাকবেন না.....। সংঘের মধ্যে অন্য ভিক্ষুণীরাও আছেন যাদের আচার, শব্দ, অভিযোগ অনুরূপ, তারাও সংঘকে উপহাস করেন, পরস্পরের দোষ গোপন করেন। কিন্তু সংঘ তো তাদেরকে কিছুই বলেন না।...."

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে তা জানালেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন,- ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা এমন করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ! তার এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করবো;-

[৭৩] **"যে ভিক্ষুণী এরূপ বলবে যে, 'আর্য্যাগণ! আপনারা সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে অবস্থান করুন; বিচ্ছিন্না হয়ে থাকবেন না। সংঘে অন্যান্য ভিক্ষুণীরাও তো এভাবেই চলে, এভাবেই তাদের নিয়ে অপকীর্তি আছে, তাদের বিষয়েও নানা পাপ অভিযোগ আছে, তারাও সংঘকে উপহাস করে, এবং পরস্পরের দোষ গোপন করে। কিন্তু সংঘ তাদের বিষয়ে কিছুই বলেন না। আপনারা নিরীহা, দুর্বলা বিধায় সংঘের কোন সমালোচনা, কোন ক্ষতি, কোন ঘৃণাভাব পোষণ না করলেও আপনাদেরকে এরূপ বলা হচ্ছে- 'ভগিনীগণ! আপনারা কেন সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন? আপনারা পাপাচারী, পাপশব্দী, পাপ অভিযোক্তা, ভিক্ষুণী সংঘকে উপহাসকারী এবং পরস্পরের দোষ গোপনকারী হয়েছেন। ভগিনীগণ! সংঘ বলছেন, আপনারা একাকীত্বপ্রিয় হউন, নির্জনতাপ্রিয় হউন।"**

সেই ভিক্ষুণীকে অন্যান্য ভিক্ষুণীরা তখন এভাবেই বলতে হবে, "না, আর্য্যে! এমন কথা বলবেন না যে, আর্য্যাগণ, আপনারা সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে থাকুন; একাকী হয়ে থাকবেন না। সংঘে অন্য ভিক্ষুণীরাও আছেন, যারা এভাবে চলেন, এমন অপকীর্তি তাদেরও আছে, এমন পাপ অভিযোগও আছে। তারাও ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাস করেন এবং পরস্পরের পাপ গোপন করেন। সংঘ তাদের বিষয়ে কিছুই বলেন না।"

উক্ত ভিক্ষুণীকে সংঘকর্তৃক এভাবে বলার পরও যদি তার অভিমত দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে থাকে; তৃতীয়বার পর্যন্ত তাকে সমনুভাষণ দেয়া কর্তব্য তার ভ্রান্ত অভিমত পরিত্যাগের জন্যে। এতে পরিত্যাগ করলে ভালো; না করলে সেই ভিক্ষুণী তৃতীয় ধর্ম নিস্সারণীয় দণ্ড প্রাপ্ত হবে এবং তার সংঘাদিসেস আপত্তি হবে।

[৭৪] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উদম্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়),

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'এবমবদেয্যাতি' বলতে- 'হে আর্য্যাগণ! আপনারা সংশিণ্ঢষ্টা হয়েই থাকুন। আপনারা একাকী থাকবেন না! ....ইত্যাদি প্রকারে অন্যায়ভাবে প্ররোচিত করা। 'সা ভিক্খুনীতি' বলতে যেই ভিক্ষুণী এরূপ বলে সেই জন। 'ভিক্খুনীহীতি' বলতে অন্যান্য ভিক্ষুণীরা। 'তুমহেযেব সংঘো উঞ্ঞাযাতি'- বলতে ক্ষুব্ধ হয়ে অবজ্ঞার সাথে ব্যবহার করা এবং অখ্যাতি প্রচার করা। 'বেভস্সাতি' অর্থে গল্প গুজব বা নিরর্থক কথাবার্তা। 'দুব্বল্যাতি' অর্থে সামর্থ্যহীন। 'এবমাহ' বলতে এরূপ শুনেছি, যেমন- ভগিনীগণ নাকি সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে অবস্থানকারী, পাপাচারী, পাপশব্দী, পাপ-অভিযোক্তা, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী, পরস্পরের দোষ গোপনকারী। আর সংঘকর্তৃক উপদেশ হলো ভগিনীগণ একাকীত্বপ্রিয় হউন! নির্জনতাপ্রিয় হউন- ইত্যাদি। 'সা ভিক্খুনীতি' বলতে যেই ভিক্ষুণী এরূপ ভ্রান্ত মতবাদী। 'ভিক্খুনীহিতি বলতে অন্যান্য ভিক্ষুণীগণ। তারা যা দেখবেন, যা শুনবেন তা-ই বলা কর্তব্য। এভাবেই তা বলতে হবে-

"না আর্য্যে! এমন বলবেন না যে, আর্য্যাগণ সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে বিহার করুন; বিচ্ছিন্না হয়ে থাকবেন না....। বলুন যে, ভগিনীগণ সংঘের ইহাই অভিমত-আপনারা একাকীত্বপ্রিয় হউন! নির্জনতাপ্রিয় হউন!"

তাতে তার ভ্রান্ত অভিমত ত্যাগ করলে ভালো; যদি ত্যাগ না করেন তখন দুক্কট অপরাধ হবে। শুনেও মত পরিবর্তন চেষ্টা না করলে দুক্কট আপত্তি হয়। তখন সেই ভিক্ষুণীকে সংঘের মাঝে টেনে এনে বলতে হবে-

"না আর্য্যে! এমন বলবেন না যে, 'আর্য্যাগণ! সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে বিহার করুন, বিচ্ছিন্না হয়ে থাকবেন না....। বলুন যে, ভগিনীগণ! সংঘের এই অভিমত আপনারা একাকীত্বপ্রিয় হউন, নির্জনতাপ্রিয় হউন! এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও বলা কর্তব্য। তাতে নিজ ভ্রান্তমত পরিত্যাগ করলে ভালো। যদি পরিত্যাগ না করেন, তখন তার দুক্কট আপত্তি হবে।

সেই ভিক্ষুণীকে সমনুভাষণ দান কর্তব্য। এভাবেই তা দিতে হবে-

দক্ষ-সামর্থ্য ভিক্ষুণী সংঘের অনুমোদনক্রমে প্রজ্ঞাপিত করবে-

[৭৫] **প্রজ্ঞপ্তি ঃ-** মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার কথা শ্রবণ করুন। এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অমুক ভিক্ষুণী, সংঘকর্তৃক সমনুভাষিত ভিক্ষুণীগণকে বলছে যে, আর্য্যাগণ! আপনারা সংশিণ্ঢষ্টা হয়েই অবস্থান করুন, বিচ্ছিন্না হয়ে থাকবেন না। সংঘে অন্য ভিক্ষুণীরাও এভাবেই চলেন, তাদের সম্পর্কেও এজাতীয় দুর্নাম আছে, এরূপ অভিযোগ আছে। তারাও ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাস করেন এবং পরস্পরের পাপ গোপন করেন। অথচ সংঘ তাদেরকে কিছুই বলেন না। সংঘ আপনাদের একান্ত নিরীহ, দুর্বলা দেখেই অবজ্ঞাবশে এসকল দুর্নাম রটাচ্ছেন এবং বলছেন;- "ভগিনীগণ! নাকি সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন, পাপাচারী হয়েছেন। আপনাদের সম্পর্কে দুর্নাম হচ্ছে, অভিযোগ হচ্ছে। আপনারা ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাস করেন এবং পরস্পরের পাপ গোপন করেন। ভগিনীগণ! আপনারা একাকত্বিপ্রিয় হউন, নির্জনতাপ্রিয় হউন- ইহাই সংঘের অভিমত, ইত্যাদি।"

সেই তার এই ভ্রান্ত অভিমত ত্যাগ করছে না। যদি সংঘের উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে হয়, সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তার ভ্রান্তমত পরিত্যাগে সমনুভাষণ দিতে পারেন।

অনুশ্রবণ ঃ- মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন! এই অমুক ভিক্ষুণী সংঘকর্তৃক সমনুভাষিত ভিক্ষুণীদের এরূপ বলছে,- "আর্য্যাগণ! আপনারা সংশিণ্ঢষ্টা হয়েই বিহার করুন, বিচ্ছিন্না হয়ে থাকবেন না। সংঘে অন্য ভিক্ষুণীরাও এভাবেই চলেন, তাদের সম্পর্কেও এজাতীয় দুর্নাম আছে, এরূপ অভিযোগ আছে। তারাও ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাস করেন এবং পরস্পরের পাপ গোপন করেন। অথচ সংঘ তাদেরকে কিছুই বলেন না। সংঘ আপনাদেরকে একান্ত নিরীহ, দুর্বলা দেখেই অবজ্ঞাবশে দুর্নাম রটায়ে বলছেন,-

"ভগিনীগণ! নাকি-সংশিণ্ঢষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন, পাপাচারী হয়েছেন। আপনাদের সম্পর্কে দুর্নাম হচ্ছে, অভিযোগ হচ্ছে। আপনারা ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাস করেন এবং পরস্পরের পাপ গোপন করেন। ভগিনীগণ! আপনারা একাকীত্বপ্রিয় হউন, নির্জনতাপ্রিয় হউন,- ইহাই সংঘের অভিমত।"

সে তার এই ভ্রান্ত অভিমত ত্যাগ করছে না। সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তার ভ্রান্ত অভিমত পরিত্যাগ না করা হেতু সমনুভাষণ দিচ্ছেন। যে সকল আর্য্যা অমুক ভিক্ষুণীকে তার ভ্রান্ত অভিমত পরিত্যাগে সমনুভাষণ দান উচিত মনে করেন তাঁরা নীরব থাকুন; যারা উচিত মনে না করেন তারা নিজ অভিমত প্রকাশ করুন।

(দ্বিতীয়, তৃতীয়বার, এরূপ বলছি-)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধারণা ঃ- অমুক ভিক্ষুণী তার ভ্রান্ত অভিমত পরিত্যাগ না করার কারণে সংঘকর্তৃক সে সমনুভাষিত হলো। সমগ্রসংঘ তা উচিত মনে করেন বলেই নীরব আছেন, ইহাই আমি ধারণা করছি।

প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন সমাপ্তিতে দুক্কট আপত্তি হয়। দুইবার পুনঃশ্রবণ (কর্মবাক্য) সমাপ্তিতে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। তৃতীয়বার পুনঃশ্রবণের অবসানে সংঘাদিসেস হয়। পূর্বে সংঘাদিসেস হয়ে থাকলে শুধু প্রজ্ঞপ্তি জনিত দুক্কট আপত্তি হয় এবং দুইবার কর্মবাক্য জনিত থুল্লচ্চয় আপত্তি প্রশমিত হয়।

'অযম্পীতি' বলতে পূর্বে বর্ণিত বিষয়ানুরূপ বুঝায়। 'যাব ততিযকন্তি' বলতে যাবত তৃতীয়বার সমনুভাষণ প্রাপ্ত না হয়। এখানে অপরাপর ক্ষুদ্র শিক্ষাপদ লঙ্ঘন অপরাধ ব্যতীত বুঝাবে। 'নিস্সারণীযন্তি' বলতে সংঘ হতে বর্জিতা হওয়া। 'সংঘাদিসেসোতি' বলতে যেই অপরাধের জন্যে মানত্ব দেয়া হয়, মূলেপ্রতিকর্ষণ করা হয় এবং আহ্বান করা হয়। 'ন সম্বহুলা' বলতে এসব কর্ম একজন ভিক্ষুণী দ্বারা সম্ভব নহে বলেই সংঘাদিসেস বলা হয়। অধিকন্তু, এই বিনয়কর্ম স্বনিকায়ভুক্ত ভিক্ষুণীসংঘকে নিয়েই করতে হয় বিধায় সংঘাদিসেস।

[৭৬] ধর্মতঃ কর্মে অধর্মতঃ বলে ধারণায়, ভ্রান্ত অভিমত অপরিত্যাগে সংঘাদিসেস হয়। ধর্মতঃ কর্ম সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে অভিমত অপরিত্যাগে সংঘাদিসেস হয়। অধর্মতঃ কর্মকে ধর্মসম্মত বলে ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মতঃ কর্ম বিধানের বিস্মৃতিতে দুক্কট আপত্তি হয়। ধর্মতঃ কর্মকে অধর্মতঃ বলে ধারণায় ভ্রান্ত অভিমত অপরিত্যাগে দুক্কট আপত্তি হয়।

[৭৭] **অনাপত্তি ঃ-** সমনুভাষণ দেয়া না হলে, ভ্রান্তমত ত্যাগ করলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মীক হলে ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য করা হয়।

[দশম সংঘাদিসেস শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

মাননীয় আর্য্যাগণ! সতেরো প্রকার সংঘাদিসেস ধর্মের উদ্দেস করা হলো। প্রথম নয়টি লঙ্ঘন ক্ষণেই সংঘাদিসেস আপত্তি প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট আটটিতে তৃতীয় সমনুভাষণের অবসান হলেই সংঘাদিসেস আপত্তি হয়ে থাকে। যেই ভিক্ষুণী এসকল সংঘাদিসেস আপত্তিসমূহের এক বা একাধিক প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাকে উভয় সংঘের (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী) নিকট একপক্ষকাল করে (১৫ দিন) মানত্ত্ব পালন করতে হবে। মানত্ত্ব অবসানে যেখানে বিশজন ভিক্ষুণী আছেন তথায় উপস্থিত হয়ে সেই সংঘের নিকট আহ্বান প্রার্থনা করতে হবে। এই আহ্বানে বিশজনের মধ্যের উনিশ জনের উপস্থিতিতেও যদি আহ্বানকর্ম সম্পাদিত হয়, তাতে উক্ত ভিক্ষুণীর আহ্বান অকৃতই থেকে যায়। এমন আহ্বানকারী ভিক্ষুণীগণ অন্যায়কর্মই করে থাকেন। এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিনয়কর্মে এসকল জ্ঞাত থাকা কর্তব্য।

তাই আর্য্যাগণকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? দ্বিতীয়বারও জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? তৃতীয়বারও জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? পরিশুদ্ধা আছেন বলেই সকলে নীরব আছেন; আমি এরূপ ধারণা করছি।

[বিঃদ্রঃ অপর সাতটি সংঘাদিসেস বিনয়পিটকের অন্যত্র পাওয়া যাবে]

[সপ্তদশ পর্ব সমাপ্ত]

[ভিক্ষুণী-বিভঙ্গে সংঘাদিসেস বর্ণনা সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। নিস্‌সগ্গিয়-পাচিত্তিয় (বিসর্জন) আপত্তি পর্ব

১। পাত্র বর্গ

১। প্রথম শিক্ষাপদ

মাননীয়া আর্য্যাগণ! ত্রিশ প্রকার নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়-ধর্মের উদ্দেস শুরু হচ্ছে-

[৭৮] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা বহুপাত্র সঞ্চয় করে রাখতেন। জনগণ বিহার দর্শনে পরিভ্রমণকালে এগুলো দেখে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে, ভিক্ষুণীরা কেন বহুপাত্র সঞ্চয় করে রাখতে শুরু করেছেন? তারা কি পাত্রের ব্যবসা করতে হাড়ি-পাতিলের দোকান খুলে বসেছেন?

জনগণের এসকল নিন্দাবাদ, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা ভিক্ষুণীরা শুনতে পেলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা বলতে লাগলেন, এ কেমন কথা যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা বহুপাত্র সঞ্চয় করে রাখছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এবিষয় জ্ঞাত করালে ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান তখন জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়া বহুপাত্র সঞ্চয় করে রাখছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য।

ভগবান অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ইহা কেমন কথা যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা পাত্র সঞ্চয় করে রাখছে? ভিক্ষুগণ! তাদের এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি;-

[৭৯] **"যেই ভিক্ষুণী পাত্র সঞ্চয় করে রাখবে তার নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৮০] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্‌খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উদম্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'পত্তো' বলতে দ্বিবিধ পাত্র, যথা- মাটির পাত্র ও লৌহপাত্র। তন্মধ্যে আকার ভেদে পাত্র তিন প্রকার, যথা- বৃহৎপাত্র, মধ্যমপাত্র এবং ছোটপাত্র। "উক্কট্‌ঠো' বা বৃহৎপাত্রের অর্ধেকমাত্র অন্ন-ব্যঞ্জন গ্রহণ করা যায়। তন্মধ্যে চারিভাগ খাদ্য এবং তদুপযোগী ব্যঞ্জন। মধ্যমপাত্রে একনালি (১৩$^{১}/_{৩}$ মুষ্টি চাউলের পরিমাণ) ভোজন গ্রহণ করা যায়। তন্মধ্যে চারিভাগ খাদ্য এবং তদুপযোগী ব্যঞ্জন- ইহাই নিয়ম। 'ওমকো' বলতে ক্ষুদ্রপাত্রে পরিপূর্ণভাবে ভোজন গ্রহণ করা যায়। তন্মধ্যে চারভাগ খাদ্য এবং তদুপযোগী ব্যঞ্জন ইহাই বিধি। ইহাদের মধ্যে বৃহৎপাত্র (উক্কট্‌ঠো এবং ক্ষুদ্রপাত্র (ওমকো) অপাত্র হিসেবে গণ্য। 'সন্নিচ্চয় করেয্যাতি' বলতে অধিষ্ঠান অথচ, বিকল্প না করলে নিস্‌সগ্গিয়তে পরিণত হওয়া। সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই এই নিস্‌সগ্গিয় হয়ে থাকে। তাই সংঘ, গণ (দুই বা তিনজন) অথবা একজন ভিক্ষুণীকে এগুলো এভাবে বিসর্জন দিতে হবে-

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এভাবেই বলবে-

"এই আর্য্যার পাত্র রাত্রি অতিক্রান্তজনিত নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে- এভাবেই বিসর্জিত পাত্র আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে-

"মাননীয় আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শুনুন; এই পাত্র অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্‌সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয় সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে-

"এই আর্য্যার পাত্র রাত্রি অতিক্রমের কারণে নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্য্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

পাত্র ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত পাত্র এভাবেই দেবে-

"মাননীয় আর্য্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন! এই পাত্র অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্য্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্য্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই পাত্র অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে-

"এই আর্য্যার পাত্র রাত্রি অতিক্রান্তে নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্য্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ কারছি।"

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত পাত্র এভাবেই দিতে হবে-

"এই পাত্র আর্য্যাকে দিচ্ছি।" তিনবার)

[৮১] 'রত্তি অতিক্কন্তে' বলতে রাত অতিক্রান্ত হয়েছে এরূপ ধারণা মাত্রেই নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে। রাত অতিক্রান্ত হলো কি-না তা ভুলে গেলেও নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে। রাত অতিক্রম হলেও হয়নি বলে ধারণা সত্ত্বেও নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে। রাত অতিক্রান্ত অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠানকৃত বলে ধারণায়ও নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অবিকপ্পনে বিকপ্পনকৃত ধারণায়ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অবিসর্জনে বিসর্জিত হয়েছে ধারণায় নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অনিষ্টে নষ্ট, নষ্টে-অনিষ্ট, ভঙ্গের-অভঙ্গ, অভঙ্গে-ভঙ্গ, অলুপ্তে-লুপ্ত বলে ধারণায় নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।

'নিস্‌সগ্গিযং' আপত্তিগ্রস্ত পাত্র বিসর্জন না করে ব্যবহার করলে দুক্কট অপরাধ হয়। রাত্রি অতিক্রান্তে, অতিক্রান্ত হয়েছে ধারণা উৎপত্তি ক্ষণেই দুক্কট অপরাধ হয়। রাত অতিক্রান্ত হলো কি-না তা ভুলে গেলেও দুক্কট অপরাধ হয়। রাত অতিক্রান্তে, অতিক্রম হয়নি ধারণায় অপরাধ মুক্ত থাকা যায়।

[৮২] **অনাপত্তি ঃ-** সূর্য্যের অন্তিম মুহূর্তে অধিষ্ঠান করলে, বিকপ্পন করলে, নিক্ষেপ করলে; নষ্ট হলে, বিনষ্ট হলে, ভঙ্গ হলে, ছিন্ন না করে গ্রহণ করলে, বিশ্বাস করে গ্রহণ করলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে ক্ষমা যোগ্য বলে গণ্য করা যায়।

সে সময়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীগণ বিসর্জিত পাত্র ফেরত দিলেন না। ভগবানকে এবিষয় নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "ভিক্ষুগণ! বিসর্জিত পাত্র ভিক্ষুণীরা না দিয়ে পারবে না। যে দেবে না, তার দুক্কট অপরাধ হবে।"

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

২। দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

২। সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক ভিক্ষুণীরা গ্রাম্য আবাসে বর্ষা যাপন করে শ্রাবস্তীতে আগমন করলেন। ব্রতসম্পন্না, ঈর্যাপথসম্পন্না, দুবর্ণা জীর্ণ চীবরসম্পন্না এই ভিক্ষুণীদের দেখে উপাসকগণ ভাবলেন, "এই ভিক্ষুণীগণ অচিরেই বস্ত্রহীনা হয়ে পড়বে। তাদেরকে অকালচীবর (কঠিনচীবর মাসের পরে প্রাপ্ত) দান করবো।"

ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা লোভের বশে বস্ত্রগুলো নিয়ে অধিষ্ঠানের পর এই বলে ভাগ করে ফেললেন যে, "আমরা এগুলোকে কঠিনচীবর মাসে প্রাপ্ত চীবর হিসাবে (কালচীবর) কঠিনের উপযোগী করবো"। উপাসকগণ সেই ভিক্ষুণীদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর্য্যাগণ! চীবর লাভ করেছেন তো? না, উপাসক; চীবর পাইনি। আর্য্যা স্থূলনন্দা এগুলো কালচীবর হিসাবে কঠিনের উপযোগী করতে অধিষ্ঠান করে ভাগ করে ফেলেছেন। ইহা শুনে উপাসকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন,- "ইহা কেমন কথা! আর্য্যা স্থূলানন্দা কি করে অকাল চীবরকে কালচীবর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হিসাবে অধিষ্ঠান করে ভাগ করে দিলেন?"

ভিক্ষুণীগণ, সেই উপাসকগণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের বিষয় শুনতে পেলেন। যেসকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও একারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন....। ভিক্ষুণীরা তা ভিক্ষুদের জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এবিষয় নিবেদন করলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী অকালচীবরকে কালচীবর করে ফেলেছে, এবং অধিষ্ঠান করে ভাগ করে ফেলেছে?" হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রদান করবো;-

[৮৪] **"যেই ভিক্ষুণী অকালচীবরকে কালচীবরে পরিণত করে এবং অধিষ্ঠানপূর্বক ভাগ করে ফেলে, তার নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে।"**

[৮৫] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্‌খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উদম্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়),

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অকালচীবর' বলতে যিনি কঠিন চীবর লাভ করেননি তাঁর জন্যে চীবরমাস ব্যতীত ১১ মাস এবং যিনি কঠিন চীবর লাভ করেছেন তার জন্যে চীবরমাসসহ হেমন্ত-ঋতুর চারমাস বাদে বছরের বাকী সাত মাসকে অকালচীবর মাস বলে। এ সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত চীবরকে অকালচীবর বলে। 'কালচীবর' অধিষ্ঠান করে ভাগ করতে শুরু করলে দুক্কট আপত্তি হয়। ভাগ করা সমাপ্ত হয়ে গেলে নিস্‌সগ্গিয় হয়। তখন তা সংঘ, গণ, অথবা একজন ভিক্ষুণীর নিকটে হলেও বিসর্জন করতে হয়। ভিক্ষুগণ! এভাবেই তা করতে হবে-

"হে আর্য্যা! আমার দ্বারা অকালচীবরকে কালচীবররূপে অধিষ্ঠানপূর্বক ভাগ করাতে; তা নিস্‌সগ্গিয় প্রাপ্ত হওয়ায়, আমি সংঘকে তা ত্যাগ করছি।"

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে-

"এই আর্য্যার অকালচীবরকে কালচীবররূপে অধিষ্ঠানপূর্বক ভাগ করাতে; তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে- এভাবেই বিসর্জিত অকালচীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে-

"মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শুনুন; এই অকালচীবর অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্‌সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে-

"এই আর্য্যার অকালচীবরকে কালচীবররূপে অধিষ্ঠানপূর্বক ভাগ করাতে;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্য্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

অকালচীবর ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত অকালচীবর এভাবেই দেবে-

"মাননীয়া আর্য্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন! এই অকালচীবর অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্য্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্য্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই অকালচীবর অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে-

"এই আর্য্যার অকালচীবরকে কালচীবররূপে অধিষ্ঠানপূর্বক ভাগ করাতে; তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্য্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ করছি।"

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত অকালচীবর এভাবেই দিতে হবে-

"এই অকালচীবর আর্য্যাকে দিচ্ছি।" (তিনবার)

[৮৬] (১) অকালচীবরকে অকালচীবর ধারণা থাকা সত্ত্বেও কালচীবর হিসাবে অধিষ্ঠান করতঃ ভাগ করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। (২) অকালচীবরকে ভুলবশতঃ কালচীবররূপে অধিষ্ঠান করে ভাগ করে দিলে তা নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। (৩) অকালচীবরকে কালচীবর ধারণায়, কালচীবর হিসাবে অধিষ্ঠান করতঃ ভাগ করে দিলে তা নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। (৪) কালচীবরকে অকালচীবর ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। (৫) কালচীবর কি-না তা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। (৬) কালচীবরকে কালচীবর ধারণায় কোন দোষ নেই।

[৮৭] অনাপত্তি ঃ- অকালচীবরকে অকালচীবর ধারণায ভাগ করলে, কালচীবরকে কালচীবর ধারণায় ভাগ করলে, উন্মাদ হলে, আদিকর্মিক হলে ক্ষমার যোগ্য বলে গণ্য করা হয়।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। তৃতীয় শিক্ষাপদ

[৮৮] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলনন্দা ভিক্ষুণী অন্য এক ভিক্ষুণীর সাথে চীবর পরিবর্তন করে ব্যবহার করছিলেন। একদিন সেই ভিক্ষুণী উক্ত চীবর তুলে রাখলেন, স্থূলনন্দা ভিক্ষুণী সেই ভিক্ষুণীকে বললেন, "হে আর্য্যা! সেদিন যেই চীবরটি আমার সাথে পরিবর্তন করেছিলেন তা কোথায়? তখন সেই ভিক্ষুণী চীবরটি এনে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে দেখালেন। ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা তখন বললেন, হে আর্য্যা! তোমার চীবর তুমি নাও, আমার চীবর আমাকে দাও। আমারটা আমার থাক্, তোমারটা তোমারই থাক্। এই বলে সে নিজেরটা জোর করে ছিনিয়ে নিল। অতঃপর সেই ভিক্ষুণী অন্যান্য ভিক্ষুণীদের তা জানালেন।

যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারা এ ঘটনা অবগত হয়ে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "এ কেমন আচরণ? কেন আর্য্যা স্থূলানন্দা এক ভিক্ষুণীর সাথে চীবর পরিবর্তন করে তা পুনঃ ছিনিয়ে নিলেন?"

অতঃপর সেই ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে তা জানালে ভিক্ষুগণ ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করালেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা এক ভিক্ষুণীর সাথে চীবর পরিবর্তন, করে পুনঃ তা ছিনিয়ে নিয়েছে? হ্যাঁ প্রভু! তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং ভিক্ষুদের বললেন, হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার ইহা কেমন আচরণ? ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করবো;-

[৮৯] **"যেই ভিক্ষুণী অন্য ভিক্ষুণীর সাথে চীবর পরিবর্তন করে, পরে বলে যে, হে আর্য্যা! তোমার চীবর ফিরায়ে লও, আমার চীবর আমাকে দাও। তোমারটা তোমার থাক্, আমারটা আমারই থাক্। আমার চীবর নিয়ে আস। এই বলে পরে নিজে জোর করে ছিনিয়ে নেয়, অথবা অন্যের দ্বারা ছিনায়ে নেয়, তখন তার সেই চীবর নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।"**

[৯০] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্‌খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'ভিক্‌খুনিযা সদ্ধিন্তি' বলতে অন্যান্য ভিক্ষুণীদের সাথে। 'চীবরং' বলতে ছয় প্রকার চীবরের (পূর্বে বর্ণিত) যে কোন একটি, যা যেই পর্যন্ত বিকপ্পনযোগ্য অবস্থায় থাকে। 'পরিবট্টেত্বা'তি বলতে অল্পের সাথে বহু, অথবা বহুর সাথে অল্পের বিনিময়। 'অচ্ছিন্দেয্যাতি' বলতে নিজের জন্য ছিনিয়ে নিলে নিস্‌সগ্গিয় হয়। 'অচ্ছিন্দাপেয্যাতি' বলতে অন্যকে ছিনিয়ে আনতে নির্দেশ দিলে দুক্কট আপত্তি হয়। পুনঃ নির্দেশে ছিনিয়ে আনলে নিস্‌সগ্গিয় হয়। তখন সংঘ, গণ অথবা এক ভিক্ষুণীর নিকট ঐ চীবর বিসর্জন দিতে হয়। হে ভিক্ষুগণ! ইহাই বিসর্জনের নিয়ম-

"এই আর্য্যা! এই চীবর অন্য ভিক্ষুণীর সাথে পরিবর্তন করে ছিনিয়ে আনাতে নিস্‌সগ্গিয় প্রাপ্ত হয়েছে। তাই আমি ইহা সংঘের নিকট বিসর্জন দিচ্ছি।"

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এভাবেই বলবে-

"এই আর্য্যার চীবর অন্য ভিক্ষুণীর সাথে পরিবর্তন করে ছিনিয়ে আনাতে নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদন সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে- এভাবেই বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে-

"মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শুনুন; এই চীবর অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্‌সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে-

"এই আর্য্যার চীবর অন্য ভিক্ষুণীর সাথে পরিবর্তন ছিনিয়ে আনাতে নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমার আর্য্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

চীবর ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত চীবর এভাবেই দেবে-

"মাননীয়া আর্য্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন! এই চীবর অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্য্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্য্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই চীবর অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে-

"এই আর্য্যার চীবর অন্য ভিক্ষুণীর সাথে পরিবর্তন করে ছিনিয়ে আনাতে নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্য্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ করছি।"

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত চীবর এভাবেই দিতে হবে-

"এই চীবর আর্য্যাকে দিচ্ছি।" (তিনবার)

[৯১] উপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না সংজ্ঞায় চীবর বিনিময় করে, নিজে বা অপরকে দিয়ে ছিনায়ে নিলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। 'উপসম্পন্না', একথা ভুলে গিয়ে চীবর বিনিময় করতঃ তা নিজে বা অন্যের দ্বারা ছিনিয়ে নিলেও নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। চীবর ব্যতীত অন্য দ্রব্য বিনিময় করে নিজে বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্যের দ্বারা ছিনায়ে নিলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। 'উপসম্পন্না' একথা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় ছিনিয়ে নিলেও দুক্কট আপত্তি হয়।

[৯২] **অনাপত্তি ঃ-** ভিক্ষুণী নিজে ফেরত দিলে, নিজে নিজে বিসর্জন দিলে তা গ্রহণে, উন্মাদ হলে, আদিকর্মিক হলে ক্ষমা যোগ্য বলে গণ্য হয়।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪। চতুর্থ শিক্ষাপদ

[৯৩] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার পীড়া হলো। একজন উপাসক যেখানে ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আর্য্যার কি অসুখ হয়েছে? কী আহার করছেন? উপাসক! ঘৃতই আমার উপকারী। তখন সেই উপাসক ঘরে গিয়ে টাকা এনে এক দোকান হতে ঘৃত সংগ্রহ করে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে দিলেন। তখন স্থূলানন্দা বললেন, উপাসক! ঘৃতদ্বারা আমার তেমন উপকার হবে না মনে হয়; তৈলই আমার উপকারী। উপাসক তখন দোকানীর নিকট গিয়ে বললেন, আর্য্যার না-কি ঘৃতদ্বারা কোন কাজ হবে না, তৈল দ্বারাই উপকার হবে। অতএব, ফেরত নিয়ে তৈলই আমাকে দেন। দোকানী তখন বললেন, হে আর্য্যা! বিক্রিত মাল যদি পুনঃ গ্রহণ করি, তাহলে কবে আমার মাল বিক্রি হবে? ঘৃতের দ্বারা ঘৃতই ক্রয় বিক্রয় হয়, তেল ক্রয় করে বলতে লাগলেন, "আর্য্যা স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? একটির কথা বলে, আবার অন্যটি কেন চায়?"

উপাসকের এই নিন্দাবাদ অন্য ভিক্ষুণীরা শুনলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারাও ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার এই আচরণে, নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে ভিক্ষুগণকে তা জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এসকল বিষয় নিবেদন করলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা একটি আনতে বলে, পুনঃ অন্যটির কথা বলছে? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ভগবান অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করবো;-

[৯৪] **"যেই ভিক্ষুণী প্রথমে এক দ্রব্যের কথা বলে, পরে অন্য দ্রব্য চায়; তখন সেই দ্রব্য নিস্‌সগ্গিয় হয়ে তার ব্যবহার অযোগ্য হবে।"**

[৯৫] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্‌খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উদম্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অঞ্ঞং বিঞ্ঞাপেয্যাতি' বলতে একটি বাদ দিয়ে অন্য একটি নির্দেশ করা। এরূপ বাক্য প্রয়োগ ক্ষণেই দুক্কট হয়, বস্তুটি পেলেই তা নিস্‌সগ্গিয় হয়। তখন প্রাপ্ত দ্রব্য সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুণীর নিকট ত্যাগ করতে হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এভাবেই তা ত্যাগ করতে হয়'- "এই আর্য্যা! প্রথমে একটির কথা বলে পুনঃ অন্যটি নির্দেশ করায় প্রাপ্ত দ্রব্য নিস্‌সগ্গিয় প্রাপ্ত হয়েছে। তাই আমি ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে-

"এই আর্য্যার প্রথমে একটির কথা বলে পুনঃ অন্যটি নির্দেশ করায় প্রাপ্ত দ্রব্য নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণে করে- এভাবেই বিসর্জিত দ্রব্য আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে-

"মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শুনুন; এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্‌সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে-

"এই আর্য্যার প্রথমে একটির কথা বলে পুনঃ অন্যটি নির্দেশ করায় প্রাপ্ত দ্রব্য নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্য্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

দ্রব্য ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত দ্রব্য এভাবেই দেবে-

"মাননীয়া আর্য্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন! এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্য্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্য্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে-

"এই আর্য্যার প্রথমে একটির কথা বলে পুনঃ অন্যটি নির্দেশ করায় প্রাপ্ত দ্রব্য নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্য্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ করছি।"

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত দ্রব্য এভাবেই দিতে হবে- "এই দ্রব্য আর্য্যাকে দিচ্ছি।" (তিনবার)

[৯৬] অন্যকে, অন্য বলে ধারণায়; সেই অন্যটি চেয়ে নিলে নিস্‌সগ্গিয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পাচিত্তিয় হয়। 'অন্যটি' বলে ভুলে গিয়ে, তা চেয়ে নিলেও নিস্‌সগ্গিয় হয়। অন্যটিতে অন্য বলে ধারণায় চেয়ে নিলে, তা নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অন্যটি নহে, অথচ তাকে অন্য বলে ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অন্যটি নহে; ইহা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। যা অন্যটি নহে, তাকে অন্যটি নহে ধারণায়, কোন আপত্তি হয় না।

[৯৭] অনাপত্তি ঃ- জ্ঞাতীর নিকট চাইলে, অন্যের জন্যে চাইলে, উপকারীতা প্রদর্শন করে চাইলে, উন্মাদ অবস্থায় চাইলে এবং আদিকর্মিক হলে ক্ষমা যোগ্য বলে গণ্য হয়।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৫। পঞ্চম শিক্ষাপদ

[৯৮] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর অসুখ হলো। জনৈক উপাসক স্থূলানন্দার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আর্য্যার স্বস্তিবোধ হচ্ছে তো? দিন ভালো যাচ্ছে তো? না উপাসক, আমার স্বস্তিবোধ হচ্ছে না, দিনও ভালো যাচ্ছে না। আর্য্যা, আমি অমুক দোকানীর ঘরে টাকা দিয়ে যাবো; আপনার যা ইচ্ছে তা সেখান থেকে সংগ্রহ করবেন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী তার এক শিক্ষামনাকে ডেকে এনে বললেন, হে ভিক্ষার্থীনী! যাও অমুক দোকানীর ঘরে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ তেল সংগ্রহ করে আন। অতঃপর সেই শিক্ষার্থীনী দোকানীর ঘর হতে তৈল সংগ্রহ করে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে দিল। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী বললেন, "না হে শিক্ষার্থীনী তৈল দিয়ে কাজ হবে না। আমার ঘৃতেরই প্রয়োজন।" তখন শিক্ষার্থীনী দোকানীর নিকট উপস্থিত হয়ে সেই দোকানীকে বললেন, 'ভাই! আর্য্যার নাকি তৈলের প্রয়োজন নেই, ঘৃতই প্রয়োজন। এই তৈল ফেরত নিন, ঘৃতই আমাকে দিন।' আর্য্যার নিকট বিক্রিত দ্রব্য যদি আমি পুনঃ ফেরত নিই, তা হলে কবে আমি আমার দ্রব্য বিক্রি করবো? তৈল ক্রয় করেছ, তা-ই নিয়ে যাও। ঘৃত ক্রয়ের মূল্য সংগ্রহ করো। তখন ঘৃত নিতে পারবে। সেই শিক্ষার্থীনী ইহা শুনে, কাঁদতে কাঁদতে দাঁড়িয়ে রইলো। ভিক্ষুণীগণ তাকে এমন অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে শিক্ষার্থীনী! কেন কাঁদছ? তখন সে ভিক্ষুণীদেরকে সবিস্তারে ঘটনা জানাল। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারা ইহাতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ইহা কেমন কথা! আর্য্যা স্থূলানন্দা কেন একবার একটি বিনিময় করে, পুনঃ অন্যটি বিনিময়ের কথা বলে থাকেন?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তারা ভিক্ষুগণকে এবিষয় জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন; "ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা, প্রথমে একটি আনতে বলে, পরে অন্যটির কথা বলে? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ভগবান অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে ভিক্ষুদের বললেন; ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার ইহা কেমন আচরণ? কেন সে একবার একটি বিনিময় করে, পুনঃ অন্যটি বিনিময় করতে চায়? ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি;-

[৯৯] **"যেই ভিক্ষুণী একটি বিনিময় করে, তার পরিবর্তে অন্যটি বিনিময় করতে চাইবে তার নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে।"**

[১০০] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্‌খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উদম্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অঞ্ঞং চেতাপেত্বাতি' বলতে যে কোন দ্রব্যের বিনিময় করতে গিয়ে তা বাদ দিয়ে অন্য একটি বিনিময় করতে চাওয়া। এরূপ প্রয়োগ ক্ষণেই দুক্কট আপত্তি হয়। দ্রব্যটি লাভ করলে তা নিস্‌সগ্গিয় হয়। এমন দ্রব্য বিসর্জন কর্তব্য। এভাবেই তা বিসর্জন করতে হবে-

"এই আর্য্যা একটা বিনিময় করতে গিয়ে, অন্যটা বিনিময় করাতে; তা নিস্‌সগ্গিয় প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমি সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে-

"এই আর্য্যার একটা বিনিময় করতে গিয়ে, অন্যটা বিনিময় করাতে; তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে- এভাবেই বিসর্জিত দ্রব্য আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে-

"মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শুনুন' এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্‌সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে-

"এই আর্য্যার একটা বিনিময় করতে গিয়ে, অন্যটা বিনিময় করাতে; তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্য্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

দ্রব্য ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত দ্রব্য এভাবেই দেবে-

"মাননীয়া আর্য্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন! এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্য্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্য্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই পাত্র অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে-

"এই আর্য্যার একটা বিনিময় করতে গিয়ে, অন্যটা বিনিময় করাতে; তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্য্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ করছি।"

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত দ্রব্য এভাবেই দিতে হবে- "এই দ্রব্য আর্য্যাকে দিচ্ছি।" (তিনবার)

[১০১] অন্যটিতে অন্যটি বলে ধারণায়, অন্যটির বিনিময়ে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। 'ইহা অন্যটি' এবিষয় ভুলে গিয়েও অন্যটি বিনিময় করলে নিস্‌সগ্গিয়-পাচিত্তিয় হয়। অন্যটিতে, অন্যটি নহে ধারণায়; অন্যটির বিনিময়ে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অন্যকে অন্য বলে ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। 'অন্যটি নহে', এবিষয় ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। যা অন্যটি নহে, তাতে অন্যটি নহে ধারণায় কোন আপত্তি হয় না।

[১০২] অনাপত্তি ঃ- জ্ঞাতীজনের সাথে বিনিময়ে, অন্যের জন্যে বিনিময় করলে, সুফল প্রদর্শন করে বিনিময়ে, উন্মাদগ্রস্ত অবস্থায় বিনিময়ে এবং আদিকর্মিক হলে ক্ষমা যোগ্য বলে গণ্য হয়।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৬। ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

[১০৩] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন উপাসকগণ ভিক্ষুণীসংঘের চীবরের জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করে এক প্রবারণা উদ্‌যাপনকারী ভিক্ষুণীর ঘরে বস্ত্র দ্রব্যাদি রেখে ভিক্ষুণীদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আর্য্যাগণ! অমুক প্রবারিকার কক্ষে চীবর তৈরীর জন্যে বস্ত্র দ্রব্যাদি রাখা হয়েছে। সেখান হতে চীবর নিয়ে বন্টন করুন। ভিক্ষুণীরা সেই দ্রব্যাদি দ্বারা ভৈষজ্য বিনিময় করে নিজেরা পরিভোগ করে ফেললেন। উপাসকগণ তা অবগত হয়ে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ইহা কেমন কথা? ভিক্ষুণীরা এক উদ্দেশ্যে সংঘকে প্রদত্ত দ্রব্য, কি করে অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করে ফেললেন? ভিক্ষুণীরা সেই উপাসকগণের এই নিন্দা, আন্দোলন আর ক্ষোভের কথা জানতে পারলেন। যে সকল ভিক্ষুণীরা অল্পেচ্ছু তারাও এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের ইহা কেমন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আচরণ? কি করে তারা এক উদ্দেশ্যে সংঘকে প্রদত্ত দ্রব্য অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করে ফেললেন? তাঁরা ভিক্ষুগণকে তা জানালেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলে, ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীগণ সংঘকে এই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য।

ভগবান অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন হে ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করবো;-

[১০৪] **"যেই ভিক্ষুণী অন্যের দ্বারা সংঘকে এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করে নিজে ব্যবহার করতে চায়, তা নিস্‌সগ্গিয় হয়।"**

[১০৫] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্‌খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উদম্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অঞ্ঞদত্থিকেন পরিক্খারেন' বলতে অন্য উদ্দেশ্যে অন্যের দ্বারা প্রদত্ত দ্রব্য। 'সাঙ্ঘিকেন' বলতে শুধুমাত্র সংঘ উদ্দেশ্যেই, কোন গণ (গ্রুপ বা পর্ষদ) বা এক ভিক্ষুণীর উদ্দেশ্যেই নহে। 'অঞ্ঞংচেতপেয্যাতি' বলতে যেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত, তা বাদ দিয়ে অন্য উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করা। এরূপ উদ্যোগ ক্ষণেই দুক্কট আপত্তি হয়। পরিবর্তন সম্পন্ন হলেই নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। তখন সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুণীর নিকট তা ত্যাগ করতে হবে। এভাবেই তা ত্যাগ করতে হয়-

"এই আর্য্যা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সাঙ্ঘিক দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করাতে তা নিস্সগ্গিয় হয়েছে। আমি ইহা সংঘের নিকট ত্যাগ করছি।"

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে-

"এই আর্য্যার এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সাঙ্ঘিক দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করাতে তা নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে- এভাবেই বিসর্জিত সাঙ্ঘিক দ্রব্য আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে-

"মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শুনুন; এই সাঙ্ঘিক দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে-

"এই আর্য্যার এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সাঙ্ঘিক দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করাতে তা নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্য্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

সাঙ্ঘিক দ্রব্য ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত সাঙ্ঘিক দ্রব্য এভাবেই দেবে-

"মাননীয়া আর্য্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন! এই সাঙ্ঘিক দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্য্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্য্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই সাঙ্ঘিক দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে-

"এই আর্য্যার এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সাঙ্ঘিক দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করাতে তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্য্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ করছি।"

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত সাঙ্ঘিক দ্রব্য এভাবেই দিতে হবে-

"এই সাঙ্ঘিক দ্রব্য আর্য্যাকে দিচ্ছি।" (তিনবার)

[১০৬] অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্তকে, অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলে ধারণায়, অন্য কাজে ব্যবহার করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলে ভুলে গিয়ে, অন্য কাজে ব্যবহার করলেও নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্তকে, অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলে ধারণা থাকা সত্ত্বেও, অন্য কাজে ব্যবহার দ্বারা নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হলে; বিনিময়ের মাধ্যমে লব্ধ দ্রব্য যথানিয়মে বিনয়কর্মাদি সম্পাদন করতে হবে। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্তকে অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলে ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। 'অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একথা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্তকে, অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নহে ধারণায়, কোন আপত্তি হয় না।

[১০৭] অনাপত্তি ঃ- অরহতের দ্বারা যদি পরিবর্তন করে, দ্রব্যের দাতা বা গ্রহীতার অনুমতিক্রমে পরিবর্তন করা হলে, বিপদে পড়ে পরিবর্তন করলে, উন্মাদ হয়ে করলে, আদিকর্মিক হলে ক্ষমা যোগ্য বলে গণ্য করা যায়।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৭। সপ্তম শিক্ষাপদ

[১০৮] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন উপাসকগণ ভিক্ষুণীসংঘের চীবরের জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করে বর্ষাব্রত উদ্‌যাপনকারী এক ভিক্ষুণীর কক্ষে দ্রব্যসমূহ রেখে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণীদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, অমুক আর্য্যার পবারিক কক্ষে চীবরের দ্রব্যাদি রাখা হয়েছে। সেখান থেকে চীবর নিয়ে বন্টন করুন। ভিক্ষুণীরা নিজেই যাচঞা করে সেই দ্রব্যাদির দ্বারা ভৈষজ্য বিনিময় করে পরিভোগ করে ফেললেন। উপাসকগণ তা জানতে পেরে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ইহা কেমন কথা! এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সাংঘিক দ্রব্য ভিক্ষুণীরা কি করে অন্য উদ্দেশ্যে নিজে যাচঞা করে পরিবর্তনপূর্বক ব্যবহার করলো?

ভিক্ষুণীরা সেই উপাসকগণের এই নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভের বিষয় জানলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারাও এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ কেমন কথা? কি করে ভিক্ষুণীরা সংঘের উদ্দেশ্যে এক কাজে প্রদত্ত দ্রব্য নিজে যাচঞা করে তা অন্য দ্রব্যে পরিবর্তন ও ব্যবহার করতে পারে? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এবিষয় জানালে, ভিক্ষুগণ তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা এক উদ্দেশ্যে সংঘকে প্রদত্ত দ্রব্য নিজে যাচঞা করে পরিবর্তন করে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায় বলে ভগবান অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কেমন কথা? কেন ভিক্ষুণীরা সংঘের জন্যে এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে নিজে যাচঞা করে বিনিময় করবে? ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শিক্ষাপদ উদ্দেস করবো;-

[১০৯] **"যেই ভিক্ষুণী সংঘের উদ্দেশ্যে, এক অর্থে প্রদত্ত দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে নিজে যাচঞা করে অন্য উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করলে সেই দ্রব্য নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে।"**

[১১০] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্‌খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উদম্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অঞ্ঞদত্থিকেন পারিক্‌খারেন' বলতে অন্য উদ্দেশ্যে, অন্য অর্থে প্রদত্ত। 'সঙ্ঘিকেনতি' বলতে সংঘের প্রয়োজনে, কিন্তু গণ বা এক ভিক্ষুণীর প্রয়োজন নহে। 'সঞ্ঞাচিকেন' বলতে স্বয়ং যাচঞা করে। 'অঞ্ঞংচেতাপেয্যাতি' বলতে যেই অর্থে প্রদত্ত বা বাদ দিয়ে, অন্য একটিতে বিনিময় করা। এরূপ উদ্যোগ গ্রহণ ক্ষণেই দুক্কট আপত্তি হয়। দ্রব্য লাভ করলেই নিস্‌সগ্গিয় হয়। তখন তা সংঘ, গণ অথবা একজন ভিক্ষুণীর নিকট ত্যাগ করতে হবে। ভিক্ষুগণ! এভাবেই ত্যাগ করতে হয়- (সংঘ, গণ বা এক ভিক্ষুণীর নিকট গিয়ে, ভিক্ষুণী দ্রব্যটি হাতে নিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে সংঘের সম্মুখে উৎকুটিকভাবে বসে বলবেন)

"আর্য্যাগণ! আমার এই দ্রব্যটি এক অর্থে সংঘকে প্রদত্ত; কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে স্বয়ং যাচঞা করে পরিবর্তন করায় নিস্‌সগ্গিয় হয়েছে। তাই ইহা আমি সংঘকে ত্যাগ করছি।"

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে-

"এই আর্য্যার এই দ্রব্যটি এক অর্থে সংঘকে প্রদত্ত; কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্বয়ং যাচঞা করে পরিবর্তন করায় নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে- এভাবেই বিসর্জিত দ্রব্য আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে-

"মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শুনুন; এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্‌সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পাদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে-

"এই আর্য্যার এই দ্রব্যটি এক অর্থে সংঘকে প্রদত্ত; কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে স্বয়ং যাচঞা করে পরিবর্তন করায় নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্য্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

দ্রব্য ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত দ্রব্য এভাবেই দেবে-

"মাননীয়া আর্য্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন! এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্য্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্য্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে-

"এই আর্য্যার এই দ্রব্যটি এক অর্থে সংঘকে প্রদত্ত; কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে স্বয়ং যাচঞা করে পরিবর্তন করায় নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্য্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ করছি।"

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত দ্রব্য এভাবেই দিতে হবে-

"এই দ্রব্য আর্য্যাকে দিচ্ছি।" (তিনবার)

[১১১] এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্যকে অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলে ধারণায় অন্য দ্রব্য বিনিময় করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। 'এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য' ইহা জেনেও ভুলে গিয়ে, অন্যটির সাথে বিনিময় করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্যকে অন্য উদ্দেশ্যে নহে বলে ধারণায়, অন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একটির সাথে বিনিময় করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। এরূপ নিস্‌সগ্গিয় দ্রব্য যথাবিধান মতে ব্যবহার কর্তব্য। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্তকে অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নহে বলে ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অন্য উদ্দেশ্যে বা নিজের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ইহা ভুলে গেলে দুক্কট হয়। অন্য উদ্দেশ্যে যা প্রদত্ত নহে, তাকে অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নহে ধারণায় অপরাধ নেই।

[১১২] অনাপত্তি ঃ- অবশিষ্ট দ্বারা পরিবর্তনে, দাতার অনুমতি সাপেক্ষে পরিবর্তনে, বিপদকালে পরিবর্তনে, উন্মাদের পরিবর্তনে এবং আদিকর্মী হলে ক্ষমা যোগ্য বলে গণ্য হয়।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৮। অষ্টম শিক্ষাপদ

[১১৩] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন এক গ্রামপ্রধান প্রদত্ত পরিবেনের আবাসিক ভিক্ষুণীদের যাগুর অভাব দেখাদিল। গ্রামপ্রধান চাঁদা সংগ্রহ করে এক দোকানীর ঘরে দ্রব্যাদি (চাঁদা) রেখে ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে বললেন, আর্য্যাগণ! অমুক দোকানীর ঘরে যাগুর প্রয়োজনীয় দ্রব্য রাখা হয়েছে। সেখান থেকে চাউলাদি আনায়ন করায়ে যাগু তৈরী করে পরিভোগ করুন। সেখান থেকে চাউলাদি আনায়ন করায়ে যাগু তৈরী করে পরিভোগ করুন। ভিক্ষুণীরা সেই যাগু দ্রব্যের পরিবর্তে ভৈষজ্য (মধু, ঘৃত, মাখন, তৈল, গুড়) এনে পরিভোগ করলেন। গ্রামপ্রধান তা জানতে পেরে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ইহা কেমন কথা! কি করে ভিক্ষুণীরা মহাজনগণ দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করলেন? তাঁর এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ ভিক্ষুণীরা জ্ঞাত হলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে তা জানালে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এবিষয় নিবেদন করলেন। তখন ভগবান জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা মহাজনগণ কর্তৃক এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করছে? হ্যাঁ, ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ! কি করে ভিক্ষুণীরা মহাজনতা কর্তৃক এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করতে পারে? ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করবো;-

[১১৪] **"যেই ভিক্ষুণী মহাজনতা কর্তৃক এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য পরের দ্বারা পরিবর্তন করাবে তাতে নিস্‌সগ্গিয়-পাচিত্তিয় হবে।"**

[১১৫] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্‌খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উদম্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অঞ্ঞদত্থিকেন পরিক্কারেন অঞ্ঞুদ্দিসিকেনাতি' বলতে এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার বুঝায়। 'মহাজনিকেনা'তি' বলতে জনগণ কর্তৃক গণ তথা তিনজন ভিক্ষুণীর জন্যে প্রদত্ত, কিন্তু এক ভিক্ষুণীর জন্যে নহে। 'অঞ্ঞং চেতাপেয্যাতি' বলতে ইহা যেই প্রয়োজনে প্রদত্ত তা বাদ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দিয়ে পরের দ্বারা অন্যটি বিনিময় করা। এরূপ উদ্যোগ গ্রহণ ক্ষণে দুক্কট হয় এবং পরিবর্তিত দ্রব্য লাভ ক্ষণে নিস্‌সগ্গিয় হয়। তখন ইহা সংঘ, গণ, অথবা একজন ভিক্ষুণীর নিকটে বিসর্জন দিতে হয়। ভিক্ষুগণ! এভাবেই বিসর্জন কর্তব্য,- নিস্‌সগ্গিয় প্রাপ্তা ভিক্ষুণী উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে সংঘের নিকট উপস্থিত দ্রব্যটি হাতে নিয়ে উৎকুটিকভাবে বসে বলতে হবে-

"মাননীয়া আর্য্যাগণ! আমার এই দ্রব্য জনগণকর্তৃক এক কারণে প্রদত্ত অন্য উদ্দেশ্যে পরের দ্বারা পরিবর্তন করায় আমার পক্ষে পরিত্যাগযোগ্য (নিস্‌সগ্গিয়) দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। তাই ইহা সংঘ ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করছি।"

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে-

"এই আর্য্যার এই দ্রব্য জনগনকর্তৃক এক কারণে প্রদত্ত অন্য উদ্দেশ্যে পরের দ্বারা পরিবর্তন করায় নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে- এভাবেই বিসর্জিত দ্রব্য আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে-

"মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শুনুন; এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্‌সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পাদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে-

"এই আর্য্যার এই দ্রব্য জনগণকর্তৃক এক কারণে প্রদত্ত অন্য উদ্দেশ্যে পরের দ্বারা পরিবর্তন করায় নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্য্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

দ্রব্য ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত দ্রব্য এভাবেই দেবে-

"মাননীয়া আর্য্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন! এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্য্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্য্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে-

"এই আর্য্যার এই দ্রব্য জনগণকর্তৃক এক কারণে প্রদত্ত অন্য উদ্দেশ্যে পরের দ্বারা পরিবর্তন করায় নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্য্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ করছি।"

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত দ্রব্য এভাবেই দিতে হবে-

"এই দ্রব্য আর্য্যাকে দিচ্ছি।" (তিনবার)

[১১৬] এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্যকে, সেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলে জেনেও অন্য একটিতে পরিবর্তন করলে নিস্‌সগ্গিয় হবে। যে উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তা জানেন, কিন্তু ভুলে গিয়ে অন্য একটিতে পরিবর্তন করলেও নিস্‌সগ্গিয় হয়। যে উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, সেই উদ্দেশ্যে নহে ধারণায়, অন্য একটিতে পরিবর্তন করলেও নিস্‌সগ্গিয় হয়।

এরূপ নিস্‌সগ্গিয় প্রাপ্ত দ্রব্য যথানিয়মে পরিভোগ করতে হবে। এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলে মনে করলে দুক্কট আপত্তি হয়। 'সেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত' ইহা ভুলে যাওয়াতেও দুক্কট আপত্তি হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্তকে অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ধারণায় কোন দোষ হয় না।

[১১৭] **অনাপত্তি ঃ-** অবশিষ্ট দ্বারা পরিবর্তন করলে, দাতার অনুমতি নিয়ে পরিবর্তন হলে, বিপদে পড়ে পরিবর্তন করলে, উন্মাদ অবস্থায় পরিবর্তন করলে এবং বুদ্ধ সময়ে প্রথম পরিবর্তনকারী হলে ক্ষমা যোগ্য বলে গণ্য হয়।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৯। নবম শিক্ষাপদ

[১১৮] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক গ্রামপ্রধানের পরিবেনস্থ ভিক্ষুণীদের যাগুর অভাব হলো। তাই গ্রামপ্রধান চাঁদা সংগ্রহ করে ভিক্ষুণীদের যাগুর জন্যে এক দোকানীর ঘরে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো রেখে ভিক্ষুণীদের গিয়ে বললেন, "আর্য্যাগণ! অমুক দোকানীর ঘরে যাগুর জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো রাখা হয়েছে। সেখান থেকে চাউলাদি গ্রহণ করে যাগু তৈরী করে পরিভোগ করুন। ভিক্ষুণীগণ সেই দ্রব্যের বিনিময়ে, ঘৃত, মধু, তৈলাদি ভৈষজ্য স্বয়ং নিজেরা চেয়ে নিয়ে পরিভোগ করলেন। গ্রামপ্রধান ইহা অবগত হয়ে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ইহা কেমন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কথা; জনগণ দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য ভিক্ষুণীরা কি করে জেনে-শুনে স্বয়ং নিজেরা অন্য উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করবেন?"

ভিক্ষুণীরা সেই গ্রামপ্রধানের এই ক্ষোভ, আন্দোলন ও নিন্দার কথা শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ইহা কেমন কথা? ভিক্ষুণীরা কি করে জনগণকর্তৃক এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য জেনে-শুনে স্বয়ং নিজেরা অন্য উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করে ব্যবহার করলেন? ভিক্ষুণীরা বিষয়টি ভিক্ষুদেরকে বললেন, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন,- ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা বিষয়টি ভিক্ষুদেরকে বললেন, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন,- ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা জনগণকর্তৃক এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, জেনে-শুনে স্বয়ং নিজেরা অন্য উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান এজন্যে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ইহা কেমন কথা; হে ভিক্ষুগণ! কি করে ভিক্ষুণীরা মহাজনতা দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, জেনে-শুনে স্বয়ং নিজেরা অন্য উদ্দেশ্যে পরিবর্তন, ব্যবহার করতে পারে? ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি;-

[১১৯] **"যেই ভিক্ষুণী মহাজনতা দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য স্বয়ং নিজে অন্য উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করবে তার নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে।"**

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[১২০] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উদম্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অঞ্ঞদিত্তকেন পরিক্খারেন অঞ্ঞুদ্দিসিকেনাতি' বলতে অন্য অর্থে বা কারণে প্রদত্ত দ্রব্য আর এক উদ্দেশ্যে ব্যবহার। 'মহাজনিকেনাতি' বলতে নিজেই যাচঞা করে। 'অঞ্ঞং চেতাপেয্যাতি' বলতে যে জন্যে প্রদত্ত তা বাদ দিয়ে অন্যটিতে পরিবর্তন করা। এরূপ উদ্দেশ্যে গ্রহণ ক্ষণেই দুক্কট আপত্তি হয়। দ্রব্য গ্রহণ করা মাত্রই নিস্সগ্গিয় হয়। তখন তা সংঘ, গণ অথবা একজন ভিক্ষুণীকে বিসর্জন দিতে হবে। হে ভিক্ষুগণ! এভাবেই বিসর্জন করা কর্তব্য।

"মাননীয়া আর্য্যাগণ! আমার এই দ্রব্র মহাজনতা দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হলেও অন্য উদ্দেশ্যে নিজে যাচঞা করে পরিবর্তন করায় নিস্সগ্গিয় অপরাধ হয়েছে। তাই ইহা আমি সংঘের নিকট বিসর্জন দিচ্ছি।"

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে-

"এই আর্য্যার এই দ্রব্য মহাজনতা দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হলেও অন্য উদ্দেশ্যে নিজে যাচঞা করে পরিবর্তন করায় নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে- এভাবেই বিসর্জিত দ্রব্য আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে-

"মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শুনুন; এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিকটে নিস্‌সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে-

"এই আর্য্যার এই দ্রব্য মহাজনতা দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হলেও অন্য উদ্দেশ্যে নিজে যাচঞা করে পরিবর্তন করায় নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্য্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

দ্রব্য ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত দ্রব্য এভাবেই দেবে-

'মাননীয়া আর্য্যাগণ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন! এই পাত্র অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্য্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্য্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে-

"এই আর্য্যার এই দ্রব্য মহাজনতা দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হলেও অন্য উদ্দেশ্যে নিজে যাচঞা করে পরিবর্তন করায় নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্য্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ করছি।"

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত দ্রব্য এভাবেই দিতে হবে- "এই দ্রব্য আর্য্যাকে দিচ্ছি।" (তিনবার)

[১২১] এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বস্তুকে, সেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বস্তু বলে জেনেও পরিবর্তন করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত, ইহা জেনেও ভুলে গিয়ে পরিবর্তন করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্তকে, সেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নহে ধারণায় পরিবর্তন করলেও নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। সেরূপ নিস্‌সগ্গিয় দোষ প্রাপ্ত দ্রব্য পূর্বোক্ত কর্মবাক্য নিয়মে পরিভোগ করা কর্তব্য। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নহে, এমন দ্রব্যকে, অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ধারণায়ও দুক্কট অপরাধ হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ইহা জানা সত্ত্বেও, ভুলবশতঃ পরিবর্তনে দুক্কট অপরাধ হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত, অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ধারণায় কোন দোষ নেই।

[১২২] **অনাপত্তি ঃ-** অবশিষ্ট দ্বারা পরিবর্তনে, দাতার অনুমতি দিয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিবর্তনে, বিপদে পড়ে পরিবর্তনে, উন্মাদ অবস্থায় পরিবর্তনে এবং বুদ্ধকালীন প্রথম অপরাধকারীর পরিবর্তনে কৃত অপরাধ ক্ষমা যোগ্য বলে গণ্য হয়।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

১০। দশম শিক্ষাপদ

[১২৩] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী বহুশ্রুতা, দক্ষ আবৃত্তিকারিনী এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মকথিকা ছিলেন। বহু মানুষ স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে শ্রদ্ধা, সমীহ করতেন। একদিন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী পরিবেন ঝাট দিচ্ছিলেন। লোকেরা তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে বললেন, আর্য্যা! কেন আপনি পরিবেণ ঝাট দিচ্ছেন? উপাসকগণ! আমার দায়কও নেই, সেবকও নেই। ইহা শুনে সেই লোকেরা চাঁদা সংগ্রহ করে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর পরিবেণের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে আসলেন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী সেই দ্রব্য দ্বারা স্বয়ং যাচঞা করে গুড়, মধু, মাখনাদি ভৈষজ্য পরিভোগ করলেন। লোকেরা তা জানতে পেরে আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ কেমন কথা! আর্য্যা স্থূলানন্দা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য অন্য উদ্দেশ্যে নিজেই যাচঞা করে পরিবর্তন করতঃ এককভাবে কি করে পরিভোগ করলেন?

জনগণের এই নিন্দা, আন্দোলন আর ক্ষোভের কথা ভিক্ষুণীরা শুনলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও একইভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে ইহা ভিক্ষুসংঘকে জানালেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলে ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা এক উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে পরিবর্তন করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা অত্যন্ত অন্যায় উল্লেখ করে বুদ্ধ ভগবান নিন্দা করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ! ইহা কেমন কথা যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য নিজে যাচঞা করে ব্যক্তিগতভাবে অন্য উদ্দেশ্যে তা পরিবর্তন করবে? ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি;-

[১২৪] **"যেই ভিক্ষুণী এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে নিজে যাচঞা করে পরিবর্তন যদি করে, তার নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে।"**

[১২৫] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্‌খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উদম্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অঞ্ঞদত্থিকেন পরিক্‌খারেন উদ্দিসিকেনাতি' বলতে অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত। 'পুগ্গলিকেনাতি'- বলতে সংঘ বা গণের জন্যে নহে, শুধু এক ভিক্ষুণীর জন্যে। 'সঞ্ঞচিকেনাতি'- স্বয়ং যাচঞা করে। 'অঞ্ঞঞঙ চেতাপেয্যাতি' বলতে যেই জন্যে প্রদত্ত তা বাদ দিয়ে অন্য কাজে পরিবর্তন করা। এরূপ উদ্যোগ গ্রহণ ক্ষণেই দুক্কট আপত্তি হয়। পরিবর্তিত দ্রব্যটি গ্রহণ ক্ষণেই নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। তখন দ্রব্যটি সংঘকে বা তিনজন অথবা একজন ভিক্ষুণীর নিকট ত্যাগ করতে হয়। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে তা ত্যাগ করতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হবে- (সেই ভিক্ষুণী দ্রব্যটি নিয়ে ভিক্ষুণীদের নিকটে উপস্থিত হয়ে বলবে,-

"হে আর্য্যাগণ! এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই দ্রব্য আমি নিজে যাচঞা করে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারে পরিবর্তন করেছি বিধায় তা নিস্‌সগ্গিয় দোষযুক্ত হয়েছে। তাই আমি ইহা সংঘের নিকট ত্যাগ করছি।"

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে-

"এই আর্য্যার এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই দ্রব্য আর্য্যা নিজে যাচঞা করে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারে পরিবর্তন করেছেন বিধায় তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে- এভাবেই বিসর্জিত দ্রব্য আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে-

"মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শুনুন; এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্‌সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের পদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে-

"এই আর্য্যার এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই দ্রব্য আর্য্যা নিজে যাচঞা করে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারে পরিবর্তন করেছেন বিধায় তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্য্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

দ্রব্য ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত দ্রব্য এভাবেই দেবে-

"মাননীয়া আর্য্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন! এই পাত্র অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্য্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্য্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে-

"এই আর্য্যার এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই দ্রব্য আর্য্যা নিজে যাচঞা করে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারে পরিবর্তন করেছেন বিধায় তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্য্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করছি।"

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত দ্রব্য এভাবেই দিতে হবে-

"এই দ্রব্য আর্য্যাকে দিচ্ছি।" (তিনবার)

[১২৬] যেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সেই উদ্দেশ্যে জেনেও অন্য উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। যেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তা জেনেও ভুলবশতঃ পরিবর্তন করলে, তা নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। যেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তা অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ধারণায় পরিবর্তন করলে, তা নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। নিস্‌সগ্গিয় প্রাপ্ত দ্রব্য যথানিয়মে দোষমুক্ত করা কর্তব্য। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্তকে আর এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত, ইহা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্তকে অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ধারণায়, কোন দোষ হয় না।

[১২৭] অনাপত্তি ঃ- অবশিষ্ট পরিবর্তনে, বা স্বামীর অনুমতি নিয়ে পরিবর্তনে, বিপদে পরিবর্তনে, উন্মাদ অবস্থায় পরিবর্তনে এবং আদিকর্মির পরিবর্তনে অপরাধ ক্ষমা যোগ্য বলে গণ্য হয়।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

১১। একাদশ শিক্ষাপদ

[১২৮] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী ছিলেন বহুশ্রুতা, দেশিকা, বিশারদা এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মকথিকা। একদিন শীতকালে রাজা প্রসেনজিৎ কোশল শীতকালীন মহার্ঘ কম্বল পরিধান করে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী যেখানে অবস্থান করেন তথায় উপস্থিত হয়ে উপবেশন করলেন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী রাজা প্রসেনজিৎ কোশলকে ধর্মকথায় সহমত পোষণ করালেন, একাত্ম করালেন, গ্রহণে সম্মত করালেন, উদ্বুদ্ধ করালেন, সমুত্তেজিত করালেন, উৎফুল্ল করালেন।

রাজা প্রসেনজিৎ কোশল স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর ধর্মকথায় এভাবে একাত্ম, উদ্বুদ্ধ, সমুত্তেজিত ও উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে বললেন, "আর্য্যা! আমাকে বলুন, আপনার কিছু প্রয়োজন আছে কি?" তখন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা বললেন, মহারাজ! আপনি যদি কিছু দিতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনার কম্বল খানাই দিন।"

অতঃপর রাজা প্রসেনজিৎ কোশল স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে কম্বলখানা দিয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আসন হতে উঠে, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক চলে গেলেন। লোকেরা ইহা জানতে পেরে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "এই ভিক্ষুণীর তৃষ্ণা অত্যন্ত বিশাল, সন্তুষ্টি বলে তার কিছু নেই। এ কেমন আচরণ! "রাজার কম্বলখানাই চেয়ে নিলেন?"

অন্যান্য ভিক্ষুণীরা জনগণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের বিষয় অবগত হলেন। যে সকল ভিক্ষুণীরা অল্পেচ্ছু তারাও এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "এ কেমন আচরণ আর্য্যা স্থূলানন্দার? তিনি কেমন করে রাজার কম্বল চেয়ে নিলেন?" ভিক্ষুণীরা বিষয়টা ভিক্ষুগণকে জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলে, ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ! তা কি সত্য। হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়, অশোভন, হে ভিক্ষুগণ! তার এই আচরণে কখনই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি;-

[১২৯] **"শীতকালীন মোটাবস্ত্র যাচঞাকারিনী, মাত্র ষোল কাহন (টাকা) পরিমাণ বস্ত্রই যাচঞা করতে পারবে। তারচেয়ে বেশী যাচঞা করলে, দুক্কট; এবং সেই বস্তু গ্রহণক্ষণেই নিস্‌সগ্গিয় হবে।"**

[১৩০] 'গরুপাবুরণং' অর্থে শীতকালীন মোটাবস্ত্র। 'চেতাপেয্যাতি' অর্থে নিজে যাচঞা করা। 'চতুক্কংসপরমং চেতাপেতব্বন্তি' বলতে সর্ব্বমোট মূল্য ষোল কাহন পরিমাণ চাওয়া যায়। 'ততো চে উত্তরি চেতাপেয্যাতি' বলতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তদপেক্ষা বেশী চাইলে, চাওয়া মাত্রই দুক্কট আপত্তি হয়; হাতে গ্রহণক্ষণেই নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। তখন সংঘ, গণ অথবা একজন ভিক্ষুণীর নিকট অবশ্যই সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করতে হয়-

এভাবে নিস্‌সগ্গিয় প্রাপ্ত বস্ত্র সংঘের নিকট, অথবা গণ, অথবা একজন মাত্র ভিক্ষুণীর নিকটে পরিত্যাগ করতে হবে। এভাবেই সেই বিসর্জন কর্ম সম্পাদন করতে হবে-

"হে আর্য্যা! এই শীতকালীন মোটাবস্ত্র ষোল কাহনের অতিরিক্ত হয়েছে তা নিজে যাচঞা করায় নিস্‌সগ্গিয় প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা আমি সংঘের নিকটে পরিত্যাগ করছি।"

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে-

"এই আর্য্যার এই শীতকালীন মোটাবস্ত্র ষোল কাহনের অতিরিক্ত হয়েছে তা নিজে যাচঞা করায় নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে- এভাবেই বিসর্জিত শীতকালীন মোটাবস্ত্র আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে-

"মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শুনুন; এই মোটা কম্বল অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্‌সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে-

"এই আর্য্যার এই শীতকালীন মোটাবস্ত্র ষোল কাহনের অতিরিক্ত হয়েছে তা নিজে যাচঞা করায় নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্য্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

শীতকালীন মোটাবস্ত্র ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত শীতকালীন মোটাবস্ত্র এভাবেই দেবে-

"মাননীয়া আর্য্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন! এই শীতকালীন মোটাবস্ত্র অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্য্যাগণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্য্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই শীতকালীন মোটাবস্ত্র অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে-

"এই আর্য্যার এই শীতকালীন মোটাবস্ত্র ষোল কাহনের অতিরিক্ত হয়েছে তা নিজে যাচঞা করায় নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্য্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ করছি।"

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত শীতকালীন মোটাবস্ত্র এভাবেই দিতে হবে-

"এই শীতকালীন মোটাবস্ত্র আর্য্যাকে দিচ্ছি।" (তিনবার)

[১৩১] ষোল কাহনের অতিরিক্ত মূল্যের দ্রব্য নিজে যাচঞা করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। নিজে যাচঞা করা দ্রব্য ১৬ কাহনের অতিরিক্ত যে হয়ে যাচ্ছে, তা ভুলে গিয়ে নিজে যাচঞা করায় নিস্‌সগ্গিয় হয়। ষোল কাহনের কম নিজে যাচঞা করলে দুক্কট আপত্তি হয়। ষোল কাহনের কম আছে এমন মূল্য সঠিক ধারণায় কোন আপত্তি হয় না।

[১৩২] অনাপত্তি ঃ- ষোল কাহনের পরিপূর্ণ কিন্তু স্বয়ং যাচঞায়, ষোল কাহন থেকে কম যাচঞায়, জ্ঞাতীগণকে সন্তুষ্ট করতে গ্রহণে, অজ্ঞাতীর জন্যে গ্রহণে, নিজের ধনে লব্ধ মহার্ঘ দ্রব্য, নিজে ইচ্ছুক হয়ে অল্পমাত্র গ্রহণে; উন্মাদ অবস্থায় গ্রহণে, আদিকর্মিকের গ্রহণে।

[একাদশ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

১২। দ্বাদশ শিক্ষাপদ

[১৩৩] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী ছিলেন বহুশ্রুতা, আবৃত্তিকারিনী, বিশারদা এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মকথিকা। এক গরমের দিনে রাজা প্রসেনজিৎ কোশল মহার্ঘ ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করে ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার দর্শনে গমন করলেন। তিনি ভিক্ষুণী স্থূলানন্দাকে অভিবাদনপূর্বক উপবেশন করলে, স্থূলানন্দা ধর্মকথায় রাজা প্রসেনজিত কোশলকে সহমত পোষণ করায়ে, গ্রহণ করায়ে সমুত্তেজিত, উৎফুল্ল করলেন। তখন রাজা প্রসেনজিৎ কোশল স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী দ্বারা সহমত পোষণ করে, আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে, সমুত্তেজিত ও উৎফুল্ল হয়ে ভিক্ষুণী স্থূলানন্দাকে বললেন; আর্য্যার কোন কিছু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রয়োজন আছে কি? যদি মহারাজের দিতে ইচ্ছা হয়, তা হলে এই হালকা বস্ত্রটিই প্রদান করুন। তখন রাজা প্রসেনজিত ভিক্ষুণী স্থূলানন্দাকে সেই ক্ষৌমবস্ত্রখানা দান করে, অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করলেন। লোকেরা ইহা জানতে পেরে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "এই ভিক্ষুণী বড়ই লোভী; কিছুতেই তার তৃপ্তি নেই। এ কেমন কথা! রাজা ক্ষৌমবস্ত্রখানা যাচঞা করে নিয়ে নিলেন?"

ভিক্ষুণীগণ, জনগণের এই নিন্দাবাদ শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তুষ্টা তারাও এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "আর্য্যা স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কি করে তিনি রাজার ক্ষৌমবস্ত্র যাচঞা করে নিলেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে বিষয়টি জানালে ভিক্ষুরা তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জানতে চাইলেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা রাজা প্রসেনজিত হতে নিজেই ক্ষৌমবস্ত্র চেয়ে নিয়েছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই গর্হিত আচরণ। হে ভিক্ষুগণ! এই আচরণে কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি;-

[১৩৪] **"কোন ভিক্ষুণী কোন পাতলা আভরণ, যার সম্পূর্ণ মূল্য দশ কাহন, সেই পর্যন্ত নিজে যাচঞা করতে পারে। তদপেক্ষা বেশী যাচঞা করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে।"**

[১৩৫] 'লহু পাপুরণং' অর্থে যে সকল গ্রীষ্মকালীন গাত্রাভরণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'চেতাপেয্যাতি' অর্থে নিজে যাচঞা করা। 'অড্ঢহেয্যকংসপরমং চেতাপেতব্বন্তি' বলতে সর্বমোট মূল্য দশ কাহন পরিমাণ চাওয়া যায়। "ততো চে উত্তরি চেতাপেয্যাতি" বলতে তদপেক্ষা বেশী চাইলে, চাওয়া মাত্রই দুক্কট আপত্তি হয়; হাতে গ্রহণক্ষণেই নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। তখন সংঘ, গণ অথবা একজন ভিক্ষুণীর নিকট অবশ্যই সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করতে হয়। ভিক্ষুগণ! এভাবেই তা পরিত্যাগ কর্তব্য-

"হে আর্য্যা! এই পাতলা বস্ত্র দশ কাহনের চেয়ে অধিক মূল্যের হওয়াতে নিস্সগ্গিয় প্রাপ্ত হয়েছে। তাই আমি সংঘে ত্যাগ করছি।" অতঃপর সংঘের একজন তা সংঘকে জ্ঞাত করাবে। সংঘ সেই পাতলা বস্ত্র পুনঃ যথানিয়মে উক্ত ভিক্ষুণীকে ফেরত দেবে।

[১৩৬] দশ কাহনের অতিরিক্ত বস্তুকে অতিরিক্ত জেনেও গ্রহণ করলে নিস্সগ্গিয় হয়। দশ কাহনের অধিক মূল্যের ইহা জেনে ভুলবশত গ্রহণ করলেও নিস্সগ্গিয় হয়। দশ কাহনের চেয়ে বেশী মূল্যের বস্ত্রকে কম বলে ধারণায় গ্রহণ করলেও নিস্সগ্গিয় হয়। দশ কাহনের কম মূল্যের বস্ত্রকে বেশী ধারণায় গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। দশ কাহনের কম একথা ভুলে গিয়ে গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। দশ কাহনের কমকে, কম বলে ধারণায় কোন দোষ নেই।

[১৩৭] অনাপত্তি ঃ- দশ কাহনের পরিপূর্ণ মূল্যের বিনা যাচঞায় দান গ্রহণে, দশ কাহনের চেয়ে কম মূল্যের চাইলে, জ্ঞাতীর সন্তোষার্থে, পরের জন্যে, নিজের ধন দ্বারা মহার্ঘ পাওয়ার ইচ্ছা করে, অল্পমাত্র গ্রহণে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের।

[দ্বাদশ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

আর্য্যাগণ! ত্রিশ প্রকাশ নিস্সগ্গিয়-পাচিত্তিয় ধর্ম বর্ণনা করা হলো। তাই আর্য্যাগণকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? তৃতীয়বারও জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? আপনারা পরিশুদ্ধ হেতু নীরবতা পালন করছেন; আমি এরূপই ধারণা করছি।

[বিঃদ্রঃ- নিস্সগ্গিয়-পাচিত্তিয় খণ্ডে উল্লেখিত ৩০টি শিক্ষাপদের মধ্যে ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ গ্রন্থে মাত্র ১২টির উল্লেখ আছে। অবশিষ্ট ১৮টি শিক্ষাপদ বিনয়পিটকের অন্যত্র দ্রষ্টব্য।]

[নিস্সগ্গিয়-পাচিত্তিয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। পাচিত্তিয় খণ্ড

১। লসুন বর্গ

১। প্রথম শিক্ষাপদ

আর্য্যাগণ! এখন একশত ছেষট্টি পাচিত্তিয় ধর্মের উদ্দেস করছি-

[১৩৮] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন এক উপাসকের দ্বারা ভিক্ষুণীসংঘকে পর্যাপ্ত পরিমাণ লসুন দান করা হতো। যেই আর্য্যার লসুন প্রয়োজন তিনি বলতেন, 'আমি লসুন চাই'। নিত্য এরূপ বলাতে ক্ষেত্রপাল উপদ্রুত হয়ে ভিক্ষুণীরা আসলে একজনকে দুই তিন থলে ভর্তি করে দিত।

সে সময়ে শ্রাবস্তীতে এক উৎসব হচ্ছিল। তাতে লসুন সংকট দেখা দিল। ভিক্ষুণী উপাসকের নিকট গিয়ে বললেন, 'উপাসক! আমার লসুন প্রয়োজন। আর্য্যা! এখন লসুন ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিয়েছে বিধায় দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী ক্ষেত্রে গমন করে, কিছুমাত্র না জানায়ে বহু লসুন নিয়ে গেলেন। ক্ষেত্রপাল এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলো "এরা কোন্ ধরণের ভিক্ষুণী! ক্ষেত্রে গমন করে কিছুমাত্র না জানিয়ে কেন এত লসুন নিয়ে যাবে?"

ভিক্ষুণীরা ক্ষেত্রপালের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের বিষয় জানতে পারলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারাও এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্য্যা স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন তিনি কিছুমাত্র না জানিয়ে এত লসুন নিয়ে আসলেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান ইহা জেনে জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী ক্ষেত্রপালকে কিছুমাত্র না জানায়ে বহু লসুন নিয়ে এসেছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ! কিছুতেই ইহা অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে।

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুণী স্থূলানন্দাকে বিভিন্নভাবে ভর্ৎসনা করে ভিক্ষুগণকে ন্যায়ের অনুকূলে ধর্মকথা বলার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! এই স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী অতীতে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী ছিল।

সেই ব্রাহ্মণীর কন্যা ছিল বর্তমানের নন্দা, নন্দাবতী এবং সুন্দরীনন্দা। অতঃপর হে ভিক্ষুগণ! সেই ব্রাহ্মণ মৃত্যুবরণ করে এক হংসীর গর্ভে জন্ম নিল। তার সর্বদেহ সুবর্ণ পালকে আচ্ছাদিত ছিল। সে তাদেরকে এক একটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে পালক দিতে গিয়ে হংসরাজ নিষ্পালক হয়ে গেল। পরে যেই পালক পুনঃ গজিয়ে উঠলো সেগুলো ছিল সাদা। হে ভিক্ষুগণ! এই স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী অতি লোভে তখন স্বর্ণ হারায়ে এখন লসুন আহরণ করছে।

যাহা পাও তুষ্ট হও, পাপ হয় অতি লোভে,
হংসরাজের সুবর্ণ পালক, নিঃশেষ হলো যেইভাবে।

অতঃপর ভগবান স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে অনেক পর্যায়ে ভর্ৎসনা করলেন। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি;-

[১৩৯] "যে ভিক্ষুণী লসুন খাবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

[১৪০] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'লসুনং' বলতে মগধরাজ্যে জাত ঔষধ শ্রেণীর বিশেষ উদ্ভিদ বুঝায়। 'আমি খাব' এরূপ ইচ্ছায় গ্রহণ মাত্রই দুক্কট আপত্তি হয়; এবং প্রতি গলাধকরণে এক একটি পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[১৪১] লসুনকে লসুন ধারণায় খেলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। 'ইহা লসুন' এটা জেনেও ভুলে গিয়ে খাওয়াতে পাচিত্তিয় হয়। লসুনকে অলসুন ধারণায় খেলে, দুক্কট আপত্তি হয়। অলসুনকে লসুন ধারণায় খেলে দুক্কট আপত্তি হয়। 'অলসুন' এই ধারণা ভুলে গিয়ে খাওয়াতে দুক্কট আপত্তি হয়। অলসুনকে অলসুন ধারণায় খাওয়াতে কোন দোষ নেই।

[১৪২] অনাপত্তি ঃ- পলণ্ডুক রোগে, গাত্র মালিশে, হরিতকির সাথে মিশ্রণে, পিঁয়াজের সাথে মিশ্রণে, সূপ-রান্নায়, মাংস রান্নায়, তৈলপাকে, খরার তাপ দগ্ধতায়, যাগু রান্নায়, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে ইহা ক্ষমাযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

২। দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

[১৪৩] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা উরু ও বগল লোম মচন করায়ে অচিরাবতী নদীতে বেশ্যাদের সাথে নগ্নদেহে Øান করতেন। বেশ্যারা এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলো। এই বলে যে, কেন ভিক্ষুণীরা উরু ও বগল লোম মোচন করাচ্ছেন; যেভাবে কামভোগী গৃহিণীরা করে থাকেন?

ভিক্ষুণীরা বেশ্যাদের নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ কেমন কথা! ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কি করে উরু ও বগলের লোম মোচন করাচ্ছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের এ বিষয় জানালে, ভিক্ষুরা ভগবানের নিকট নিবেদন করলেন। ভগবান পুনঃ জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা অত্যন্ত অশোভন হে ভিক্ষুগণ! এ কেমন কথা? কি করে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা উরুলোম, বাহুলোম মোচন করাচ্ছে? না ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি;-

[১৪৪] **"যেই ভিক্ষুণী উরু ও বাহুলোম মোচন করাবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[১৪৫] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুণীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহে হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাতিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'সম্বাধো' বলতে সংকীর্ণ স্থান তথা বগল ও মূত্রদ্বারে। 'সংহরাপেয্যাতি' বলতে একটি লোম মোচন করালে একটি পাচিত্তিয়, বহু লোম মোচন করালে বহু পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[১৪৬] অনাপত্তি ঃ- অসুস্থতার কারণে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের বেলায় কোন দোষ নেই।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৩। তৃতীয় শিক্ষাপদ

[১৪৭] সে সময়ে বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন দুই ভিক্ষুণী ব্রহ্মচর্য্যে বিরক্ত এবং কামপীড়িত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করে পরস্পরে মর্দন ও চাপড়াচ্ছিলেন। ভিক্ষুণীরা সেই শব্দে দৌঁড়ে গিয়ে সেই ভিক্ষুণীদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে আর্য্যাগণ! আপনারা কোন পুরুষকে নিয়ে দূষিত হচ্ছেন? না, আর্য্যে! আমরা পুরুষ নিয়ে দূষিত হচ্ছি না। তারা ভিক্ষুণীদের ইহা জানালে, অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা ইহা শুনে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, এ কেমন ভিক্ষুণী? কি করে তারা পরস্পরে মর্দন, চাপড়ান করছে?

ভিক্ষুণীরা তা ভিক্ষুদের জানালেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টা নিবেদন করলে, ভগবান পুনঃ জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অশোভন, হে ভিক্ষুগণ! এ কেমন কথা! কি করে ভিক্ষুণীরা কামরাগে পরস্পরে মর্দন ও চাপড়াতে পারে? না ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি;-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[১৪৮] "মর্দনে ও চাপড়ানে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

[১৪৯] 'তলঘাতকং' অর্থে সম্প্রহর্ষ তথা কামসুখ উৎপত্তি করতে এমন কি মূত্রপথে শাপলাপত্র দ্বারা আঘাত করলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

[১৫০] অনাপত্তি ঃ- ব্যাধির কারণে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের দ্বারা হলে এমন অপরাধ ক্ষমা যোগ্য হয়।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৪। চতুর্থ শিক্ষাপদ

[১৫১] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ঋতু বন্ধকারিনী ভিক্ষুণীদের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করছিলেন। অন্য এক ভিক্ষুণী কামরাগে পীড়িতা হয়ে সেই ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন; আর্য্যার ঋতুস্রাব কি নিয়মিত যাচ্ছে? কিভাবে আপনি তা ধারণ করেন? আর্য্যা! জতুমুষ্টি দ্বারা। আর্য্যা! এই জতুমুষ্টি কি জিনিস? তখন সেই ভিক্ষুণী জতুমুষ্টি এনে ধৌত করে ভুলে গিয়ে এক জায়গায় ফেলে রাখলেন। ভিক্ষুণীরা মক্ষিকা পরিবেষ্টিত এগুলো দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কাজ কে করেছে? আমি করেছি, এই বলে তিনি জানালেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ কেমন কথা, কি করে ভিক্ষুণী জতুমুষ্টি ব্যবহার করতে পারে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের তা জানালেন। ভিক্ষুগণ! এই বিষয় ভগবানকে নিবেদন করলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভিক্ষুগণ! ইহা খুবই অশোভন। কি করে ভিক্ষুণীরা জতুমুষ্টি ব্যবহার করবে? ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি;-

[১৫২] "জতুমুষ্টি ব্যবহার করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

[১৫৩] 'জতুমুষ্টি' বলতে বৃক্ষের শক্ত লাভাময়, কাষ্ঠময়, ময়দাময় অথবা মৃত্তিকাময় পিণ্ড, যাহা সম্প্রহর্ষ তথা কামসুখ উৎপত্তিতে মূত্রদ্বারে ন্যূনতম শাপলাপত্র পরিমাণ প্রবেশ করালেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[১৫৪] অনাপত্তি ঃ- ব্যাধির কারণে, উন্মত্ত অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে এমন অপরাধ ক্ষমা যোগ্য হয়।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৫। পঞ্চম শিক্ষাপদ

[১৫৫] সে সময়ে বুদ্ধ শাক্যরাজ্যে কপিলাবস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। তখন মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক বায়ুর নিম্নপ্রবাহের দিকে বসলেন। ভগবান তাঁকে সরায়ে ভিক্ষুণীদের দ্বারা ধোবন করালেন। অতঃপর মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে ধর্মকথায় সন্তোষিত, সমাদৃত, সমুত্তেজিত, সম্প্রহর্ষিত করলেন। গৌতমী ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে বিদায় নিলে, ভগবান এই সূত্রে, ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে ধর্মকথার পর বললেন-

"হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদেরকে উদক-শুদ্ধি করতে হবে।"

সে সময়ে জনৈকা ভিক্ষুণী স্মরণ করলেন যে, ভগবান উদক শুদ্ধির নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তিনি এত বিশেষভাবে উদক-শুদ্ধি করলেন যে মূত্রদ্বারে বমন হলো। সেই ভিক্ষুণী অন্যান্যদের তা জানালেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ইহা কেমন কথা! কেন সেই ভিক্ষুণী অতিবেশী উদক-শুদ্ধি করতে গেল?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে তা জানালেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করলে, ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভিক্ষুগণ! ইহা খুবই অশোভন। কেন ভিক্ষুণীরা এভাবে উদক-শুদ্ধি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করবে? তাদের এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি;-

[১৫৬] **"ভিক্ষুণীদের উদক-শুদ্ধি করাকালে আঙ্গুলের দুইপর্ব পরিমাণ প্রবেশ করাতে পারবে। এই পরিমাণ অতিক্রমে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[১৫৭] 'উদক-শুদ্ধি' বলতে মূত্রদ্বারে ধোবন বুঝায়। 'আদিয মানাযতি' বলতে ধোবনকালে। 'দ্বঙ্গুল পব্ব পরমং আদাতব্বন্তি' বলতে অঙ্গুলি সমূহের দুইপর্ব পরিমাণ গ্রহণ করা। তা অতিক্রমে কামসুখ উৎপত্তি করে বিধায় তৎ অতিরিক্ত কেশাগ্র পরিমাণ অতিক্রমেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[১৫৮] দ্বি-আঙ্গুল-পর্বের অতিরিক্ত ধারণায়, প্রবেশ করানোয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দুই আঙ্গুল-পর্বের অতিরিক্ত, ইহা ভুলে গিয়ে গ্রহণেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দুই আঙ্গুল-পর্বের অতিরিক্ত কিন্তু অতিরিক্ত নহে ধারণায় গ্রহণ করলেও পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। দুই আঙ্গুল-পর্বের কম, কিন্তু অতিরিক্ত ধারণায় গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। দুই আঙ্গুল পর্বের ধারণায় গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। দুই আঙ্গুল পর্বের কম, কিন্তু তা ভুলে গিয়ে গ্রহণ করলেও দুক্কট আপত্তি হয়। দুই আঙ্গুল পর্বের কমকে কম বলে ধারণায়, গ্রহণে কোন অপরাধ নেই।

[১৫৯] অনাপত্তি ঃ- দুই আঙ্গুল পর্ব পরিমাণ প্রবেশ করানোয়, কম প্রবেশ করানোয়, ব্যাধির কারণে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে এমন দোষে কোন অপরাধ নেই।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৬। ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

[১৬০] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন আরোহন্তা নামক মহা অমাত্য ভিক্ষুদের নিকটে এবং তাঁর স্ত্রী ভিক্ষুণীদের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তখন সেই ভিক্ষু ভিক্ষুণীটির নিকটে ভোজন করতেন। ভোজনরত ভিক্ষুকে ভিক্ষুণীটি পানীয় পরিবেশন করতেন এবং পাখা করতে করতে, গৃহীকালের কথা বলে বলে উপহাস করতেন। এতে ভিক্ষুটি ভিক্ষুণীকে এই ব্যবহার হতে বিরত করার জন্য বলতেন, বোন এরূপ আচরণ করো না। হ্যাঁ! এখন ইহা শোভন নহে। এমন বলাতে ভিক্ষুণীটি ক্ষিপ্ত হয়ে বলতেন পূর্বে তুমি আমাকে এমন এমন করছে, কিন্তু এখন সহ্য হচ্ছে না? এই বলে পান-পাত্র হতে জল মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে, ব্যঞ্জনী দ্বারা ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে প্রহার করলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ ঘটনা জেনে এই বলে আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, এ কেমন কথা! কি করে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুকে প্রহার করতে পারে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে বিষয়টি জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায় আচরণ। হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এরূপ আচরণে কিছুতেই অশ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না; অশ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির কারণও হবে না। বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[১৬১] **"যে ভিক্ষুণী, ভোজনরত ভিক্ষুকে জল অথবা পাখা দ্বারা সেবা করবে, বা হস্তপাশে গিয়ে দাঁড়াবে সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় আপত্তি হবে।"**

[১৬২] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'ভিক্খুস্সাতি' বলতে উপসম্পদা প্রাপ্ত। 'ভুঞ্জত্সসাতি' বলতে পঞ্চ ভোজনের মধ্যে যে কোন ভোজ্য বস্তু ভোজন কালে। 'পানীয়ং' বলতে যত পান যোগ্য দ্রব্য। 'বিধুপনং' বলতে সকল প্রকার ব্যজনী 'উপতিট্ঠেয্যাতি' বলতে হস্তপাশে দাঁড়ালে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[১৬৩] উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় পানীয় ব্যজনী নিয়ে তাঁর হস্তপাশে উপস্থিত হলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। উপসম্পন্ন কি-না, তা না জেনেও পানীয় বা ব্যজনী নিয়ে হস্তপাশে উপস্থিতহ হলে পচিত্তিয় আপত্তি হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন সংজ্ঞায়, পানীয় বা ব্যজনী নিয়ে হস্তপাশে দাঁড়ালে ও পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন সংজ্ঞায় পানীয় বা ব্যজনী নিয়ে হস্ত পাশে দাঁড়ালে পাচিত্তিয় হয়। হস্তপাশের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে দুক্কট আপত্তি হয়। খাদ্য খাইতেছে এমন অবস্থায় হস্তপাশে দাঁড়ালে, দুক্কট আপত্তি। অনুপসম্পন্ননের নিকট দাঁড়ালে দুক্কট। অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন সংজ্ঞায় দাঁড়ালে দুক্কট আপত্তি। 'অনুপসম্পন্ন' এটি ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন সংজ্ঞায় দুক্কট আপত্তি হয়।

[১৬৪] **অনাপত্তি ঃ-** দিলে, দেওয়াইলে, অনুপসম্পন্নদের দ্বারা আনালে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উন্মত্ত অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে এমন দোষ ক্ষমা যোগ্য হয়।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৭। সপ্তম শিক্ষাপদ

[১৬৫] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা শস্য মৌসুমে কাঁচাধান্য চেয়ে নিয়ে, নগরের দিকে যাওয়ার সময়ে দ্বার-পথে দুই আর্য্যা ভাগ করতে বাধা দিয়ে কেড়ে নিলেন। আবাসে উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুণীরা ঘটনাটি অন্যদের জানালে, অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে জানালে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এই আচরণ কিছুতেই অশ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা উৎপত্তি, অথবা শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু অশ্রদ্ধাবানের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোন কোন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধার পরিহানী ঘটাবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে র্ভৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন, তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা সম্ভ্রান্ততা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এ কারণেই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করিছ-

[১৬৬] **"যেই ভিক্ষুণী কাঁচাধান্য যাচঞা করে বা অন্যকে দিয়ে যাচঞা করায়ে ভাজে বা ভাজায়; খোলস নিজে ছড়ায় বা অন্যকে দিয়ে ছড়ায়; নিজে রান্না করে বা অন্যকে দিয়ে রান্না করায় বা ভোজন করে, সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় হয়।"**

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[১৬৭] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'আমতধঞ্ঞ' বলতে শালী, বৃহী, যব, গোধূম, কাঁকন, বরক, কুদ্রসক ইত্যাদি বুঝায়। 'বিঞ্ঞাপেত্বা' বলতে নিজে যাচঞা করে। 'বিঞ্ঞাপাপেত্বা' বলতে অন্যকে দিয়ে পাক করানো। 'ভোজন করাবো'-এই ইচ্ছায় গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি, এবং প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[১৬৮] **অনাপত্তি ঃ-** দিলে, দেওয়াইলে, অনুপসম্পন্নদের জন্যে আনালে, উন্মত্ত অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে এমন দোষে কোন অপরাধ নেই।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৮। অষ্টম শিক্ষাপদ

[১৬৯] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক ব্রাহ্মণ রাজভৃত্যের পদ লাভ করে তৎ অর্জিত পারিশ্রমিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে মস্তক ধৌত করে ভিক্ষুণীদের আবাস হতে রাজবাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন। এক ভিক্ষুণী কটাহে মলত্যাগ করে আবর্জনা স্তুপে ফেলার সময়ে সেই ব্রহ্মাণের মাথায় গিয়ে পড়লো। এতে সেই ব্রাহ্মণ নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এই মুণ্ডা বহুগামী, নিকৃষ্টা, অশ্রামণী। না হয় কি করে সে আমার মাথায় বিষ্টা নিক্ষেপ করবে? এদের আবাস জ্বালিয়ে দেবো-এই বলে মশাল জ্বালিয়ে ভিক্ষুণী আবাসে প্রবেশ করছিলেন। এক উপাসক আবাস হতে বের হতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গিয়ে, এই ব্রাহ্মণকে মশাল হতে আবাসে প্রবেশ করতে দেখে, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহাশয়! কি হেতু মশাল নিয়ে আপনি আবাসে প্রবেশ করছেন? এই নিকৃষ্টা মুণ্ডারা মলভাণ্ড আমার মাথায় নিক্ষেপ করেছে, আমি তাদের আবাস জ্বালিয়ে দেবো। মহাশয়! এই সহস্র মুদ্রা লাভ করে, আপনার পারিশ্রমিক আদায়ে গমন করা মঙ্গল। তখন সেই ব্রাহ্মণ মস্তক ধোবন করে রাজকুলে গমনপূর্বক তার পারিশ্রমিক সহস্র লাভ করলেন। সেই উপাসক ভিক্ষুণী নিবাসে প্রবেশপূর্বক ভিক্ষুণীদের এ ঘটনা জানায়ে, খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।

যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ ঘটনায় আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ কেমন কথা! ভিক্ষুণীরা কি করে মল আবর্জনাকে নিক্ষেপ করছে? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের তা জানালেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলে, ভগবান বললেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। হে ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের এই আচরণ খুবই অশোভন। ভিক্ষুগণ! তাদের এই আচরণ কিছুতেই অশ্রদ্ধাবানদের শ্রদ্ধা উৎপত্তি বা শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। বরঞ্চ তা অশ্রদ্ধাবানের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোন কোন শ্রদ্ধাবানের মনে বিরুপভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে র্ভৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা সম্ভ্রান্ততা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের এই আচরণে, এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[১৭০] **"যেই ভিক্ষুণী মল বা প্রস্রাব অথবা আবর্জনা বা উচ্ছিষ্ট খাদ্য, আর্বজনা স্তুপে বা প্রাচীর সংলগ্নে নিক্ষেপ করবে বা নিক্ষেপ করাবে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[১৭১] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'উচ্চারো'-মল, 'পস্সাবো' মূত্র, 'সঙ্কারো' বলতে আবর্জনা, 'বিঘাসং' খাদ্য, অস্থি, বা উচ্ছিষ্ট জলকে বুঝায়। 'কুড্ঢো' হলো ত্রিবিধ আবর্জনা, স্তুপ, যথা- ইষ্টক, শীলা, কাষ্ঠ। 'পকারো' তিন প্রকার প্রাচীর যথা- ইষ্টক-প্রাচীর, শীলা-প্রাচীর, কাষ্টপ্রাচীর। 'তিরোকুড্ঢেয়্যাতি' বলতে আবর্জনা স্তুপের পারে, প্রাচীরের কিনারায়। 'ছড্ঢেয়্যাতি' নিজে নিক্ষেপ করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। 'ছড্ঢেপেয়্যাতি' অন্য দ্বারা নিক্ষেপ করালেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[১৭২] **অনাপত্তি ঃ-** অবলোকনপূর্বক নিক্ষেপ করলে, ঝুলায়ে নিচে ফেললে, উন্মাদ অবস্থায় ফেললে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে এমন দোষের কোন অপরাধ নেই।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

---ঃ০ঃ---

৯। নবম শিক্ষাপদ

[১৭৩] সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ব্রাহ্মণ ভিক্ষুণীদের সেবার জন্যে একটি ভূট্টা-ক্ষেত্র করেছিলেন। ভিক্ষুণীরা পায়খানা, প্রস্রাব, আবর্জনা, উচ্ছিষ্টগুলো সেই ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করতো। এতে ব্রাহ্মণ নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কোন ধরণের ভিক্ষুণী? কেন তারা আমাদের যবক্ষেত্রে মল-মূত্র, ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করে দূষিত করছে?

ভিক্ষুণীরা ব্রাহ্মণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা শুনলেন। যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও একইভাবে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুণীরা সজীব উদ্ভিদের উপর মল, মূত্র এবং ময়লা আবর্জনা ছড়াচ্ছে? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে তা জানালেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলে, ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়, হে ভিক্ষুগণ! এ কেমন কথা? কি করে ভিক্ষুণীরা সজীব উদ্ভিদের উপর মল-মূত্র, ময়লা, আবর্জনা নিক্ষেপ করতে পারে? হে ভিক্ষুগণ! তাদের এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু তার বিপরীত ভাবই সৃষ্টি করবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে র্ভৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। হে ভিক্ষুগণ! তাই আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[১৭৪] **"যেই ভিক্ষুণী সজীব উদ্ভিদের উপর মল-মূত্র, ময়লা আবর্জনা ত্যাগ করবে, অথবা ত্যাগ করাবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

[১৭৫] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'উচ্চারো' হলো মল বা বিষ্ঠা, 'পস্সাবো' হলো প্রস্রাব, 'সঙ্কারং' হলো আবর্জনা, 'বিঘাসং' হলো চর্বিত মাসংখণ্ড, অস্থিখণ্ড, এটো ইত্যাদি মিশ্রিত জল। 'হরিত' বলতে প্রথম ফসল এবং পরবীর্ত ফসল, যা লোকে উপভোগ বা পরিভোগার্থে রোপন করে। 'ছড্ঢেয়্যাতি' বলতে নিজে ছড়ান বা নিক্ষেপ করলে পাচিত্তিয় হয়। 'ছড্ঢপেয়্যাতি' বলতে অন্যের দ্বারা ছড়াতে বাধ্য হলে দুক্কট আপত্তি হয়। নিজে এনে বহুজন দ্বারা ছড়ালে পাচিত্তিয় হয়।

[১৭৬] সজীব উদ্ভিদকে সজীব সংজ্ঞায় ছড়ালে, বা অন্যকে দিয়ে ছড়ালে, পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। 'ইহা সজীব' একথা ভুলে গিয়ে ছড়ালে বা অন্যকে দিয়ে ছড়ালে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। সজীবকে সজীব নয় মনে করে নিজে ছড়ালে, বা অন্যকে দিয়ে ছড়ালে পাচিত্তিয় হয়। 'সজীব নয়' এমনকে সজীব সংজ্ঞায় দুক্কট আপত্তি হয়। 'সজীব' একথা ভুলে গিয়ে ছড়ালে দুক্কট আপত্তি হয়।

[১৭৭] **অনাপত্তি ঃ-** দেখে-শুনে ছড়ালে, ক্ষেতের সীমানায় ছড়ালে, ক্ষেত্র অধিকারীর সম্মতিতে দেখে-শুনে ছড়ালে, উন্মাদ অবস্থায় ছড়ালে, এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে এ জাতীয় অপরাধ ক্ষমা যোগ্য হয়।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

---ঃ০ঃ---

১০। দশম শিক্ষাপদ

[১৭৮] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহের বেণুবনস্থ কলকন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন রাজৃগহে পর্বত চূড়ায় উৎসব হচ্ছিল। ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সেই উৎসব দর্শনে আগমন করলেন। ইহা দেখে মানুষ এই বলে নিন্দা আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে, এরা কেমন ভিক্ষুণী? কেন এভাবে নৃত্য-গীত-বাদ্য দর্শনে যাচ্ছে? মনে হচ্ছে যেন কামভোগী গৃহিণী। জনগণের এই নিন্দাবাক্য ভিক্ষুণীরা শুনলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন ষড়বর্গীয়ারা কেমন ভিক্ষুণী? কেন তারা নৃত্য-গীত, বাদ্য-বাজনা দেখতে যাবে? ভিক্ষুণীরা একথা ভিক্ষুদের জানালে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। তখন ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। বরঞ্চ তার বিপরীত হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে র্ভৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা সম্ভ্রান্ততা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[১৭৯] **"যেই ভিক্ষণী নৃত্য-গীত, বাদ্য-বাজনা দেখতে যাবে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[১৮০] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'নচ্চং' বলতে যতপ্রকার নৃত্য। 'গীতং' বলতে যত প্রকার গীত। 'বাদিতং' বলতে যত প্রকার বাদ্য বাজনা।

[১৮১] এসব দর্শনে গমনকালে দুক্কট আপত্তি হয়। যেখানে দাঁড়ালে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দর্শন ও শ্রবণ হয়; তথায় উপস্থিত হওয়ামাত্রই পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দর্শনের সীমানা ত্যাগ করে পুনঃপুন দর্শন ও শ্রবণ করলেও পুনঃ পুনঃ পাচিত্তিয় হয়। দর্শনার্থে একাকী গমনকালে দুক্কট আপত্তি হয়। সেই স্থান ত্যাগ করে দর্শন শ্রবণ করলেও পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[১৮২] অনাপত্তি ঃ- ভিক্ষুণী নিবাসে অবস্থান থেকে দেখা বা শুনায়; কোন ভিক্ষুণী দাঁড়ান বা উপবেশন অবকাশে আগমন করতে গিয়ে পথিমধ্যে নৃত্য-গীত, বাদ্য-বাজনা দর্শন, শ্রবণ করা হলে; স্মৃতি অনুশীলন করাকালে দর্শন, শ্রবণ হলে, আপদকালে, উন্মত্ত অবস্থায় এবং আদিকর্মির আপত্তি হয় না।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[লসুন বর্গ প্রথম সমাপ্ত]

---ঃ০ঃ---

২। অন্ধকার বর্গ

১। প্রথম শিক্ষাপদ

[১৮৩] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভদ্রাকপিলানীর অন্তেবাসী ভিক্ষুণীর জ্ঞাতি-পুরুষ কোন কার্য উপলক্ষে শ্রাবস্তীতে আগমন করেছিলেন। ভিক্ষুণী সেই পুরুষের সাথে প্রদীপহীন রাতের অন্ধকারে একাকী অতি নিকটবর্ত্তী হয়ে আলাপ করছিলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা ইহা দেখে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, এ কেমন ভিক্ষুণী? কেন সে রাতের অন্ধকারে একাকী প্রদীপহীন অবস্থায় পুরুষের সাথে এভাবে আলাপ করছে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের তা জানালে তারা ভগবানের নিকট এ বিষয় নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা নিতান্ত অশোভন, হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এরূপ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। বরঞ্চ তার বিপরীত হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে র্ভৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[১৮৪] **"যেই ভিক্ষুণী রাতের অন্ধকারে প্রদীপহীন অবস্থায় কোন পুরুষের নিকটে একাকী গিয়ে দাঁড়াবে অথবা আলাপ করবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[১৮৫] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'রত্তন্ধকারেতি' বলতে সূর্যাস্তের পর। 'অপ্পদীপে' বলতে আলোক বিহীন অবস্থায়। 'পুরিসো' বলতে মনুষ্য জাতীয় পুরুষ; যক্ষ, প্রেত বা পশু-পক্ষী জাতীয় পুরুষ নহে; যাদের সাথে বোধগম্য তার বলে নিকটবর্তী হয়ে একত্রে আলাপ করা যায়। 'একেনকাতি' বলতে পুরুষ হউক বা ভিক্ষুণী হউক দুজনের যে কোন জন অগ্রবর্তী হয়ে পরস্পর হাতের পাশে গেলে ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হবে। 'সল্লপেয়্য' বলতে পুরুষের হস্ত পাশে স্থিত হয়ে আলাপে পাচিত্তিয় হবে। হস্তপাশের বাইরে থেকে দাঁড়ালে অথবা আলাপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করলে দুক্কট আপত্তি হয়। যক্ষ প্রেত, নপুংসক বা তির্য্যগ জাতীয়, কিন্তু মনুষ্য সংজ্ঞায় না হলে নিকটে যাওয়া বা আলাপে দুক্কট আপত্তি হয়।

[১৮৬] **অনাপত্তি ঃ-** সেই ভিক্ষুণী চেতনায় দুই পর্য্যায়ের হলে, অর্থাৎ অরহত বা অন্যতর অনাগামী পর্য্যায়ভূক্ত হয়ে পুরুষের হস্ত পাশে দাঁড়ালে বা আলাপ করলে কোন অপরাধ হবে না। উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোন অপরাধ নেই।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

---ঃ০ঃ---

২। দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

[১৮৭] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভদ্রাকপিলানীর অন্তেবাসী ভিক্ষুণীর জ্ঞাতী পুরুষ, কোন কার্য্য উপলক্ষে শ্রাবস্তীতে এসেছিলেন। ভগবান প্রদীপহীন রাতের অন্ধকারে কোন পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়ানো ও আলাপে বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন, এই ভেবে সেই পুরুষের সাথে আচ্ছন্ন স্থানে একাকী নিকটবর্তী হয়ে আলাপ করছিলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা ইহা দেখে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ কেমন ভিক্ষুণী? কেন সে আচ্ছাদিত স্থানে পুরুষের সাথে একাকী এতকাছে গিয়ে আলাপ করছে? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে বিষয়টি জানালে ভিক্ষুরা তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা কররেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী আচ্ছন্ন-অন্তরালে পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়াচ্ছে আর আলাপ করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায় অশোভন। হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এরূপ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[১৮৮] **"যেই ভিক্ষুণী আচ্ছাদিত স্থানে পুরুষের সাথে একাকী অবস্থান করবে বা আলাপ করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[১৮৯] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'পটিচ্ছন্নে' বলতে 'কুড্ড' তথা ডাল-পালার আচ্ছাদন, কবাট দরজার পাল্লা, কিলঙ্গ তথা পর্দা, সানিপাকারেণ তথা মোটা কাপড়ের দেয়াল, বৃক্ষ, স্তম্ভ বা প্রকোষ্ট যে কোন প্রকার ঘেরা বা আচ্ছাদন বুঝায়। 'পুরিস' বলতে মনুষ্য জাতীয় পুরুষ যে জন বিজ্ঞতা বলে কথা বলতে উপস্থিত হতে সক্ষম; কিন্তু কোন যক্ষ, প্রেত বা তির্য্যগ জাতীয় পুরুষ নহে। 'একেনকাতি' পুরুষ বা ভিক্ষুণী যে কোন একজন। 'সন্তিট্ঠেয্য বা তি' বলতে পুরুষের হাতের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে বা আলাপ করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে। হস্তপাশের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে বা আলাপ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। যক্ষ, প্রেত, পণ্ডক তথা অতিদুর্বল কৃশকায় ব্যক্তি বা মনুস্সগ্গিহ তথা মানুষের অংশবিশেষ আকৃতি বিশিষ্ট পশুজাতীয়ের নিকটে গিয়ে দাঁড়ালে বা আলাপ করলে দুক্কট আপত্তি হয়।

[১৯০] **অনাপত্তি ঃ-** যিনি বিজ্ঞতা বলে দুইয়ের এক, অরহত্ব বা অনাগামীতা স্তরে পৌঁছেছেন তেমন ভিক্ষুণী পুরুষের হস্তপাশে গিয়ে দাঁড়ালে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বা কথা বললে, উন্মদ অবস্থায় হলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

---ঃ০ঃ---

৩। তৃতীয় শিক্ষাপদ

[১৯১] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভদ্রাকপিলানীর অন্তেবাসী ভিক্ষুণীর এক জ্ঞাতী পুরুষ, কোন কার্য্য উপলক্ষে শ্রাবস্তীতে এসেছিলেন। সেই ভিক্ষুণী ভাবলেন, ভগবান আচ্ছাদিত স্থানে পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়াতে বা আলাপ করতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। তাই তিনি উন্মুক্ত আকাশ তলে দাঁড়ায়ে জ্ঞাতী পুরুষের সাথে একাকী আলাপ করছিলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছুক তারা ইহা দেখে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ইহা কেমন কথা? কি করে ভিক্ষুণী উন্মুক্ত স্থানে একাকী পুরুষের সাথে কথা বলতে পারে?

ভিক্ষুণীরা তা ভিক্ষুদেরকে জানালে, ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। তখন ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী পুরুষের সাথে একাকী উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়ায়ে আলাপ করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[১৯২] **"যেই ভিক্ষুণী উন্মুক্ত স্থানে কোন পুরুষের নিকটে একাকী গিয়ে দাঁড়াবে অথবা আলাপ করবে, সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[১৯৩] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অজ্ঝোকাসে' বৃক্ষ, স্তম্ভ, প্রকোষ্ট যে কোন আচ্ছাদনই হউক না কেন এ সকল ব্যতীত খোলা আকাশ তলে। 'পুরিস' বলতে মুনষ্য জাতীয় পুরুষ, কোন যক্ষ, প্রেত, বা তির্য্যগ জাতীয় নহে, যারা বিজ্ঞতা বলে কাছে গিয়ে দাঁড়ান বা আলাপে সক্ষম হবে। 'সদ্ধিন্তি' বলতে একসাথে। 'একেনেকাতি' পুরুষ হউক বা ভিক্ষুণী হউক, সন্তিট্ঠেয়্যাতি' পুরুষের হস্তপাশে গিয়ে দাঁড়ালে পাচিত্তিয় হবে। 'সল্লপেয়্য বা তি' বলতে পুরুষের হস্তপাশে গিয়ে আলাপ করলে পাচিত্তিয় হয়। হস্তপাশের বাইরে থেকে দাঁড়ানোয় এবং আলাপে দুক্কট আপত্তি হয়। যক্ষ, প্রেত, পণ্ডক, তীর্য্যগ এবং অর্ধাঙ্গ মানুষের সাথে দাঁড়ানো এবং আলাপে দুক্কট হয়।

[১৯৪] অনাপত্তি ঃ- বিজ্ঞতায় দুয়ের অন্যতর, অরহত বা অনাগামী পুদ্গল দাঁড়ালে বা আলাপ করলে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে দোষণীয় বলে গণ্য নহে।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

---ঃ০ঃ---

৪। চতুর্থ শিক্ষাপদ

[১৯৫] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী রাস্তার পাশে ব্যূহ-চক্রের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মধ্যস্থলে অতি আগ্রহের সাথে ফিস্‌ফিসিয়ে একাকী এক পুরুষের সাথে কথা বলছিলেন। দ্বিতীয় এক ভিক্ষুণী তাদেরকে মন্দকাজে প্ররোচিত করতে লাগলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ইহা কেমন কথা, আর্য্যা স্থূলানন্দা কেন পথপাশে যানবাহন রথব্যূহের অভ্যন্তরে একাকী পুরুষের সাথে গভীর আগ্রহে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলেছেন; আর দ্বিতীয় ভিক্ষুণী তাতে কেন প্ররোচিত করেছে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের তা জানালে, ভিক্ষুরা বিষয়টি ভগবানের কাছে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অশোভন আচরণ। হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[১৯৬] **"যেই ভিক্ষুণী পথপাশে রথের ব্যূহের বা মধ্যস্থলে কোন পুরুষের সাথে একাকী গভীর আগ্রহে দাঁড়াবে, ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলবে; তার পাচিত্তিয় হবে। আর তাতে দ্বিতীয় প্ররোচনাদানকারী ভিক্ষুণীর 'দুক্কট' আপত্তি হবে।"**

[১৯৭] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'রথিয়া' বলতে রথ চলাচল রাস্তা। 'ব্যূহ' বলতে যে স্থানে একটি মাত্র পথে আগমন নির্গমন করতে হয়। 'সিংঘাটকো' বলতে চারপাশে চতুভূর্জাকারে ঘেরামুক্ত স্থান। 'পুরিসো' অর্থে মনুষ্য জাতীয় পুরুষ; কিন্তু যক্ষ, প্রেত, তির্য্যগ ইত্যাদি জাতীয়, যাদের বিজ্ঞতা বলে পাশে গিয়ে দাঁড়ানো বা আলাপে অক্ষম তাদের বুঝাবে। 'সদ্ধিন্তি' বলতে একসাথে। 'একেনেকাতি' বলতে পুরুষ হউক, ভিক্ষুণী হউক যে কোন জন। 'সন্তিট্‌ঠিয়্যো' অর্থে পুরুষের হস্তপাশে দাঁড়ালে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে। 'সল্লপেয়্যা বা তি' বলতে পুরুষের হস্তপাশে গিয়ে আলাপ করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে। 'নিকণ্ণিকং বা জাপ্পেয়্যাতি' পুরুষের কানের নিকটে গিয়ে বলতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। 'দুতিয়িকং বা ভিক্‌খুনিং উয়্যোজিয়্যাতি' বলতে অনাচারে ইচ্ছুক দ্বিতীয়া কোন ভিক্ষুণী এ বিষয়ে প্ররোচিত করলে তার দুক্কট আপরাধ হবে। দেখা বা শুনা আওতার মধ্যে থাকলে দুক্কট আপত্তি হবে। আওতা অতিক্রম করলে পাচিত্তিয় হবে। হস্তপাশ ত্যাগ করে দাঁড়ালে বা আলাপ করলে দুক্কট আপত্তি হবে। যক্ষ, প্রেত পণ্ডক, তির্য্যগ বা মনুষ্য আকৃতির (অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক পশু) সাথে দাঁড়ালে বা আলাপ করলে দুক্কট আপত্তি হবে।

[১৯৮] **অনাপত্তি ঃ-** যদি বিজ্ঞতার বলে অরহত অথবা অনাগামীতা লাভীর দাঁড়ানোয় এবং আলাপে, অনাচারের ইচ্ছায় না হলে, স্মৃতি করণীয় প্রদত্ত দ্বিতীয়া ভিক্ষুণী প্ররোচিত করলে, উন্মাদ গ্রস্ত হলে, আদিকর্মিক হলে এমন দোষ ক্ষমা যোগ্য বলে বিবেচ্য।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

---ঃ০ঃ---

৫। পঞ্চম শিক্ষাপদ

[১৯৯] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণী এক গৃহীকুলের নির্দিষ্ট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দান গ্রহীতা এবং নিত্য অন্ন-ব্যঞ্জন গ্রহণকারিনী ছিলেন। একদিন তিনি পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান ও পাত্র গ্রহণ করে সেই গৃহীকুলে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আসনে উপবেশন করতঃ গৃহ স্বামীকে না বলে চলে গেলেন। সেই গৃহীকুলের দাসী গৃহ সমার্জ্জন করতে গিয়ে সেই আসনখানি ভাজনাদির অভ্যন্তরে রেখে দিয়েছিল। লোকেরা আসনটি দেখতে না পেয়ে ভিক্ষুণীটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আর্য্যা! আসনটি কোথায়? উপাসকগণ! আমিও তো আসনটি দেখছি না। না আর্য্যা, আসনটি দিয়ে দেন; এই বলে গাল-মন্দপূর্বক প্রতিদিনের অন্নদান বন্ধ করে দিল। সেই লোকেরা ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে একদিন ভাজনের ভেতরে আসনটি দেখতে পেল। তখন তারা অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে সেই ভিক্ষুণীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক নিত্য পিণ্ডদান প্রথা আবার চালু করলেন।

সেই ভিক্ষুণী তখন অন্যান্য ভিক্ষুণীদেরকে বিষয়টি অবগত করালেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন সেই ভিক্ষুণী পূর্বাহ্নে পিণ্ডদাতাকুলে উপস্থিত হয়ে আসনে গিয়ে বসলো, অথচ গৃহস্বামীকে না বলে চলে আসলো? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে ইহা জানালে ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। তখন ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী পূর্বাহ্নে পিণ্ডদাতাকুলে উপস্থিত হয়ে, আসনে বসে, গৃহকর্তাকে না বলে প্রস্থান করেছে? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্যি।

ভিক্ষুগণ! ইহা খুবই অন্যায়। ভিক্ষুণীদের প্ররূপ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২০০] **"যেই ভিক্ষুণী পূর্বাহ্নে পিণ্ডদাতাকুলে উপস্থিত হয়ে আসনে বসে, গৃহকর্তাকে না বলে প্রস্থান করবে, সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।**

[২০১] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'পুরেভত্তং' বলতে সূর্যোদয় থেকে যাবৎ মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত। 'কুলং' বলতে চারিটি কুল, যথা- ক্ষত্রিয়কুল, ব্রাহ্মণকুল, বণিককুল এবং শুদ্র বা সেবাদান কুল। 'উপসঙ্কমিত্বা' অর্থে তথায় গমন করে। 'আসনং' বলতে পালঙ্কের স্থানে। 'নিসীদিত্বা' বলতে তথায় উপবেশন কর। 'সামিকে অনাপুচ্ছা পক্কমিয়্যাতি' বলতে যেইজন সেই কুলের প্রধানত্ব প্রাপ্ত, তাকে না বলে গৃহছাউনি অতিক্রম করা মাত্রই পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

[২০২] বিনা জিজ্ঞাসাতে না বলা চেতনায় প্রস্থান দ্বারা পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। 'বলা হয়নি' একথা ভুলেগিয়ে প্রস্থান দ্বারাও পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। 'বলা হয়নি' এটা জেনেও প্রস্থান দ্বারা পাচিত্তিয় হয়। পাল্লঙ্কের স্থানে না গিয়ে প্রস্থান দ্বারা দুক্কট আপত্তি হয়। 'বলা হয়েছে' অথচ 'বলা হয়নি' চেতনায় দুক্কট আপত্তি হয়। 'বলা হয়েছে' এটা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। 'বলা হয়েছে' বলে জেনে প্রস্থান করাতে কোন অপরাধ নেই।

[২০৩] **অনাপত্তি ঃ-** বলে প্রস্থান করলে, সরাতে অক্ষম হলে, রোগে, বিপদে, উন্মুত্ত অবস্থায় এবং আদিকর্মিক হলে এ অপরাধ ক্ষমা যোগ্য হয়।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬। ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

[২০৪] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা বৈকালিক ভৈষজ্যদাতা গৃহে উপস্থিত হয়ে গৃহকর্তাকে জিজ্ঞাসা না করে পাল্লঙ্কের উপরে বসে পড়লেন এবং শুয়ে পড়লেন। মানুষেরা লজ্জা-গৌরব বশতঃ স্থূলানন্দার এই আচরণে সম্মুখে কিছু না বললেও তারা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে, আর্য্যা স্থূলানন্দার ইহা কেমন আচরণ? কেন তিনি বিকালে ভৈষজ্যদাতার গৃহে গিয়ে গৃহকর্তাকে জিজ্ঞাসা না করেই পাল্লঙ্কে বসেন, আর শয়ন করেন? ভিক্ষুণীরা সে সকল মানুষের নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের বিষয় শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের তা জানালে ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য।

ভগবান ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার এই আচরণে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ! ইহা কেমন কথা? কেন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা বিকালে ভৈষজ্য দাতাকুলে গিয়ে গৃহকর্তা অনুমতি ব্যতীত পাল্লঙ্কে বসে ও শুয়ে পড়ে?

হে ভিক্ষুগণ! তার এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[২০৫] **"যেই ভিক্ষুণী বৈকালিক ভৈষজ্য দাতাদের গৃহে উপস্থিত হয়ে গৃহকর্তার বিনানুমতিতে পাল্লঙ্কের উপর বসবে অথবা শয়ন করবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[২০৬] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'পচ্ছাভত্তং' বলতে মধ্যাহ্ন অতিক্রান্তে সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত 'কুলং' বলতে চারিকুল, যথা- ক্ষত্রিয়কুল, ব্রাহ্মণকুল, বৈশ্যকুল এবং শুদ্রকুল। 'উপসঙ্কমিত্বা' বলতে তথায় গমনপূর্বক। 'সামিকে অনাপুচ্ছা' বলতে সেই পরিবারের লোকেরা যাকে প্রধান্য দেয় তাকে জিজ্ঞাসা না করে। 'আসনং' বলতে পাল্লঙ্কের খালি স্থানে। 'অভিনিসীদেয়্যাতি' বলতে তথায় উপবেশনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'অভিনিপজ্জেয়্যা'তি বলতে তথায় শুয়ে পড়ায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[২০৭] অজিজ্ঞাসায় 'অজিজ্ঞাসা' ধারণায় আসনে বসলে বা শয়ন করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অজিজ্ঞাসায় ভুলে গিয়ে আসনে বসলে বা শয়ন করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অজিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসিত ধারণায় আসনে বসলে বা উপবেশন করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। পাল্লঙ্কের খালি স্থান ব্যতীত হলে দুক্কট অপরাধ হয়। জিজ্ঞাসিত অথচ অজিজ্ঞাসিত ধারণায় হলে দুক্কট অপরাধ হয়। জিজ্ঞাসায় কিন্তু তা ভুলে গিয়ে বসলে দুক্কট অপরাধ হয়। অনুমোদিতকে 'অনুমোদিত' চেতনায় বসলে বা শয়ন করলে কোন অপরাধ নেই।

[২০৮] **অনাপত্তি ঃ-** অনুমোদিত আসনের উপর বসলে বা উপরে শয়ন করলে বা সকলের বসার জন্যে নিদিষ্টকৃত আসনে হলে, রোগের কারণে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিপদকালে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে ইহা ক্ষমা যোগ্য হয়।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

---ঃ০ঃ---

৭। সপ্তম শিক্ষাপদ

[২০৯] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণী কোশল জনপদের শ্রাবস্তীতে গমনরত অবস্থায় সন্ধ্যায় একগ্রামে প্রবশে করে এক ব্রাহ্মণগৃহে উপস্থিত হয়ে আশ্রয় চাইলেন। ব্রাহ্মণী ভিক্ষুণীকে বললেন, আর্য্যা! ব্রাহ্মণ না আসা পর্যন্ত আসুন, এবং অবস্থান করুন। ভিক্ষুণী ব্রাহ্মণ না আসা পর্যন্ত একপাশে বিছানা বিছায়ে প্রথমে বসলেন, অতঃপর শুয়ে পড়লেন। এক সময়ে সেই ব্রাহ্মণ রাতে আগমন করে ব্রাহ্মণীকে এভাবে বললেন, এটি কে? আর্য্যা! ভিক্ষুণী। বের করো এই মণ্ডাকে; অসতীকে, নিকৃষ্টাকে বের করে দাও।" এই বলে বের করায়ে দিলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুণী শ্রাবস্তীতে গমন করে ভিক্ষুণীদেরকে ঘটনা জানালেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা ইহা শুনে তারাও নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন এই বলে; "কেন এই ভিক্ষুণী বিকালে গৃহীর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে গৃহকর্তার বিনানুমতিতে শয্যা বিছায়ে বা অন্যের দ্বারা বিছায়ে উপবেশন করলো, শয়ন করলো?"

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের তা জানালে, ভিক্ষুরা ভগবানের নিকট এ বিষয় অভিযোগ করলেন। ভগবান বললেন ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন। হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এরূপ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২১০] **"যেই ভিক্ষুণী বিকালে গৃহী বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে গ্রহকর্তার অনুমতি ব্যততী শয্যা বিছাবে বা অন্যের দ্বারা বিছাবে এবং তাতে বসবে বা শয়ন করবে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[২১১ 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'বিকালো' বলতে সূর্যের অস্তগমন হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত। 'কুলং' বলতে চারি কুল যথা- ক্ষত্রিয়কুল, ব্রাহ্মণকুল, বৈশ্যকুল এবং শুদ্রকুল। 'উপসঙ্কমিত্বা' বলতে তথায় গমন করে। 'সামিকে অনাপুচ্ছাতি' বলতে যেই ব্যক্তি বাড়ীর মনুষ্যদের দ্বারা কর্তৃত্ব প্রাপ্ত তার অনুমতি ব্যতীত। 'সেয়ং' বলতে সর্বনিম্ন পাতা বিছায়ে। 'সন্থরিত্বাতি' বলতে নিজে বিছানো। সন্থরাপেত্বা'তি' বলতে অন্যের দ্বারা বিছানো। 'অভিনিসীদেয়্যাতি' বলতে তার উপরে উপবেশনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'অভিনিপ্পজ্জেয়্যাতি' বলতে তার উপরে শয়ন করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[২১২] অননুমতিতে অনুমতি প্রাপ্ত ধারণায় শয্যা নিজে বিছায়ে বা অন্য দ্বারা বিছায়ে তার উপরে বসলে বা শয়ন করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনুমতি নিল কিনা তা ভুলে গিয়ে শয্যা নিজে বিছায়ে বা অন্য দ্বারা বিছায়ে তার উপর বসলে বা শয়ন করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনুমতি না নিয়েও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুমতি নিয়েছে ধারণায় বিছানা নিজে বা অন্যের দ্বারা করায়ে তার উপর বসলে বা উপবেশন করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনুমোদিতকে অননুমোদিত ধারণায় হলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুমতি পেয়েও তা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুমোদিতকে অনুমোদিত ধারণায় কোন অপরাধ হয় না।

[২১৩] অনাপত্তি ঃ- অনুমতিতে শয্যা নিজে পাতলে বা অন্যের দ্বারা পাতায়ে, তার উপর বসলে বা শয়ন করলে, রোগের কারণে, বিপদে পড়ে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে; কোন অপরাধ হয় না।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৮। অষ্টম শিক্ষাপদ

[২১৪] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভদ্রাকপিলানীর এক অন্তেবাসী ভিক্ষুণী, ভদ্রাকপিলানীকে আন্তরিক সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ভদ্রাকপিলানী ভিক্ষুণীদেরকে এরূপ বললেন,- "আমার এই আর্য্যা ভিক্ষুণী, আমাকে আন্তরিক সেবা করছে। আমি তাকে এই চীবর দান করবো। ইহা শুনে সেই ভিক্ষুণী পরবর্তীতে অন্যায়ভাবে গ্রহণ, অন্যায়ভাবে ধারণ করে সেবা যত্ন করতে লাগলেন। তার ইচ্ছা, আর্য্যা আমাকে জানুক যে, আমি অমনযোগের সাথে সেবা করছি। আর্য্যা কেন আমাকে চীবরখানা দেখালেন না? তার এই আচরণ দেখে যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "এ কেমন আচরণ এই ভিক্ষুণীর? কেন সে এমন অন্যায়ভাবে গ্রহণ, অন্যায়ভাবে ধারণ ও অপমাণিত করছে?" ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভগবান অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২১৫] **"যেই ভিক্ষুণী প্রদুষ্ট চিত্তে কোন বিষয় ধারণ, প্রদুষ্ট চিত্তে কোন বিষয় গ্রহণ করবে, অধিকন্তু অপমানিত করবে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[২১৬] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'দুগ্গহিতেন' বলতে বিপরীতভাবে গ্রহণ। 'দূপধারিতেনাতি' বলতে বিপরীতভাবে ধারণ। 'পরন্তি' অধিকন্তু উপসম্পন্নকে অপমানিত করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[২১৭] উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন বলে ধারণায় অপমান করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। উপসম্পন্ন বলে ভুলে গিয়ে অপমানিত করলেও পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় অপমান করলেও পাচিত্তিয় হয়। অনুপসম্পন্নকে অপমান করলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় অপমান করলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নকে ভুলে অপমান দ্বারাও দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আপত্তি হয়।

[২১৮] **অনাপত্তি ঃ-** উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে কোন অপরাধ হয় না।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৯। নবম শিক্ষাপদ

[২১৯] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা নিজেদের দ্রব্য দেখতে না পেয়ে চণ্ডকালী ভিক্ষুণীকে বললেন, হে আর্য্যা! আমাদের দ্রব্যগুলো দেখেছেন কি? চণ্ডকালী ভিক্ষুণী এতে ক্ষোভ, আন্দোলন ও নিন্দা করে বলতে লাগলেন, "আমি নাকি চৌরি, আমার নাকি লজ্জা নেই। আর্য্যাগণ, নিজেদের দ্রব্য দেখতে না পেয়ে আমাকে বলতেছে, আমি তাদের দ্রব্যগুলো দেখেছি কি-না। আর্য্যাগণ! আপনাদের দ্রব্যগুলো যদি আমি গ্রহণ করে থাকি, তাহলে আমি অশ্রামণী হই; আমার ব্রহ্মচর্য্য হতে চ্যুত হই; আমি নিরয়ে উৎপন্ন হই। আমাকে বিনাদোষে দোষী যারা করবে, তারাও অশ্রামণী হউক; ব্রহ্মচর্য্য হতে চ্যুত হউক; নিরয়ে উৎপন্ন হউক।

যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা চণ্ডকালী ভিক্ষুণীর এ সকল পরুষ, আক্রোশ-বাক্যের নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্য্যা চণ্ডকালীর এ কেমন আচরণ? কেন তিনি নিজেকেও পরকে ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে এভাবে অভিশাপ দিচ্ছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২২০] **"যেই ভিক্ষুণী নিজেকে বা পরকে নিরয় ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অভিশপ্ত করবে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[২১৪] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যদৃশ। 'ভিক্খুনীতি' বলতে পূর্বে উল্লেখিত দশপ্রকার ভিক্ষুণী। প্রথমে নিজেকে এবং পরে অন্য কোন উপসম্পন্নকে নিরয় বা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অভিশাপ দিলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[২২২] উপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় নিরয় বা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অভিশাপ দিলে পাচিত্তিয় হয়। 'উপসম্পন্না' বলে ভুলে গিয়ে নিরয় বা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অভিশাপ দিলে পাচিত্তিয় হয়। উপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় নিরয় বা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অভিশাপ দিলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তির্য্যগ জাতীয় নামে, পরলোকগতের নামে বা মানুষের দুর্ভাগের নামে অভিশাপ দিলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নকে অভিশাপ দিলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

[২২৩] **অনাপত্তি ঃ-** শিক্ষাপদ তথা অর্থকে সম্মান করে, ধর্মকে গৌরব করে, অনুশাসনকে গৌরব করে অভিশাপে দোষ নেই, এবং উন্মত্ত অবস্থায় ও আদিকর্মিকের অভিশাপে দোষ হয় না।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

১০। দশম শিক্ষাপদ

[২২৪] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন চণ্ডকালী ভিক্ষুণী, ভিক্ষুণীদের সাথে ঝগড়া করে নিজের মরণ কামনা করে করে রোদন করছিলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্য্যা চণ্ডকালীর এ কেমন আচরণ? কেন তিনি নিজেকে হত করে করে রোদন করবেন?

ভিক্ষুণীরা এ বিষয়ে ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২২৫] **"যেই ভিক্ষুণী নিজের মরণ কামনা করে করে রোদন করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[২২৬] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যদৃশ। 'ভিক্খুনীতি' বলতে পূর্বে উল্লেখিত দশপ্রকার ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। নিজের মৃত্যু নিজে কামনা করে করে রোদন করাতে পাচিত্তিয় হয়। রোদন করে কিন্তু নিজের মৃত্যু কামনা না করলে দুক্কট হয়।

[২২৭] **অনাপত্তি ঃ-** জ্ঞাতির দুর্ভাগ্যে, ভোগ-সম্পত্তির দুর্ভাগ্যে, রোগ জনিত দুর্ভাগ্যে বা আহত হয়ে রোদনে, উন্মাদ অবস্থায় রোদনে, এবং আদিকর্মিকের অপরাধ হয় না।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[অন্ধকারবর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। নগ্ন বর্গ

১। প্রথম শিক্ষাপদ

[২২৮] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণীরা অচিরাবতী নদীতে বেশ্যাদের সাথে একই স্নানঘাটে নগ্ন হয়ে স্নান করছিলেন। বেশ্যারা সেই ভিক্ষুণীদের উপহাস করে বলতে লাগলো, আর্য্যে! কি দরকার এমন যৌবন কালে এই ব্রহ্মচর্য্য আচরণের? এখন কাম ভোগ উচিত নহে কি? যখন বৃদ্ধ হবেন, তখন না হয় ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করবেন? এভাবে আপনাদের উভয় অর্থ সাধিত হবে। ভিক্ষুণীরা বেশ্যাদের এ সকল পরিহাসে নীরব রইলেন। তারা ভিক্ষুণীদের আবাসে গিয়ে অন্য ভিক্ষুণীদের এ সকল কথা জানালেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের এ বিষয়ে অভিযোগ করলে তারা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য।

ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ খুবই অশভোনীয়। ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২২৯] **"যদি কোন ভিক্ষুণী নগ্ন হয়ে স্নান করবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

[২৩০] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'নগ্গানহায়েয্যাতি' বলতে বস্ত্রহীনা বা উত্তমভাবে অনাচ্ছাদিত হয়ে স্নানের প্রস্তুতিতে দুক্কট। স্নান সমাপনান্তে পাচিত্তিয় হয়।

[২৩১] **অনাপত্তি ঃ-** চীবর ছিন্ন হলে বা নষ্ট হলে, বিপদে পড়ে, উন্মত্ত অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের অপরাধ নেই।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

২। দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

[২৩২] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করেছিলেন। সে সময়ে ভগবান ভিক্ষুণীদের স্নানবস্ত্রের অনুমোদন দিয়েছিলেন। ভগবান স্নানবস্ত্রের অনুমোদন দিয়েছেন, এই বলে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা পরিমাপের বাইরে স্নানবস্ত্র ধারণ করে সামনে পেছনে টেনে টেনে বিচরণ করতে লাগলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছুক তারা ইহা দেখে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা পরিমাপের বাইরে স্নানবস্ত্র ধারণ করছেন?

ভিক্ষুণীরা এ বিষয়ে ভিক্ষুদের নিকটে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়ারা পরিমাপের বাইরে স্নান বস্ত্র ধারণ করছে? হ্যাঁ ভগবান। তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২৩৩] "স্নান-বস্ত্র করতে ইচ্ছুক ভিক্ষুণীকে তা প্রমাণ মতো করতে হবে। এই পরিমাপ হবে দৈর্ঘ্যে সুগত বিঘতে চারি বিঘত এবং প্রস্থ দুই বিগত। এই পরিমাপ অতিক্রমে ছেদন যোগ্য পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

[২৩৪] "উদক-সাটিকা" বলতে স্নানের জন্যে ব্যবহার্য্য বস্ত্র। 'কারয়মানায়াতি' বলতে নিজে তৈরী করলে বা অন্যের দ্বারা করালে তা প্রমাণ মতো করতে হবে। সেই প্রমাণ হবে দৈর্ঘ্য সুগত বিঘতে চারি বিঘত, প্রস্থে দুই বিঘত। তা অতিক্রমপূর্বক করলে বা করালে প্রয়োগে প্রয়োগে দুক্কট অপরাধ হবে। বস্ত্রটি লাভ করার পর ছিন্ন করে, পাচিত্তিয় অপরাধের দেশনা করতে হবে।

[২৩৫] নিজের জন্যে সমাপ্ত করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিজের জন্য অর্ধ সমাপ্ত করে, পরের জন্যে সমাপ্ত করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। পরের জন্যে অর্ধ সমাপ্ত করে পরের জন্যে সমাপ্ত করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অন্য উদ্দেশ্যে করলে বা করালে দুক্কট অপরাধ হয়।

[২৩৬] **অনাপত্তি ঃ-** প্রমাণ মতো করলে, প্রমাণের চেয়ে কম করলে, অন্যের দ্বারা করা হলে, প্রমাণ অতিক্রম যদি পর্দার জন্যে, দেয়ালের জন্যে, গোল বালিশের জন্যে, চৌকোণা বালিশের জন্যে করা হয়, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে অপরাধ হয় না।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। তৃতীয় শিক্ষাপদ

[২৩৭] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণী মূল্যবান বস্ত্রের কারণে চীবর তৈরীতে দুক্কট অপরাধ হলো। অপরাধ মুক্তির জন্যে ভিক্ষুণী ভাবলেন, চীবরের সেলাই খুলে ফেললে আর্য্যা স্থুলানন্দা কি তা সেলাই করতে পারবেন? হ্যাঁ আর্য্যা! আমি সেলাই করে দেবো। এরূপ বললে সেই ভিক্ষুণী নিজে সেলাই খুলে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে চীবর সেলাই করতে বস্ত্রখানা দিলেন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী বহুবার সেলাই করে দেবো বললেও সেলাই করলেন না, এমনকি তজ্জন্যে উৎসাহও দেখালেন না। তখন সেই ভিক্ষুণী, অন্য ভিক্ষুণীদেরকে তা জানালেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তাঁরা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন "আর্য্যা স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন তিনি ভিক্ষুণীর চীবর খুলে ফেলে সেলাই করে দেবেন বলেও সেলাই করছেন না, অথবা সেলাই এর জন্যে উৎসাহও দেখাচ্ছেন না?"

ভিক্ষুণীরা এ বিষয়ে ভিক্ষুদেরকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা এক ভিক্ষুণীর চীবরের সেলাই খুলে ফেলে তা সেলাইও করেনি; এমনকি সেলাই এর জন্যে উদ্যোগও নেয়নি? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[২৩৮] **"যেই ভিক্ষুণী অন্যের চীবর নিজে সেলাই খুলে বা অন্যকে দিয়ে খোলায়ে, পরে বিঘ্ন সৃষ্টিকারিনী হয়ে নিজেও সেলাই করে দেয় না, বা অন্যকে দিয়ে সেলাই করিয়ে দিতে উদ্যোগীও হয় না, সে ভিক্ষুণীকে চার-পাঁচবার বলার পর তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[২৩৯] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'ভিক্খুনীয়াতি' বলতে অন্যান্য ভিক্ষুণীর চীবরের যে কোনটি। 'বিসিব্বেত্বাতি' বলতে নিজে সেলাই খুলে ফেলা। 'বিসিব্বত্বাতি' বলতে অন্যকে দিয়ে সেলাই খুলে ফেলা।

'সা পচ্ছা অন্তরায়িকিনীতি' বলতে বিঘ্ন সৃষ্টিতে অংশগ্রহণকারিনী হয়ে। 'নেব সিব্বেয়্যাতি' বলতে নিজে সেলাই না করে। 'ন সিব্বাপনায উস্সুক্কং করেয়্যাতি'- সেলাই করতে অন্যকেও নিয়োজিত না করে। 'অহ্ঞত্র চতুহ, পঞ্চাহাতি' বলতে চার-পাঁচবার বলার পরও রেখে দেয়া, উদ্দেশ্য নিজেও সেলাই করবো না, অন্যকে দিয়েও সেলাই করাবো না-এই চেতনায় করা মাত্রই পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[২৪০] উপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না সংজ্ঞায় চীবরকে খুলে ফেলে বা খোলায়ে সে যদি পরবর্তীতে অন্তরায়কারিনী হয়ে নিজেও সেলাই করে দেয় না, বা অন্যকে দিয়েও সেলাই করায়ে দিতে উৎসাহ দেখায় না; তখন চার-পাঁচবার প্রচেষ্টার পর অন্তরায়কারিনীর পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। তিনি উপসম্পন্না এটা ভুলে গিয়ে চীবরের সেলাই খুলে ফেলে বা ফেলায়ে; পরে অন্তরায়কারিনী হয়ে নিজেও সেলাই করে দেয় না, অন্যের দ্বারা সেলাই করাতে উৎসুক্য প্রকাশ করে না। এমন অন্তরায়কারিনীকে চার-পাঁচবার বলার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অন্যের ব্যবহার্য্য বস্ত্রের সেলাই খুলে বা সেলাই খোলায়ে, সে যদি পরে অন্তরায়কারিনী হয়ে নিজেও সেলাই করে না, অন্যকেও সেলাই করতে উৎসাহিত করে না; তেমন অবস্থায় চার-পাঁচবার বলার পর তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নের চীবর বা অন্যের ব্যবহার্য্য বস্ত্রের সেলাই নিজে খুলে বা অপরকে দিয়ে খোলায়; সে পরে অন্তরায়কারিনী হয়ে নিজেও সেলাই করে না, অন্যের দ্বারা সেলাই করাতে উৎসাহও দেখায় না। তেমন অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্ন এটা জেনেও পরে ভুলে গেলে দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

[২৪১] **অনাপত্তি ঃ-** স্মৃতি অন্তরায়ে, অনুসন্ধান করেও পাওয়া না গেলে, চার-পাঁচবার বলার পরেও যদি করে দেয়, তাতে অপরাধ হয় না। রোগের কারণ, বিপদের কারণে, উন্মত্ত অবস্থায়, এবং আদিকর্মিক হলে অপরাধ নেই।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ]

----ঃ০ঃ----

৪। চতুর্থ শিক্ষাপদ

[২৪২] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুণীদের হাতে সংঘাটি চীবর নিক্ষেপ করে শুধুমাত্র অন্তর্বাস ও বহির্বাস পরিধান করে জনপদ বিচরণে চলে যাচ্ছিলেন। ভিক্ষুণীরা তা রোদে শুকাতে দিতেন। ভিক্ষুণীরা বাইরে থেকে এসে সেই ভিক্ষুণীদেরকে বললেন, 'আর্য্যে! কি হেতু চীবরগুলো নষ্ট হলো? এতে রক্ষাকারী ভিক্ষুণীরা অন্যান্য ভিক্ষুণীদের তা জানালেন। যে সকল ভিক্ষুণীরা অল্পেচ্ছুক তারা এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুণীদের হাতে সংঘাটি চীবর নিক্ষেপ করে শুধুমাত্র অন্তর্বাস ও বহির্বাস পরিধান করে জনপদ বিচরণে প্রস্থান করছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে তা জানালে ভিক্ষুরা ভগবানকে ইহা নিবেদন করলেন। ভগবান তখন জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুণীদের হাতে সংঘাটি চীবর নিক্ষেপ করে শুধুমাত্র অন্তর্বাস ও বহির্বাস পরিধান করেই জনপদ বিচরণে চলে যাচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২৪৩] **"যেই ভিক্ষুণী সংঘাটি-চীবর পাঁচদিনের অতিরিক্ত হস্ত পাশের বাইরে রাখবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[২৪৪] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'পঞ্চাহিকং' অর্থে সংঘাটি-চীবরকে পাঁচদিনের অতিরিক্ত বাইরে রাখা; যা পঞ্চম দিবস অতিক্রমে পাচিত্তিয় অপরাধ যুক্ত হয়।

[২৪৫] পাঁচদিনের অতিক্রমে অতিক্রান্ত ধারণায় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। পাঁচদিনের অতিক্রান্তে, অতিক্রম হয়নি ধারণায় পাচিত্তিয় হয়। পাঁচদিন অনতিক্রান্তে অতিক্রম হয়েছে ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। পাঁচদিন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনতিক্রান্তে অনতিক্রান্ত ধারণায় কোন দোষ নেই।

[২৪৬] **অনাপত্তি ঃ-** পঞ্চম দিবসে চীবরগুলো পরিধান, পারুপন করলে অথবা রোগীর জন্যে রোদে তপ্ত করতে দিলে কোন দোষ হয় না। বিপদে পড়ে, উন্মত্ত অবস্থায় এবং আদিকর্মীর ক্ষেত্রে দোষ নেই।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৫। পঞ্চম শিক্ষাপদ

[২৪৭] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণী পিণ্ডচারণ সমাপ্ত করে ভেজা চীবর শুকাতে দিয়ে বিহারে প্রবেশ করলেন। অন্য এক ভিক্ষুণী সেই চীবর পরিধান করে গ্রামে পিণ্ডচারণে প্রবেশ করলেন। যার চীবর, সেই ভিক্ষুণী বিহার হতে বের হয়ে ভিক্ষুণীদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর্য্যাগণ! আমার চীবরখানা দেখেছেন কি?" ভিক্ষুণীরা বিষয়টি তাকে জানালেন। তখন ভিক্ষুণীটি নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন,- এ কেমন ভিক্ষুণী? কেন আমাকে না বলে চীবর পরিধান করলো?

অতঃপর সে অন্যান্য ভিক্ষুণীদেরকে অভিযোগ করলে, যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছুক তারাও এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে সেই অভিযোগ উত্থাপন করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, "ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, এক ভিক্ষুণী, অন্য ভিক্ষুণীর চীবর জিজ্ঞাসা না করেই পরিধান করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভিক্ষুগণ! ইহা কেমন আচরণ? কেন এক ভিক্ষুণী অন্য ভিক্ষুণীর চীবর বিনা অনুমতিতে পরিধান করবে? ভিক্ষুণীদের এ আচরণে কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২৪৮] **"যেই ভিক্ষুণী অন্যের পঞ্চচীবরের যে কোনটি বিনানুমতিতে ধারণ করবে তার পাচিত্তিয় অপরধা হবে।"**

[২৪৯] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'চীবর সঙ্কমনীয়ং' বলতে কোন উপসম্পন্নার পঞ্চবিধ চীবরের অন্যতর চীবর তার বিনানুমতিতে পরিধান বা পারুপন করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[২৫০] উপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় বিনানুমতিতে পঞ্চচীবরের যে কোনটি ধারণে পাচিত্তিয় হয়। উপসম্পন্না একথা ভুলে গিয়ে পঞ্চচীবরের যে কোনটি বিনানুমতিতে ধারণে পাচিত্তিয় হয়। উপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় পঞ্চচীবরের যে কোনটি বিনানুমতিতে পাচিত্তিয় হয়। অনুপসম্পন্নার পঞ্চচীবরের যে কোনটি ধারণে দুক্কট আপত্তি হয়। 'অনুপসম্পন্না' একথা ভুলে গিয়ে ধারণে দুক্কট আপত্তি হয়। 'অনুপসম্পন্নাকে' অনুপসম্পন্না ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

[২৫১] **অনাপত্তি ঃ-** সে নিজে দিলে, তাকে জিজ্ঞাসা করে পরিধান বা পারুপন করলে, নিজের চীবর চুরি গেলে, বিপদে পড়লে, উন্মাদ অবস্থায় নিলে এবং আদিকর্মিক হলে অপরাধ ক্ষমা যোগ্য হয়।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬। ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

[২৫২] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন নাকি ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার দায়ককুল স্থূলানন্দাকে বললেন, আর্য্যা! আমরা ভিক্ষুণীসংঘকে চীবর দান করবো। তোমাদের অন্য বহু কৃত্য, বহু করণীয় আছে, এখন থাক-এই বলে দান কার্য্যে বাঁধা দিলেন। ইতিমধ্যে সেই দায়ককুলের গৃহ অগ্নিদগ্ধ হলো। তাঁরা তখন এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে, আর্য্যা স্থূলানন্দার ইহা কেমন আচরণ? কেন তিনি আমাদের দান কর্মের অন্তরায় ঘটালেন? এখন আমরা ভোগ-সম্পত্তি হতেও বঞ্চিত হলাম, পুণ্যসম্পদ হতেও বঞ্চিত হলাম।

ভিক্ষুণীরা সেই লোকদের এই নিন্দাবাদ শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছুক তারা এতে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে, কেন আর্য্যা স্থূলানন্দাগণের (সংঘকে ব্যক্তিগতভাবে গনণা করা) চীবর লাভ অন্তরায় করবেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। তখন ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দাগণের চীবর লাভে অন্তরায় করছে? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন সে গণের চীবর লাভে অন্তরায় করছে? হে ভিক্ষুগণ! তার এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২৫৩] **"যেই ভিক্ষুণী গণের চীবর লাভে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, তার পাচিত্তিয় হবে।"**

[২৫৪] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'গণো বলতে ভিক্ষুণীসংঘকে বুঝানো হয়েছে। চীবর বলতে ছয় প্রকার চীবরের অন্যতর চীবর, যাহা বিকপ্পনের জন্যে উপস্থিত করার পরবর্তী অন্তরায় সৃষ্টি করা হউক। এ কথায় যদি বলে- এই চীবর দানও করতে পারি। এভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অন্যান্য দ্রব্যের জন্যে অন্তরায় সৃষ্টি করলে দুক্কট আপত্তি হয়। জনৈকা ভিক্ষুণীদের জন্য বা একজন নির্দিষ্ট ভিক্ষুণীর জন্যে অথবা অনুপসম্পন্নাদের জন্যে চীবর অথবা অন্য কোন দ্রব্যের দানে অন্তরায় সৃষ্টি করলে দুক্কট অপরাধ হয়।

[২৫৫] **অনাপত্তি ঃ-** গুণাগুণ প্রদর্শন করে বিরত করলে, উন্মাদ অবস্থায় করলে এবং আদিকর্মিক হলে এই দোষ ক্ষমা যোগ্য হয়।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৭। সপ্তম শিক্ষাপদ

[২৫৬] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীসংঘের অকালচীবর (কঠিন চীবর লাভীর জন্যে ৬ মাস এবং অলাভীর জন্যে **১১** মাসকাল সময়ে লভ্য চীবর) লাভ হলো। ভিক্ষুণীসংঘ সেই চীবর ভাগ করতে সমবেত হলেন। সে সময়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার অন্তেবাসিনী ভিক্ষুণীরা বিচ্ছিন্না হয়ে গিয়েছিলেন। স্থূলানন্দা সেই ভিক্ষুণীদের লক্ষ্য করে বললেন, আর্য্যাগণ! এই ভিক্ষুণীরা বিচ্ছিন্না প্রস্থানকারিনী; তাদেরকে চীবরের ভাগ দেবেন না। চীবর ভাগে বাধাগ্রস্ত ভিক্ষুণীরা তাদের চীবর ভাগ করতে না পেরে কিছু সংখ্যক চলে গেলেন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর সাথে কিছুসংখ্যক থেকে ভিক্ষুণীদের দ্বারা সেই চীবর বিভাগ করালেন।

যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ ঘটনায় নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্য্যা স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর এ কেমনতরো আচরণ? কেন তিনি ধর্মতঃ চীবর বিভাজনে বাধার সৃষ্টি করবেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এজন্যে অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগন! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ধর্মতঃ চীবর বিভাজনে বাধা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ভিক্ষুগণ! ইহা খুবই অন্যায়। কেন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ধর্মতঃ চীবর বিভাজনে বাধা দিচ্ছে? ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২৫৭] **"যেই ভিক্ষুণী ধর্মতঃ চীবর বিভাজনে বাধা দেবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

[২৫৮] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'ধম্মিকো' বলতে চীবর বিভাজনকালে ভিক্ষুণীসংঘের সকলে একমত হয়ে সমবেত হওতঃ চীবর ভাগ করা। 'পটিবাহেয়্যাতিঃ' হলো; এই ভাবে ভাগ করো, এমন বলাতে বাধা দানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[২৫৯] ধর্মতঃকে ধর্মতঃ সংজ্ঞায় বাধা দানে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ধর্মতঃ কৃত হচ্ছে এটা ভুলে গিয়ে বাধাদানে দুক্কট আপত্তি হয়। ধর্মতঃকে অধর্মতঃ বলে ধারণায় বাধাদানে কোন দোষ নেই। অধর্মতকে ধর্মতঃ ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মতঃকে অধর্মতঃ ধারণায় কোন দোষ নেই।

[২৬০] **অনাপত্তি ঃ-** উপকারীতা প্রদর্শন করে বাধাদানে, উন্মাদ অবস্থায় বাধাদানে এবং আদিকর্মিকের বেলায় কোন দোষ নেই।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৮। অষ্টম শিক্ষাপদ

[২৬১] সে সময়ে ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা যারা নৃত্য করতো, যারা অন্যদের নৃত্য করাতো, যারা সংঘ সংশিণ্টষ্টা হয়ে অভিনয় করতো, কলসীঢোলক নিয়ে আমাদেরকে শ্রামণ্য চীবর দাও এই বলে পরিষদ পরিবৃত হয়ে গুণগান গাইতো, নিজে তাদেরকে চীবর দান করতো। কারণ, তারা এভাবে নিজে নৃত্য করে, অন্যকে দিয়ে নৃত্য করায়ে এবং কলসীঢোলক নিয়ে নৃত্যাভিনয় করে সংঘ সংশিণ্টষ্টা হয়ে ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার এই বলে গুনগাণ গাইতেন যে, আর্য্যা স্থূলানন্দা বহুশ্রুতা, ভাণিকা, বিশারদা, শ্রেষ্ঠ ধর্মকথিকা, দাতা এই আর্য্যা এবং কর্তা এই আর্য্যা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তাঁরা নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন আর্য্যা স্থূলানন্দা গৃহীগণকে শ্রামণের চীবর দিচ্ছেন? তাঁরা এ বিষয় ভিক্ষুদের মাধ্যমে ভগবানকে জানালে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন-

ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী গৃহীদেরকে শ্রমণবস্ত্র দিয়ে থাকে? ভগবান ইহা সত্য। খুবই গর্হিত এ কাজ হে ভিক্ষুগণ! স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী কি করে গৃহীদেরকে শ্রমণবস্ত্র দিতে পারবে? ইহা হে ভিক্ষুগন; কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জ[illegible]য়[illegible]সমূহের দ জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২৬২] **"যদি কোন ভিক্ষুণী গৃহী অথবা পরিব্রাজক অথবা পরিব্রাজিকাকে শ্রমণবস্ত্র দান করে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[২৬৩] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'আগারিকো' বলতে যে গৃহে বাস করে। 'পরিব্বাজিকো' বলতে ভিক্ষু শ্রামণ ব্যতীত যে সকল পরিব্রাজক। 'পরিব্বাজিকো' বলতে ভিক্ষুণী ও শিক্ষাকামী শ্রামণেরী ব্যতীত যে সকল পরিব্রাজিকা। 'সমণচীবরং' বলতে ভিক্ষু-শ্রামণদের কপ্পীয়কৃত তথা ব্যবহারযোগ্য বস্ত্র। এরূপ বস্ত্র দিলে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

[২৬৪] **অনাপত্তি ঃ-** মাতা পিতাকে দিলে, সাময়িকভাবে ব্যবহারার্থে দিলে, উন্মাদগ্রস্ত অবস্থায় দিলে এবং আদিকর্মিক হলে এ জাতীয় অপরাধ ক্ষমা যোগ্য হয়।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৯। নবম শিক্ষাপদ

[২৬৫] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার সেবককুল স্থূলানন্দাকে বললেন, হে আর্য্যা! যদি আমরা সক্ষম হই, তাহলে ভিক্ষুণীসংঘকে চীবর দান করবো। সে সময়ে বর্ষাব্রতপালনকারী ভিক্ষুণীগণ চীবর বন্টন করতে সমবেত হয়েছিলেন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী সেই ভিক্ষুণীগণকে বললেন, আর্য্যাগণ! আপনারা আগমন করুন, ভিক্ষুণীসংঘের জন্যে চীবর উৎপন্ন হয়েছে। ভিক্ষুণীরা স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে বললেন, আর্য্যা সেই দায়ককুলে গিয়ে সে সম্পর্কে অবগত হউন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী যেখানে সেই দায়ককুল তথায় উপস্থিত হয়ে সেই মানুষদেরকে সংঘক্ষেত্রে চীবর দানের জন্যে বললেন। সেবককুল তখন বললেন,- বন্ধুগণ! ভিক্ষুণীসংঘকে চীবর দেয়া এখন সম্ভব নহে। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী, সেই ভিক্ষুণী সংঘকে এ বিষয় জানালেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছুক তারা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে লাগলেন এই বলে,- আর্য্যা স্থূলানন্দা কেমন যে, তিনি দুর্বল (অনির্দ্দিষ্ট) চীবর উৎপত্তিকে, চীবর প্রাপ্তির উপযুক্ত সময় বলে মাত্রাতিরিক্ত ধারণা পোষণ করবেন?

তারা ভিক্ষুগণকে এ ঘটনা জানালে, ভিক্ষুগণ তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্থূলানন্দা দুর্বল (অনির্দ্দিষ্ট) চীবর উৎপত্তিকে চীবর লাভের উপযুক্ত সময় বলে মাত্রাতিরিক্ত ধারণা পোষণ করে? হ্যাঁ প্রভূ! তা সত্য। বুদ্ধ ভগবান খুবই ভর্ৎসনা করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২৬৬] **"যেই ভিক্ষুণী দুর্বলচীবর উৎপত্তিকে, চীবর উৎপত্তির সময় বলে মাত্রাতিরিক্ত ধারণা পোষণ করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[২৬৭] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'দুব্বল চীবরপচ্চসায়' বলতে যদি আমি সক্ষম হই তবেই দেব-এভাবে দানের বাক্য ভিন্ন হওয়া। 'চীবরকাল সময়ো' বলতে কঠিনচীবর লাভ না করলে বর্ষাবাসের পরের মাসে এবং কঠিন চীবর লাভ করলে বর্ষাব্রতের (প্রবারণার) পরবর্তী দিবস অতিক্রমে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। কঠিন চীবর কঠিনোদ্ধার দিবস অতিক্রমে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[২৬৮] দুর্বল-জীর্ণচীবরে, দুর্বলচীবর বলে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও চীবরকাল সময় অতিক্রমে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। দুর্বলচীবর, কিন্তু তা ভুলে গিয়ে চীবর কাল 'সময় অতিক্রমে দুক্কট আপত্তি হয়। দুর্বল চীবরে অদুর্বল চীবর ধারণায় চীবরকাল সময় অতিক্রমে কোন দোষ হয় না। অদুর্বল-চীবর এটি ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অদুর্বল-চীবরকে অদুর্বল ধারণায় কোন দোষ হয় না।

[২৬৯] **অনাপত্তি ঃ-** গুণ প্রদর্শন দ্বারা বিরত রাখলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

১০। দশম শিক্ষাপদ

[২৭০] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক উপাসক সংঘের উদ্দেশ্যে বিহার নির্মাণ করায়েছিলেন। তিনি সেই বিহারদান উৎসব উপলক্ষে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘের উদ্দেশ্যে অকালচীবর দান করতে ইচ্ছুক হলেন। সে সময়ে উভয় সংঘের কঠিন চীবর লাভ হচ্ছিল। এতে সেই উপাসক সংঘের নিকটে উপস্থিত হয়ে কঠিনোদ্ধারের জন্যে প্রার্থনা করলেন। ভগবানকে তা জানানো হলো। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন-

"ভিক্ষুগণ! আমি কঠিনোদ্ধারের অনুজ্ঞা করছি। ভিক্ষুগণ! এভাবেই কঠিনোদ্ধার করা কর্ত্তব্য; দক্ষ ভিক্ষু সংঘকে এভাবে প্রজ্ঞাপিত করবে-

[২৭১] **প্রজ্ঞপ্তি ঃ-** ভন্তে সংঘো! আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন; যদি সংঘ উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন, কঠিনোদ্ধার করতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ- ভন্তে সংঘো! আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন; মাননীয় সংঘ কঠিনোদ্ধার করছেন। যিনি কঠিনোদ্ধার সমর্থন করেন, তিনি নীরব থাকুন; যিনি অসমর্থন করেন, তিনি আপন অভিমত ব্যক্ত করুন।

ধারণা ঃ- মাননীয় সংঘকর্তৃক কঠিন উদ্ধার করা হলো। সংঘ এতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্মত আছেন বলে মৌনতা অবলম্বন করেছেন; আমি এরূপই ধারণা করছি।

[২৭২] অতঃপর সেই উপাসক ভিক্ষুণীসংঘের নিকটে উপস্থিত হয়ে কঠিনোদ্ধার প্রার্থনা করলেন। ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা এই ভেবে ফিরায়ে দিলেন, ভবিষ্যতে এ চীবর আমারই হবে। এতে সেই উপাসক এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন আমাকে কঠিনোদ্ধার করতে দিলেন না?

ভিক্ষুণীরা সেই উপাসকের এই নিন্দাবাদ শুনতে পেলেন। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষণীরাও তখন এই বলে, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে, আর্য্যা স্থূলানন্দার ইহা কেমন আচরণ? কেন তিনি ন্যায়সঙ্গত কঠিনোদ্ধার ফিরায়ে দিলেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে তা জ্ঞাত করালে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ন্যায়সঙ্গত কঠিনোদ্ধারকে ফিরায়ে দিচ্ছে? হ্যাঁ, ভগবান তা সত্য। না ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২৭৩] **"যেই ভিক্ষুণী ন্যায়সঙ্গত কঠিনোদ্ধারকে ফিরায়ে দেবে তার পাচিত্তিয় আপত্তি হবে।"**

[২৭৪] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'ধম্মিকো' বলতে কঠিনোদ্ধারকালে সমগ্র ভিক্ষণীসংঘ সমবেত হয়ে উদ্ধার করা। 'পটিবাহেয়্যাতি' বলতে এই কঠিন উদ্ধার কাজে বিনয়-কর্ম সম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা করা। এভাবে বাধা প্রদানে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[২৭৫] ধর্মতঃকে অধর্মতঃ বলে জেনেও বাঁধা প্রদানে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ধর্মতঃকে ভুলে গিয়ে বাঁধা প্রদানে দুক্কট আপত্তি হয়। ধর্মতঃকে অধর্মতঃ মনে করে বাঁধাদানে অনাপত্তি। অধর্মতঃকে ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মতঃকে অধর্মতঃ ধারণায় কোন আপত্তি নেই।

[২৭৬] **অনাপত্তি ঃ-** গুণ দর্শন করায়ে বাধাদানে, উন্মাদ অবস্থায়, এবং আদিকর্মিকের অপরাধ ক্ষমা যোগ্য হয়।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[নাগবর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। তুবট্ট বর্গ

১। প্রথম শিক্ষাপদ

[২৭৭] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা এক মঞ্চ দুইজনে ভাগ করে ব্যবহার করছিলেন। জনগণ বিহার দর্শনে বিচরণের সময়ে এসব দেখে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা দুইজনে একই মঞ্চ ব্যবহার করছেন? যেন কামভোগী গৃহী। ভিক্ষুণীরা সেই জনগণের এই নিন্দাবাদ শুনতে পেলেন। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুণীরা ইহা শুনে, নিন্দা, আন্দোলন এং ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ ভিক্ষুণীরা কেমন যে, দুইজন একই মঞ্চ ব্যবহার করছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে তা জানালে, ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা দুইজন এক মঞ্চ ব্যবহার করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অশোভন। ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ, দু'জন একই মঞ্চ ব্যবহার করবে? ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২৭৮] **"যেই ভিক্ষুণী দু'জন একই মঞ্চ ব্যবহার করবে তাদের পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[২৭৯] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'দ্বে এক মঞ্চে তুবট্টেয্যন্তি' বলতে একজন শায়িত থাকা অবস্থায়, অপরজন শয়ন করে। ইহাতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। উভয়ে একই সময়ে শয়নেও পাচিত্তিয় হয়। উঠে গিয়ে পুনঃ পুনঃ শয়নে পুনঃ পুনঃ পাচিত্তিয় হয়।

[২৮০] **অনাপত্তি ঃ-** একজন শায়িত অবস্থায় অপরজন বসে থাকলে, উভয়ে বসে থাকলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে অপরাধ ক্ষমা যোগ্য হয়।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

২। দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

[২৮১] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা দু'জনে একই কার্পেট ও একই পোষাক ব্যবহার করছিলেন। মানুষেরা বিহার পরিভ্রমণে এসে তা দেখে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, ভিক্ষুণীরা যেন কামভোগী গৃহী। কেন তারা দু'জনে একই আস্তরণ, একই পোষাক ব্যবহার করছেন?

ভিক্ষুণীরা জনগণের এই নিন্দাবাদ শুনলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে তা জানালে, ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ; ভিক্ষুণীরা দু'জনে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একই আস্তরণ ও একই বস্ত্র ব্যবহার করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভগবান বললেন, ইহা খুবই অশোভন। ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২৮২] **"যেই ভিক্ষুণীরা একই আস্তরণ এবং একই বস্ত্র দু'জনে ব্যবহার করবে; তাদের পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[২৮৩] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'দ্বে একত্থরণ পাপুরণ তুবট্টেয়্যন্তি'- বলতে এক অন্যের দিকে কার্পেট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রসারিত করে দিয়ে বিছায়ে অথবা বস্ত্র গায়ে পারুপন করে অংশ ভাগ রূপে ব্যবহার দ্বারা পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[২৮৪] কার্পেটকে এবং বস্ত্রকে একটি বলে ধারণায় অংশ ভাগ করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। 'কার্পেট বা বস্ত্র একটি মাত্র' ইহা ভুলে গিয়েও অংশ ভাগ করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। একটি মাত্র কার্পেট বা বস্ত্রকে বহু কার্পেট বা বস্ত্র বলে ধারণায় অংশ ভাগ করলেও পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। একটি মাত্র কার্পেট এবং বহু বস্ত্রে দুক্কট আপত্তি হয়। বহু কার্পেট কিন্তু একটি মাত্র বস্ত্রে দুক্কট আপত্তি হয়। বহু কার্পেট ও বহুবস্ত্রকে একটি মাত্র কার্পেট বা একটি মাত্র বস্ত্র ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। বহু কার্পেট (আস্তরণ) ও বহু বস্ত্র, ইহা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। বহু কর্পেট ও বস্ত্রে বহু কার্পেট ও বস্ত্র ধারণায় দোষ নেই।

[২৮৫] **অনাপত্তি ঃ-** বস্ত্রসমূহ দান করে শয়ন করলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে দোষণীয় হয় না।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৩। তৃতীয় শিক্ষাপদ

[২৮৬] সে সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ছিলেন বহুশ্রুতা, ভাণিকা, বিশারদা এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মকথিকা। ভদ্রাকপিলানীও ছিলেন বহুশ্রুতা, ভাণিকা, বিশারদা এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মকথিকা। কিন্তু আগন্তুকগণ উচ্চ সম্মানিতা আর্য্যা ভদ্রাকপিলানীকে প্রথমে পুজা বন্দনা করে, পরে ভিক্ষুণী স্থূলানন্দাকে বন্দনা করতেন। ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা এতে ঈর্ষাকাতর হয়ে বলতে লাগলেন, তিনি নাকি অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টা, নির্জনতাপ্রিয়া, অসংশিণ্টষ্টা। কিন্তু এখন দেখছি সচেতন বহুল, বিজ্ঞপ্তি বহুল হয়ে অবস্থানকারী। এই ভদ্রাকপিলানী চংক্রমণে, দাঁড়ানে, উপবেশনে, এমন কি শায়িতা অবস্থায় পর্যন্ত উদ্দেস করেন, উদ্দেস করান, আবৃত্তি করেন।

যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারা ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার এ সকল নিন্দাবাক্য শুনে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্য্যা স্থূলানন্দা এ কেমন আচরণ? কেন তিনি আর্য্যা ভদ্রাকপিলানীর সজ্ঞানে অশান্তি ঘটাচ্ছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জানালে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা সজ্ঞানে ভদ্রাকপিলানীর অশান্তি ঘটাচ্ছে? হ্যাঁ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ; কেন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা সজ্ঞানে ভদ্রাকপিলানীর অশান্তি সৃষ্টি করছে? ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২৮৭] **"যেই□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ভক্ষুণীর অশান্তি সৃষ্টি করবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[২৮৮] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'ভিক্খুনিয়াতি' বলতে অন্য ভিক্ষুণীর। 'সঞ্চিচ্চাতি' বলতে জানে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিশেষভাবে জানে, চিন্তা করে, নিরীক্ষণ করে, অতিক্রম করে। 'অফাসু করেয়্যাতি' বলতে ইহা দ্বারা ইহাকে বিরক্ত করবো এই ভেবে অনুমতি না নিয়েই অগ্রভাগে চংক্রমণ করা, বা দাঁড়ানো, উপবেশন করা বা শয়ন করা; নির্দেশ করা বা নির্দেশ করানো বা আবৃত্তি করা ইত্যাদিতে পাচিত্তিয় হয়।

[২৮৯] উপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় সজ্ঞানে বিরক্ত করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। তিনি উপসম্পন্না একথা ভুলে গিয়ে সজ্ঞানে বিরক্ত করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। উপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় বিরক্ত করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় বিরক্ত করলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় বিরক্ত করলে দুক্কট আপত্তি হয়।

[২৯০] **অনাপত্তি ঃ-** বিরক্তির উৎপাদন ইচ্ছা না থাকলে, জিজ্ঞাসা করে বা অনুমতি নিয়ে অগ্রভাগে চংক্রমণে, দাঁড়ানে, উপবেশনে, শয়নে, নির্দেশ দিলে, নির্দেশ দেয়ালে; আবৃত্তি করলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে এমন অপরাধ ক্ষমা যোগ্য হয়।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৪। চতুর্থ শিক্ষাপদ

[২৯১] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থুলানন্দা ভিক্ষুনী সব্রহ্মচারিণীদের দুঃখগ্রস্ত (রোগের) সময়ে কোন সেবা-যত্ন করতেন না; এমন কি তজ্জন্যে কোন উৎসুক্য প্রকাশ পর্যন্ত করতেন না। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারা এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন; আর্য্যা স্থুলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন তিনি রুগ্নদের কোন সেবা করেন না, এমন কি তজ্জন্যে উৎসাহও দেখান না?

ভিক্ষুণীরা বিষয়টি ভিক্ষুদেরকে জানালে ভিক্ষুরা তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থুলানন্দা রুগ্ন সব্রহ্মচারিনীদের কোন সেবা-যত্ন করে না; এমন কি এজন্যে কোন ইচ্ছাও প্রকাশ করে না? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভগবান ভৎর্সনা করে বললেন, ইহা কেমন আচরণ হে ভিক্ষুগণ!..... এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভৎর্সনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকারে গাম্ভীর্যতা বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। এহেতু ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২৯২] **"যেই ভিক্ষুণী অসুস্থ সব্রহ্মচারিণীকে সেবা করবে না, বা সেবার জন্যে উৎসাহ দেখাবে না; তার পাচিত্তিয় হবে।"**

[২৯৩] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'দুক্খিতা' বলতে অসুস্থা বুঝায়। 'সহজীবিনী' বলতে সহবিহারিনী বুঝায়। 'নেব উপট্ঠেয়্যাতি' বলতে বলতে নিজে সেবা না করা। 'ন উপট্ঠাপনায় উস্সুকং করেয়্যাতি' বলতে অন্যকেও নির্দেশ দিতে উৎসাহ বোধ না করা। 'নেব উপট্ঠে স্সামি, ন উপট্ঠাপনায় উস্সুক্কং করিস্সামি' অর্থাৎ আমি নিজেও সেবা করবো না, অন্যজনকেও সেবার জন্য উৎসাহ দেবো না- এই মনোভাব নিয়ে বিষয়ান্তরে গমণ ক্ষণেই পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অন্তেবাসিনী বা অনুপসম্পন্নের প্রতি সেবা নিজে না করলে, অন্যজনকেও নিদের্শ না দিলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুক্কট আপত্তি হয়।

[২৯৪] **অনাপত্তি-** স্মৃতি-বিভ্রম হেতু, অনুসন্ধান করেও কোন জনকে না পেলে, নিজের অসুস্থতাবশত; বিপদে পড়ে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৫। পঞ্চম শিক্ষাপদ

[২৯৫] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভদ্রাকপিলানী সাকেতে বর্ষাবাস করছিলেন। তিনি কোন এক প্রয়োজনে ভিক্ষুণী স্থুলানন্দার নিকটে বার্তাবাহকের মাধ্যমে বললেন, যদি আর্য্যা স্থুলানন্দা আবাসকক্ষ দেন, তা হলে আমি শ্রাবস্তীতে যেতে পারি। স্থুলানন্দা ভিক্ষুণী বললেন, আসুক, আমি দেবো। অতঃপর ভদ্রাকপিলানী সাকেত হতে শ্রাবস্তীতে আগমন করলেন। সে সময়ে স্থুলানন্দা ভিক্ষুণী ছিলেন বহুশ্রুতা, ভাণিকা, বিশারদা এবং ধর্মদেশনায় ছিলেন শ্রেষ্ঠা। অপরদিকে ভদ্রাকপিলানীও ছিলেন বহুশ্রুতা, ভাণিকা, বিশারদা এবং ধর্ম দেশনায় শ্রেষ্ঠা ও উচ্চতর সম্মানিতা মানুষেরা একারণে প্রথমে আর্য্যা ভদ্রাকপিলানীকে পূজা বন্দনা করে, ভিক্ষুণী স্থুলনন্দাকে পূজা বন্দনায় যেতেন।

স্থুলানন্দা ভিক্ষুণী এতে ঈর্ষাকতর হলেন। ইনি নাকি অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টা, নির্জনতাপ্রিয়া, এবং অসংশিণ্টষ্টা। কিন্তু এখন তো দেখছি তিনি সচেতন-বহুলা, বিজ্ঞপ্তি-বহুলা হয়ে অবস্থান করছেন। এভাবে কুপিতা, অনিষ্টকামী হয়ে, ভদ্রাকপিলানীকে আবাসটি হতে টেনে বের করে দিলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারা এতে নিন্দা আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্য্যা স্থুলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন তিনি আর্য্যা ভদ্রাকপিলানীকে আবাস দিয়ে পুনঃ কুপিতা, অনিষ্ট কামী হয়ে বের করে দেবে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে বিষয়টি জানালেন ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, স্থুলানন্দা ভিক্ষুণী ভদ্রাকপিলানীকে বাসস্থান দিয়ে কুপিতা ও অনিষ্টকামী হয়ে কক্ষ থেকে বের করে দিয়েছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী স্থুলানন্দার ইহা কেমন আচরণ? এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু, হে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! ইহা অপ্রসন্নদের অসন্তোষ বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির সহায়ক হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। ভিক্ষুগণ! একারণে আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই-শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[২৯৬] **"যেই ভিক্ষুণী কোন ভিক্ষুণীকে বাসস্থান দিয়ে পরে কুপিতা, অনিষ্টকামী হয়ে নিজে বের করে দেবে, অথবা অন্যকে দিয়ে বের করায়ে দেবে, সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[২৯৭] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'উপস্সযো' বলতে দরজাযুক্ত কক্ষ। 'দত্বাতি' বলতে নিজে দিয়ে। 'কুপিতা-অনত্তমনাতি' বলতে ক্রুদ্ধ ও লোভ-দ্বেষ মোহের বশীভুত (খীলজাতা) হয়ে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'নিক্কড্ডেয়্যাতি' অর্থে উদরে ধরে পেছনের দিকে বের করে দিলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। পেছনের দিক ধরে সম্মুখের দিকে বের করে দিলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। একবার মাত্র প্রয়োগ দ্বারা একাধিক দ্বার অতিক্রম করলে পাচিত্তিয় হয়। 'নিক্কড্ঢয়্যোতি' বলতে অন্যের দ্বারা বের করতে উদ্যোগী হলে দুক্কট আপত্তি হয়। স্বয়ং নিজে এনে একাধিক দ্বার অতিক্রম করালে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[২৯৮] উপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় বাসস্থান দিয়ে কুপিতা, বিরূপমনা হয়ে নিজে বের করে দিলে, বা বের করায়ে দিলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। উপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না কিনা তা ভুলে গিয়ে বাসস্থান দেয়ার পর কুপিতা, বিরূপমনা হয়ে বের করে দিলে, বা বের করায়ে দিলে পচিত্তিয় আপত্তি হয়। উপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় বাসস্থান দিয়ে কুপিতা, বিরূপমনা হয়ে বের করে দিলে, বা বের করায়ে দিলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। উপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় বাসস্থান দিয়ে কুপিতা, বিরূপমনা হয়ে বের করে দিলে, বা বের করায়ে দিলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। তাহার দ্রব্যসামগ্রী বের করে বা করায়ে দিলে দুক্কট আপত্তি হয়। দরজা বিহীন অবস্থায় বের করে দিলে, বা বের করায়ে দিলে দুক্কট আপত্তি হয়। তাহার দ্রব্যসামগ্রী বের করে বা করায়ে দিলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুসম্পন্নাকে কবাটযুক্ত বা কবাট বিহীন আবাস হতে বের করে দিলে বা বের করায়ে দিলে দুক্কট আপত্তি হয়। তাহার দ্রব্যসামগ্রী বের করে দিলে বা বের করায়ে দিলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না কি-না তা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

[২৯৯] **অনাপত্তিঃ-** ধর্ম-বিনয়ের প্রতি গৌরবহীন অলজ্জিনীকে বের করে দিলে বা দেয়ালে, তার দ্রব্য সামগ্রী বের করে দিলে বা দেয়ালে, উন্মাদকে বের করে দিলে বা দেয়ালে, তার দ্রব্য বের করে দিলে বা দেয়ালে, ভেদ সৃষ্টিকারিনীকে বের করে দিলে বা দেয়ালে, কলহকারিনীকে বের করে দিলে বা দেয়ালে তুচ্ছ গল্পকারিনীকে বের করে দিলে বা দেয়ালে, সংঘের নিকটে নিত্য অভিযোগকারিনীকে বের করে দিলে বা দেয়ালে, তাদের সামগ্রীকে বের করে দিলে বা দেয়ালে, অন্তেবাসিনী বা সহবিহারিনী অনুগতা না হওয়াতে বের করে দিলে বা দেয়ালে, তার সামগ্রী বের করে দিলে দেয়ালে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিক হলে এমন কর্ম অপরাধ বলে গণ্য হয় না।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬। ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

[৩০০] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন চণ্ডকালী ভিক্ষুণী গৃহপতি ও গৃহপতি পুত্রদের সাথে সংশিণ্টষ্টা হয়ে অবস্থান করছিলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্য্যা চন্ডকালীর এ কেমন আচরণ? কেন তিনি গৃহপতি ও গৃহপতি পুত্রগণের সাথে এতবেশী সংশিণ্টষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে অভিযোগ করলেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন সত্যি কি ভিক্ষুগণ চণ্ডকালী ভিক্ষুণী গৃহপতি ও গৃহপতিপুত্রগণের সাথে সংশিণ্টষ্টা হয়ে অবস্থান করছে? হ্যাঁ ভগবান,তা সত্য। ভিক্ষুগণ ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩০১] **'যেই ভিক্ষুণী গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্রদের সাথে সংশিণ্টষ্টা হয়ে অবস্থান করবে, সেই ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক এরূপ বলতে হবে-**

হে আর্য্যা! গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রদের সাথে সংশিণ্টষ্টা হয়ে থাকবে না। বিরাগী হউন, নির্জনপ্রিয়া হউন ভগিনী, ইহাই সংঘের উপদেশ।

ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক উক্ত ভিক্ষুণীকে এভাবে তিনবার ব্যক্ত হলে , তা যদি সেই ভিক্ষুণী মান্য করে তো ভালো। অন্যথায়, সেই ভিক্ষুণীকে সমনুভাষণ দানকালেও পূর্ব আচরণ ত্যাগ না করলে তার পাচিত্তিয় আপত্তি হবে।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[৩০২] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'সংসট্ঠা' বলতে অনবিপ্রেত কায়িক ও বাচনিক সর্ম্পক। 'গৃহপতি বলতে যে জন গার্হস্থ্য জীবনে অবস্থান করেন। 'গহপতিপুত্তো বলতে গৃহকর্তার পুত্র, ভ্রাতা ইত্যাদি।

'সা ভিক্খুনীতি' বলতে যে সংশিণ্টষ্টা সেই ভিক্ষুণী। 'ভিক্খুণীতি' বলতে অন্যান্য ভিক্খুনী যারা দেখে, যারা শুনে তারাই বলা কর্ত্তব্য, "না আর্য্যে! এমন সংশিণ্টষ্টা হয়ে গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রদের সাথে অবস্থান করতে নেই। ভগিনী! সংঘ বলছেন, আপনি বিরাগ ও বিবেকপ্রিয়া হউন।"

এভাবে দ্বিতীয়, এবং তৃতীয়বার বলতে হবে। এই সমনুভাষণ যদি তিনি গ্রহণ করেন ভালো। অন্যথায় তার পাচিত্তিয় আপত্তি হবে। ভিক্ষুণীর এমন আচরণ দেখে শুনে ও অন্য ভিক্ষুণীরা যদি এভাবে না বলেন, তাদের দুক্কট আপত্তি হবে। সেই ভিক্ষুণীকে টেনে সংঘের নিকট উপস্থিত করে, এরূপ বলা কর্ত্তব্য;- "আর্য্যে! আপনার উচিত নহে, গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রদের সাথে এমন সংশিণ্টষ্টা হয়ে অবস্থান করা। আপনি বিরাগী, নির্জনতাপ্রিয়া হয়েই অবস্থান করুন;- ইহাই মাননীয় সংঘের উপদেশ। এভাবে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও বলা কর্ত্তব্য। যদি এতে তিনি এ বদ্ অভ্যাস ত্যাগ করেন ভালো যদি ত্যাগ না করেন, তা হলে তার পাচিত্তিয় আপত্তি হবে।

সেই ভিক্ষুণীকে সমনুভাষণ দান কর্ত্তব্য। এভাবেই ভিক্ষুগণ! সেই সমনুভাষণ দিতে হবে-

দক্ষ সামর্থ্যবান ভিক্ষু সংঘের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে, সংঘকে জ্ঞাত করাবে-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[৩০৩] **প্রজ্ঞপ্তি ঃ-** হে আর্য্যগণ! আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই অমুক ভিক্ষুণী গৃহপতি ও গৃহপতি পুত্রদের সাথে সংশিণ্টষ্টা হয়ে অবস্থান করেছেন। তিনি তার বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করছেন না। যদি সংঘ এখন যথার্থ সময় বলে বিবেচনা করেন যে, এই ভিক্ষুণীকে তার বদ্ অভ্যাস পরিত্যাগে সমনুভাষণ দান করা, তা সম্পাদন করা হউক। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ- মাননীয়া আর্য্য সংঘ! আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই অমুক ভিক্ষুণী গৃহপতি ও গৃহপতিপুত্রদের সাথে সংশিণ্টষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন। তিনি তার বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করছেন না। সংঘ এই ভিক্ষুণীকে সমনুভাষণ দিচ্ছেন। যেই আর্য্যাগণ ইহা সমর্থন করেন তারা নীরব থাকুন। যারা অসমর্থন করেন, তারা আপন বক্তব্য বলুন।

(দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার এরূপ বলতে হবে)

ধারণা ঃ- অমুক ভিক্ষুণী তার বদ্ অভ্যাস পরিত্যাগ না করায়, মাননীয়া সংঘকর্তৃক সমনুভাষিতা হলেন। সমগ্র সংঘ এতে সম্মত বলে নীরব আছেন। আমি এরূপই ধারণা করছি।

প্রজ্ঞপ্তির সমাপ্তিতে সেই ভিক্ষুণীর দুক্কট অপরাধ হবে। দুইবার কর্মবাক্যের সমাপ্তিতে দুক্কট হবে। কর্মবাক্যের অবসানে পাচিত্তিয় আপত্তি হবে।

[৩০৪] ন্যায়সঙ্গত বিচারকে, ন্যায়সঙ্গত ধারণায়; মন্দ আচরণ অপরিত্যাগে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ন্যায়সঙ্গত বিচার নির্দেশকে ভুলে গিয়ে, মন্দ অপরিত্যাগে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ন্যায়সঙ্গত বিচার নির্দেশকে ভুলে গিয়ে, মন্দ অপরিত্যাগে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ন্যায়সঙ্গতকে অন্যায়সঙ্গত ধারণায়, মন্দ অপরিত্যাগে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অন্যায়কে ন্যায় সঙ্গত ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অন্যায্যকে ন্যায্য ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অন্যায্য বলে জেনেও তা ভুলে গেলে দুক্কট হয়। অন্যায্যকে অন্যায্য ধারণায় অপরিত্যাগে দুক্কট আপত্তি হয়।

[৩০৫] **অনাপত্তি ঃ-** অসমনুভাষণ হলে, পরিত্যাগ করলে উন্মাদ হলে, আদিকর্মিক হলে অপরাধ ক্ষমা যোগ্য হয়।

[ষষ্ঠ শিক্ষা পদ সমাপ্ত]

৭। সপ্তম শিক্ষাপদ

[৩০৬] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন আন্তঃরাজ্য শস্কা ও ভয়যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষুণীরা শস্ত্র (ছুরিকা) বিহীন অবস্থায় ধর্মপ্রচারে বিচরণ করছিলেন। ধূর্তগণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণীদেরকে দূষিত (বলাৎকার) করছিল। যে সকল ভিক্ষুনী অল্পেচ্ছু তারা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন;- এরা কেমন ভিক্ষুণী? কেন তারা আন্তঃরাজ্য আশঙ্কাসংকুল, ভয় সংকুল হওয়া সত্ত্বেও শস্ত্রবিহীন অবস্থায় ধর্মপ্রচারে বিচরণ করছেন।

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জানতে চাইলেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ! আন্তঃরাষ্ট্র বিপদসঙ্কুল, ভয়সঙ্কুল হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষুণীরা শস্ত্রবিহীন অবস্থায় ধর্মদেশনায় বিরচণ করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩০৭] **"যেই ভিক্ষুণী আন্তঃরাজ্য বিপদ ও ভয়সঙ্কুল হওয়া সত্ত্বেও শস্ত্রবিহীন অবস্থায় ধর্মপ্রচারে বিচরণ করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৩০৮] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়),

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অন্তোরট্ঠে যেই রাজ্যে অবস্থান করে সেই রাজ্যের ভেতর। 'সসঙ্কং' বলতে যেই পথে চোরগণের প্রবেশের সুযোগ দেখা যায়, ভাত-রান্নার সুযোগ দেখা যায়, দাঁড়ানোর সুযোগ দেখা যায়, বসে থাকার সুযোগ দেখা যায়, পড়ে থাকার সুযোগ দেখা যায়। 'সপ্পটিভয়ং' অর্থে যেই পথে চোরগণের দ্বারা হত মানুষ দেখা যায়, লুণ্ঠিতা দেখা যায়, প্রহারে আহত দেখা যায়। 'অসত্থিকা' বলতে শস্ত্র (ছুরিকা) বিহীন হয়ে। 'চারিকং চরেয়্যাতি' বলতে মোরগ ডাকার সময় থেকে গ্রামে ও গ্রামান্তরে পরিভ্রমণে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। উক্ত অরণ্য মধ্যে আগমনকালে প্রতি অর্ধযোজনে পাচিত্তিয় হয়।

[৩০৯] **অনাপত্তি-** ছুরিকা সাথে নিয়ে গেলে, অহরত্ব লাভী হয়ে নির্ভয়ে গমন করলে, বিপদে পড়ে গেলে. উন্মাদকালে এবং আদিকর্মিক হলে এ অপরাধ ক্ষমা যোগ্য হয়।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৮। অষ্টম শিক্ষাপদ

[৩১০] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন বহির্রাজ্যে বিপদ ও ভয়সঙ্কুল অবস্থায় ভিক্ষুণীরা শস্ত্রবিহীন হয়ে ধর্মপ্রচারে বিচরণ করছিলেন। ধূর্তরা ভিক্ষুণীদের দূষণ করছিল। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন. "ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা বর্হিরাষ্ট্রে বিপদ ও ভয়সঙ্কুল অবস্থায় শস্ত্রবিহীনা হয়ে বিচরণ করছেন?"

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, সত্যই কি ভিক্ষুণীরা, বহির্রাজ্যে বিপদ ও ভয়সঙ্কুল অবস্থায় শস্ত্রবিহীনা হয়ে বিচরণ করছে? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ভিক্ষুগণ! ইহা খুবই অন্যায়। ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩১১] **"যেই ভিক্ষুণী বহির্রাষ্ট্রে বিপদ ও ভয়সঙ্কুল স্থানে শস্ত্রবিহীনা হয়ে চারিকায় বিরচণ করবে; তার পচিত্তিয় হবে।"**

[৩১২] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'তিরোরট্ঠেতি' বলতে যেই রাজ্যে অবস্থান করে সেই রাজ্য ব্যতীত অন্য রাজ্য। 'সসঙ্কং বলতে সেই পথে যেখানে চোরেরা প্রবেশ করে থাকার সুযোগ দৃষ্ট হয়, ভোজনাদি করার সুযোগ দেখা যায়, দাঁড়ানোর সুযোগ দেখা যায়। 'সপ্পটিভয়ং; বলতে সেই পথে চোরগণ দ্বারা মানুষকে হত্যা হতে দেখা যায়, লুণ্ঠিত হতে দেখা যায়, প্রহার প্রাপ্ত হতে দেখা যায়। 'অসত্থিকা' বলতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শস্ত্রহীন অবস্থায়। 'চারিকং চরেয়্যাতি' মোরগ ডাকার সময় হতে গ্রামের ভেতরে ও গ্রাম-গ্রামান্তরে গেলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অরণ্যের মধ্যদিয়ে গমনকালে প্রতি অর্ধযোজনে, অর্ধযোজনে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[১১৩] **অনাপত্তি ঃ-** ছুরিকাসহ গমন করলে, অরহত্ব হেতু নির্ভয়ে গমন করলে, বিপদে পড়ে গমন করলে, উন্মাদ ও আদিকর্মিক হলে অপরাধ ক্ষমা যোগ্য হয়।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৯। নবম শিক্ষাপদ

[৩১৪] সে সময়ে ভগবান রাজগৃহে বেণুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুনীরা বর্ষাবাসের মধ্যে ধর্মপ্রচারে বিরচণ করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা বর্ষাবাসের মধ্যে ধর্মপ্রচারে বিরচণ করছিলেন। জনগণ এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন,- কেন ভিক্ষুণীরা বর্ষার ভেতরে চারিকায় বিচরণ করছেন? তারা সবুজ তৃণাদি মর্দন করে, একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবকে আঘাত করে, বহু ক্ষুদ্রপ্রাণী পদাঘাতে মাটি হতে বের করে দিচ্ছেন।

ভিক্ষুণীরা জনসাধারণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের বিষয় শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুণীরা বর্ষার মধ্যে এভাবে চারিকায় বিরচণ করছেন?

ভিক্ষুণীরা জনসাধারণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের বিষয় শুনতে পেলেন। সে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুণীরা বর্ষার মধ্যে এভাবে চারিকায় বিচরণ করছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জানতে চাইলেন, সত্য কি ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীরা বর্ষার মধ্যে ধর্মপ্রচারে বিচরণ করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! তাদের এহেন আচরণ কিছুে অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩১৫] **''যে ভিক্ষুণী বর্ষার ভেতরে ধর্মপ্রচারে বিচরণ করবে তা পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।''**

[৩১৬] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অন্তোবস্সন্তি' বলতে পূর্বের তিনমাস অথবা, পরের তিনমাস বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মাস। 'চারিকং চরেয়্যাতি' বলতে মোরগ ডাকার পর গ্রামে, অথবা গ্রাম হতে গ্রামান্তরে বিচরণে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। 'আগমনকারী' অরণ্যে অতিক্রমকালে প্রতি অর্ধযোজনে পচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[৩১৭] **অনাপত্তি-** সপ্তাহকরণীয় কর্মবাক্য করে গেলে, কোন প্রকার শারিরীক অসুবিধার কারণে গেলে, উন্মাদ ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০। দশম শিক্ষাপদ

[৩১৮] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা বলতেন রাজগৃহের তথায় বর্ষা কাটাবো, তথায় হেমন্ত অতিবাহিত করবো, তথায় গ্রীষ্ম যাপন করবো ইত্যাদি। জনসাধারণ তাতে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীরা যেন জনাকীর্ণ, দিকভ্রান্তা, তারা কোন দিক পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছেন না। ভিক্ষুণীরা জনগণের নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা শুনলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানের কাছে বিষয়টি নিবেদন করলে, ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের শৃঙ্খলার জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়ের প্রতি অনুগ্রহের জন্যে সহায়ক (প্রত্যয়) হবে। তাই ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি।

[৩১৯] **"যেই ভিক্ষুণী বর্ষাবাসের অবসানে ধর্মপ্রচারার্থে অন্ততঃ পাঁচ, ছয় যোজন বিচরণ করবে না; তার পাচিত্তিয় আপত্তি হবে।"**

[৩২০] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'বস্সংবুত্থা' বলতে বর্ষা পূর্বে তিনমাস অথবা পরের তিনমাস বলে উল্লেখিত হয়েছে। 'চারিকং ন পক্কমিস্সামি, বলতে কমপক্ষে পাঁচ ছয় যোজন এই ধুর (প্রতিপদা) লঙ্ঘন মাত্রই পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[৩২১] **অনাপত্তি ঃ-** স্মৃতি বিভ্রম হেতু, অনুসন্ধান করেও দ্বিতীয়া কোন ভিক্ষুণীকে সঙ্গীরূপে না পাওয়াতে, অসুস্থতা কারণে, বিপদের কারণে, উন্মাদ ও আদিকমির্ক হলে এই দোষ ক্ষমা যোগ্য হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]
[তুবট্টবর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]

৫। চিত্রাগার বর্গ

১। প্রথম শিক্ষাপদ

[৩২২] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে রাজা প্রসেনদি কোসলের প্রমোদ ্উদ্যানে, চিত্রগৃহে চিত্রাঙ্কন করা হয়েছিল। বহুলোক চিত্রগৃহ দর্শনে যাচ্ছিলেন। ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরাও সেই চিত্রগৃহ দর্শনে যাচ্ছিলেন। জনগণ তখন এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে চিত্রগৃহ দর্শনে যাচ্ছে? মনে হচ্ছে, এরা কামভোগী গৃহিণী। লোকের এই নিন্দাবাদ, আন্দোলন আর ক্ষোভের কথা ভিক্ষুণীরা শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা চিত্রগৃহ দর্শনে যাচ্ছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে অভিযোগ করলেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সত্যই কি চিত্রগৃহ দেখতে যাচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অশোভন হে ভিক্ষুগণ! ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩২৩] **"যেই ভিক্ষুণী রাজগৃহ, চিত্রগৃহ, আরাম, উদ্যান বা পুষ্করণী দেখতে যাবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৩২৪] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'রাজগারং বলতে যথায় রাজারা ক্রীড়া করে, রমন করে। 'চিত্তাগারং' বলতে যেখানে মানুষেরা ক্রীড়া করে, রমন করে। 'উয়্যানং' বলতে যেখানে মানুষেরা ক্রীড়া করে, রমন করে। 'পোক্খরণী বলতে যেখানে মানুষেরা ক্রীড়া করে, রমন করে।

[৩২৫] দর্শনার্থে গমনকালে দুক্কট আপত্তি হয়। যেখানে দাঁড়ালে দেখা যায়, সেখানে উপস্থিত হলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। দর্শনের সীমানা অতিক্রম করে, পুনঃপুন দর্শনে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। একবার মাত্র দর্শনার্থে গমনে দুক্কট, যেখানে দাঁড়ালে দেখা যায়, তথায় গিয়ে দাঁড়ালে পাচিত্তিয়, দর্শনের সীমানা অতিক্রমে পুনঃপুন দর্শনে পুনঃপুন পাচিত্তিয় হয়।

[৩২৬] **অনাপত্তি ঃ-** ভিক্ষুণীর বাসস্থান থেকে দেখলে, যাওয়া আসার পথে দেখতে পেলে, স্মৃতিসহকারে গমনকালে দেখলে, বিপদে পড়ে, উন্মাদ হলে, এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে এ অপরাধ ক্ষমা যোগ্য হয়।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

[৩২৭] সে সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা আসন্দি, পাল্লঙ্ক এসব ব্যবহার করতেন। লোকেরা বিহার এলাকায় পরিভ্রমণকালে তা দেখতে পেয়ে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, এরা কেমন ভিক্ষুণী? কেন তারা কামভোগী গৃহিণীদের ন্যায় আসন্দি, পাল্লঙ্কাদি ব্যবহার করছেন? লোকের এ সকল নিন্দাবাক্য ভিক্ষুণীরা শুনলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছুক তারাও একারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুণীরা আসন্দি, পাল্লঙ্ক এ সকল ব্যবহার করছে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলে ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা আসন্দি, পাল্লঙ্কাদি ব্যবহার করছে। হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অশোভন হে ভিক্ষুগণ! কেন ভিক্ষুণীরা আসন্দি, পাল্লস্কাদি ব্যবহার করছে? ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩২৮] **"যেই ভিক্ষুণী আসন্দি, পাল্লঙ্ক ব্যবহার করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৩২৯] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'আসন্দি' অর্থে উচ্চতায় প্রমাণ অতিক্রান্ত শয্যা। 'পল্লঙ্কোতি' অর্থে সুদৃশ্য লোম দ্বারা তৈরী শয্যা। 'পরিভুঞ্জেয্যাতি' অর্থে তদুপারি উপবেশন করলে বা শয়ন করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[৩৩০] অনাপত্তিঃ আসন্দির পায়া কেটে ব্যবহার করলে পাল্লঙ্কের লোম উঠায়ে ব্যবহার করলে, উন্মাদ ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে এ অপরাধ ক্ষমা যোগ্য হয়।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৩। তৃতীয় শিক্ষাপদ

[৩৩১] সে সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সুতো কাটচ্ছিলেন। লোকেরা বিহার পরিভ্রমণকালে তা দেখতে পেয়ে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন আর ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন, এ সকল কেমন ভিক্ষুণী যে সুতো কাটছে? যেন কামভোগী গৃহিণী। ভিক্ষুণীরা লোকদের এসকল নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষূনী অল্পেচ্ছু তারাও এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা সুতো কাটছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভিক্ষুগণ! ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরাসুতো কাটছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্যি। ইহা খুবই অশোভন। ভিক্ষুগণ! ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের এহেন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩৩২] **"যেই ভিক্ষুণী সুতো কাটবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৩৩৩] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'সুত্তং' বলতে ছয় প্রকার সুতো, যথা ক্ষৌম, কার্পাস, কাশীর তুলো, কম্বল, শন এবং মিশ্রিত। 'কন্তেয়্যাতি' বলতে নিজে কাটলে প্রয়োগে দুক্কট, চরকায় পাকানোয় (উজ্জবুজ্জেব) পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[৩৩৪] **অনাপত্তি-** কাটা সুতো কাটলে, উন্মাদ ও আদিকর্মিকের দোষ নেই।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। চতুর্থ শিক্ষাপদ

[৩৩৫] সে সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা গৃহীদের কাজ করছিলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা একারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এরা কেমন ভিক্ষুণী? কেন তারা গৃহীদের কাজ করছে? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে তারা বিষয়টি ভগবানের নিকট নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্যি। ভিক্ষুগণ! ইহা খুবই অন্যায় ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ। এরা কেমন ভিক্ষুণী যে, গৃহীদের কাজ করবে? তাদের এ আচারণে হে ভিক্ষুগণ; কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩৩৬] **"যে ভিক্ষুণী গৃহীদের কাজ করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৩৩৭] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়),

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'গিহিবেয়্যবচ্চং' বলতে গৃহীদের যাগু, ভাত বা খাদ্য-দ্রব্যাদি রান্না করে দেয়া, কাপড়, পাগড়ী ইত্যাদি ধৌত করে দেয়াতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[৩৩৮] **অনাপত্তি ঃ-** ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সংঘের যাগু দানকালে, সংঘকে ভাতদানে, চৈত্যপূজায় অথবা নিজের প্রয়োজনে যাগু, ভাত বা খাদ্য-দ্রব্যাদি রান্না করলে, কাপড় বেষ্টনী (পাগড়ী) ইত্যাদি ধৌত করলে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে দোষ হয় না।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

-------ঃ০ঃ--------

৫। পঞ্চম শিক্ষাপদ

[৩৩৯] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণী স্থুলানন্দা ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, "হে আর্য্যা! এই অভিযোগের নিষ্পত্তি করুন।" স্থুলানন্দা ভিক্ষুণী উত্তম প্রস্তাব বলে তা শ্রবণ করলেন কিন্তু অভিযোগটির কোন প্রকার নিষ্পত্তি করলেন না; এমনকি নিষ্পত্তির জন্যে বিন্দুমাত্র উৎসুক্যও প্রকাশ করলেন না। তাতে সেই ভিক্ষুণী অন্যান্য অন্যান্য ভিক্ষুণীগণকে বিষয়টি জানালেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা একারণে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, আর্য্যা স্থুলানন্দা ভিক্ষুণীর এ কেমন আচরণ? কেন তিনি ভিক্ষুণীটির অভিযোগ উত্তম প্রস্তাব বলে গ্রহণ করা সত্ত্বেও তার কোন উপশম করলেন না, এমনকি উপশমার্থে কোন প্রকার উদ্যোগও নিলেন না?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে তারা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য?.... হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভগবান এজন্যে ভর্ৎসনা করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩৪০] **"যেই ভিক্ষুণী, কোন ভিক্ষুণীকর্তৃক 'হে আর্য্যা! এই অভিযোগটি উপশম করুন,' এভাবে আবেদন কৃত হয়ে, তা উত্তমরূপে শ্রবণ করেও পরবর্তীতে সে অন্তরায়কারিনী হয়ে না করে উপশম, না করে উপশমার্থে কোন প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ। এতে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৩৪১] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অধিকরণং' অর্থে চারি প্রকার অধিকরণ, যথা-বিবাদ অভিযোগ, অনুবাদ অভিযোগ, আপত্তি অভিযোগ এবং কৃত্য অভিযোগ। 'এহেয়্য! ইমং অধিকরণং বূপসমেহীতি' বলতে হে আর্য্যা! এই অভিযোগটি বিনয়মতে সমাধা করুন। 'সা পচ্ছা অন্তরাযিকনীতি'- বলতে কু-অভিপ্রায়ে পরে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিঘ্নকরিণী হওয়া। 'নেববূপসময়্যোতি' বলতে নিজে উপশম করে না। 'ন বূপসমায় উস্‌সুকং করেয়্যাতি'- বিবাদ উপশমে অন্যকেও নিয়োগ করে না। আমি নিজেও সমাধা করবো না, অন্যকেও সমাধা করতে দেবো না', এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণক্ষণেই তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

[৩৪২] উপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় অভিযোগ নিষ্পত্তি না করলে বা অন্যকে দিয়ে না করালে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নাকে উপসম্পনা বলে বিস্মৃত হয়ে অভিযোগের নিষ্পত্তি না করলে, বা অন্যের দ্বারাও না করালে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় অভিযোগের নিষ্পত্তি নিজে না করলে বা অন্যকে দিয়েও না করালে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নার অভিযোগ নিষ্পত্তি নিজে নিষ্পত্তি না করলে বা অন্যকে দিয়েও নিষ্পত্তি না করালে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় না করালে দুক্কট আপত্তি। অনুপসম্পন্না বলে ভুলে করলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না বলে ধারণায় করলে দুক্কট আপত্তি হয়।

[৩৪৩] **অনাপত্তি ঃ-** বিস্মৃতির কারণে, সন্ধান করেও না পাওয়াতে, অসুস্থতার কারণে, বিপদে, উন্মাদ অবস্থায়, আদিকর্মিকের বেলায় দোষাবহ নহে।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৬। ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

[৩৪৪] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা নৃত্যকারীকে, নৃত্যকারকে, লাফদানকারীকে, মিথ্যাক্রন্দনকারীকে, ঢোল বাদককে স্বহস্তে খাদ্য-ভোজ্য দান করতেন। 'আমারদেরকে চমৎকার পরিবেশন করলেন' এই বলে প্রশংসা করতেন। নৃত্যকারীগণ, নৃত্যাকারকগণ, অভিনয়কারীগণ, বাদকগণও এই বলে আর্য্যা স্থূলানন্দার প্রশংসা করতো- আমাদের আর্য্যা স্থূলানন্দা বহুশ্রুতা, ধর্মদেশনায় শ্রেষ্ঠা, বিশারদা; আর্য্যা আপনি এই দেন, এই করেন ইত্যাদি।

যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ সকল দেখে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্য্যা স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন তিনি গৃহিণীদেরকে নিজ হাতে খাদ্য-ভোজ্য দিচ্ছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এজন্যে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করলেন। ভগবান ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য?.... হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩৪৫] **"যেই [illegible]রব্রাজিকাকে নিজ হা খাদ্য-ভোজ্য দেবে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৩৪৬] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'আগারিকো' অর্থে যে জনগৃহে বসতি করে। 'পরিব্বাজকো' বলতে ভিক্ষু-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রামণ ব্যতীত অপর সকল পরিব্রাজক। 'পরবিব্বাজিকো' বলতে ভিক্ষুণী শিক্ষামনা ও শ্রামণেরী ব্যতীত প্রব্রজ্যিতগণ। 'খাদনীয়ং' বলতে কুলকুচাকে বাদে অবশিষ্ট যাবতীয় খাদ্য। 'ভোজনীয়ং' অর্থে পঞ্চভোজ্য, যথা- অন্ন, পিঠা, ছাতু, মাছ, মাংস ইত্যাদি। 'দদেয়্যাতি' অর্থে দেহ বা দেহসংযুক্ত কিছু দ্বারা পরিত্যাজ্য কোন দ্রব্য দিলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। কুলকুচার জলদানে দুক্কট আপত্তি হয়।

[৩৪৭] **অনাপত্তি ঃ-** নিজে না দিয়ে অন্যের দ্বারা দেওয়ালে, উপর থেকে নীচে ফেলা দ্বারা দিলে, বাইরে প্রলেপের জন্যে দিলে, উন্মাদ অবস্থায় দিলে এবং আদিকর্মিক হলে এ দোষ ক্ষমা যোগ্য হয়।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৭। সপ্তম শিক্ষাপদ

[৩৪৮] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী আবাসিকচীবর বিতরণ না করে নিজে ব্যবহার করছিলেন। ফলে অন্যান্য ঋতুমতী ভিক্ষুণীরা যথাসময়ে তা লাভ করতে পাচ্ছিলেন না। যে সকল ভিক্ষুণীরা অল্পেচ্ছু তারা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন; আর্য্যা স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন তিনি আবাসিকচীবর যথাসময়ে বিতরণ না করে পরিভোগ করছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে সে নিয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায় হে ভিক্ষুগণ! কেন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী আবাসিক চীবর পরিত্যাগ না করে পরিভোগ করবে? তার এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩৪৯] **"যেই ভিক্ষুণী আবাসিকচীবর যথাসময়ে পরিত্যাগ না করে ব্যবহার করতে থাকবে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৩৫০] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অবসথ চীবরং' অর্থে ঋতুমতী ভিক্ষুণীকে ব্যবহারে প্রদত্ত চীবর। 'অনিসসজ্জিত্বা পরিভূঞ্জেয়্যাতি' বলতে দুই তিন রাত্রি পরিভোগান্তে চতুর্থ দিবসে ধৌত করে ভিক্ষুণী বা শিক্ষামানা অথবা শ্রামণেরীর নিকট পরিত্যাগ না করে ব্যবহার করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[৩৫১] অপরিত্যাগকে অপরিত্যক্ত বলে ধারণায় পরিভোগে পাচিত্তিয় হয়। অপরিত্যক্ত বলে ভুলে গিয়ে পরিভোগে পাচিত্তিয় হয়। পরিত্যক্তে অপরিত্যক্ত ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। পরিত্যক্ত কিনা ভুলে গিয়ে থাকলে দুক্কট। পরিত্যক্তকে পরিত্যক্ত ধারণায় কোন দোষ নেই।

[৩৫২] **অনাপত্তি ঃ-** ত্যাগ করে পুনঃ পরিভোগ করলে, পর্য্যায়ক্রমে পুনঃ ব্যবহারে, অন্যান্য ভিক্ষুণীরা ঋতুমতী না থাকলে, জীর্ণ চীবরের কারণে, নষ্ট চীবরের কারণে, বিপদে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিক হলে কোন দোষ নেই।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৮। অষ্টম শিক্ষাপদ

[৩৫৩] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী ঋতুমতির চীবর বিতরণ দায়িত্ব ত্যাগ না করে চারিকায় চলে গেলেন। সে সময়ে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী ছিলেন আবাসিক ভান্ড বিভাজক। ভিক্ষুণীরা বললেন, আর্য্যগণ! চলুন, আমরা দ্রব্য নিয়ে যাই। একাংশ ভিক্ষুণীরা বললেন, না আর্য্যে এভাবে আমরা নিয়ে যাবো না। যদি কিছু নষ্ট হয় তখন সকলে আমাদেরকে অভিযুক্ত করবেন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী আবাসে প্রত্যাবর্তন করে ভিক্ষুণীদের জিজ্ঞাসা করলেন, আর্য্যাগণ! ভাণ্ড কি নিয়ে গেছেন? না আর্য্যে আমরা নিইনি। স্থূলানন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, কেন ভিক্ষুণীরা প্রয়োজনে দ্রব্য বিভাগ করে নিয়ে গেলেন না? যে সকল ভিক্ষুণীরা অল্পেচ্ছুক তারা বললেন, আর্য্যা স্থূলানন্দা আবাসিক ভাণ্ড বিতরণ দায়িত্ব ত্যাগ না করে চলে গেলেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী আবাসিক দ্রব্য বিতরণ দায়িত্ব ত্যাগ না করেই বিচরণে চলে গেছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন সে আবাসিক দ্রব্য বিতরণ দায়িত্ব ত্যাগ না করে চারিকায় চলে যায়? তার এই আচরণ, কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩৫৪] **"যেই ভিক্ষুণীরা আবাসের চাবি হস্তান্তর না করেই চারিকায় চলে যাবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৩৫৫] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'আবসথো' বলতে দরজাবদ্ধ কক্ষ। 'অনিস্সজ্জিত্বা চারিকং পক্কমেয্যাতি' বলতে ভিক্ষুণী বা শিক্ষামনা বা শ্রামণেরীকে চাবি হস্তান্তর না করে আবাসের চার দেয়াল অতিক্রম ক্ষণেই পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ঘেরাবিহীন আবাসের চালা অতিক্রম ক্ষণেই পাচিত্তিয় হয়।

[৩৫৬] হস্তান্তর করনি এই সংজ্ঞায় চলে যাওয়াতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। হস্তান্তর যে করা হয়নি, তা ভুলে চলে গেলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। হস্তান্তর না করেও করেছি ধারণায় চলে গেলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দরজাবিহীন আবাসের দায়িত্ব হস্তান্তর না করে চলে গেলে দুক্কট অপরাধ হয়। হস্তান্তর করেও করা হয়নি ধারণায় চলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। হস্তান্তর করে, করেছি ধারণায় চলে গেলে কোন অপরাধ নেই।

[৩৫৭] **অনাপত্তি ঃ-** হস্তান্তর করে চলে গেলে, স্মৃতি বিহ্বলতার কারণে খুঁজেও না পেলে, রুগ্ন অবস্থায়, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের কোন অপরাধ নেই।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯। নবম শিক্ষাপদ

[৩৫৮] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করেছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা প্রব্রজ্যিতদের পক্ষে অশোভনীয়, অনর্থকর বিদ্যা শিক্ষা করছিলেন। জনগণ তাতে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন, ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, এ কেমন কথা! ভিক্ষুণীরা কি করে এসব অশোভন, অনর্থকর বিদ্যা শিক্ষা করেন? ইহারা যেন কামভোগী গৃহিণী। ভিক্ষুণীরা জনগণের এ সকল নিন্দাবাক্য শুনলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছুক তারা বলতে লাগলেন, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কেন এ সকল নিন্দাবাক্য শুনলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছুক তারা বলতে লাগলেন, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কেন এ সকল অশোভনীয় বিদ্যাদি শিক্ষা করছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন সত্য কি ভিক্ষুগণ! ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণীরা তিরচ্ছান বিদ্যা শিক্ষায় রত হচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ভগবান খুবই তিরস্কার করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ! তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩৫৯] **"যেই ভিক্ষুণী বুদ্ধ শিক্ষার বর্হিভূত অনর্থকর তিরচ্ছান বিদ্যা শিক্ষা করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৩৬০] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'তিরচ্ছান বিজ্জা' বলতে যে সকল শিক্ষা বুদ্ধ শাসন বহির্ভূত এবং অনর্থকারী। 'পরিয়াপুনেকয়্যাতি' বলতে একপদ শিক্ষা, এই অর্থে প্রতি পদে পদে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[৩৬১] **অনাপত্তি ঃ-** পিটকীয় লেখা শিক্ষা করলে, ধারণী সংক্ষেত শিক্ষা করলে, আত্মরক্ষার্থে পরিত্রাণ সূত্রাদি শিক্ষা করলে, উন্মাদের শিক্ষায়, আদিকর্মিকের শিক্ষায় কোন দোষ হয় না।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

১০। দশম শিক্ষাপদ

[৩৬২] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিন্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা তিরচ্ছান বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। জনগণ এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন, এ কেমন ভিক্ষুণী, যারা এ সমস্ত বাজেবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা ইচ্ছা করে? এ যেন কামভোগী গৃহিণীরা গৃহীণীদের সাথে বলে থাকে। ভিক্ষুণীরা লোকদের এ সকল নিন্দাবাক্য শুনে, অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরাও একইভাবে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, 'ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা এভাবে তিরচ্ছান বিদ্যা নিয়ে কথা বলছেন? ইহা তো কামভোগী গৃহিণীদের জন্যেই শোভনীয়।

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণীরা তিরচ্ছান বিদ্যা নিয়ে বাক্যালাপ করছে? হ্যাঁ ভগবান! তা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩৬৩] **"যেই ভিক্ষুণী বুদ্ধ শাসনে বহির্ভূত অনর্থকর তিরচ্ছান বিদ্যা নিয়ে বাক্যালাপ করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৩৬৪] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'তিরচ্ছান বিজ্জা' বলতে যে সকল শিক্ষা বুদ্ধ শাসন বহির্ভূত, অনর্থকর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিষয়। 'বাচেয়্যাতি' বলতে বাক্যের প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করলে, শব্দে শব্দে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অক্ষরই যদি বলে, প্রতি অক্ষরে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[৩৬৫] **অনাপত্তি ঃ-** লেখা সম্পর্কে বললে, ধারণ সম্পর্কে বললে, আত্মরক্ষার্থে পরিত্রাণ বললে, উন্মাদ অবস্থায় বললে এবং আদিকর্মির ক্ষেত্রে কোন অপরাধ হয় না।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[চিত্রাগারবর্গ পঞ্চম সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৬। আরাম বর্গ

১। প্রথম শিক্ষাপদ

[৩৬৬] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন নাকি জনৈক ভিক্ষু গ্রাম্য আবাসে একচীবর পরিহিত অবস্থায় চীবর সেলাই কর্ম করছিলেন। এক ভিক্ষুণী পূর্ব অনুমতি না নিয়েই আরামে প্রবেশ করে ভিক্ষুটি যেখানে, তথায় উপস্থিত হলেন। ভিক্ষুরা এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ কেমন ভিক্ষুণী! বিনানুমতিতে আরামে প্রবেশ করছে?

ভিক্ষুরা ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করলে, ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীরা বিনানুমতিতে আরামে প্রবেশ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান এতে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, এ কেমন ভিক্ষুণী! কেন বিনা জিজ্ঞাসায় আরামে প্রবেশ করছে? ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এহেন আচরণ, কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

"যেই ভিক্ষুণী বিনানুমতিতে আরামে (ভিক্ষু-নিবাসে) প্রবেশ করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

[৩৬৭] সে সময়ে তিনজন ভিক্ষু তাঁদের আবাস ত্যাগ করেছিলেন। ভিক্ষুণীরা ভাবলেন, আর্য্যগণ, প্রস্থান করেছেন, আরামে আর আসবেন না। অপরদিকে ভিক্ষুত্রয় পুনরায় তাদের আবাসে প্রত্যাগমন করলেন। ভিক্ষুণীরা জানতে পারলেন যে, আর্য্যগণ ফিরে এসেছেন। তখন তারা অনুমতি নিয়ে আরামে প্রবেশ করতঃ যেখানে ভিক্ষুত্রয় তথায় উপস্তিত হলেন। উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুগণকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে দাঁড়ালেন। দণ্ডায়মান ভিক্ষুণীদেরকে ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা করলেন, ভগিনিগণ! কি হেতু তোমরা আরাম সমার্জ্জন করো নি, পানীয় ও ব্যবহার্য্য জল তুলে রাখনি? আর্য্যগণ! ভগবান কর্তৃক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়েছে যে, অনুমতি না নিয়ে আরামে প্রবেশ না করতে। তাই আমরা আসতে পারিনি। ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করা হলে, ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি জানাচ্ছি যে, ভিক্ষুগণ আরামে থাকলেই জিজ্ঞাসা করে আরামে প্রবেশ করতে হবে।

তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

"যেই ভিক্ষুণী আরামে ভিক্ষু থাকা অবস্থাতে বিনা জিজ্ঞাসায় আরামে প্রবেশ করে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

এভাবেই ভগবান এখানে ভিক্ষুণীদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করলেন।

[৩৬৮] সে সময়ে সেই ভিক্ষুগণ তাদের আবাস হতে প্রস্থান করে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করলেন। আর্য্যেরা চলে গেছেন, এই মনে করে অনুমতি না নিয়েই আরামে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই তাদের মনে এই বিতর্ক দেখা দিল যে, ভগবান বলেছেন, ভিক্ষুহীন আরামেই বিনা জিজ্ঞাসায় প্রবেশ করা যায়। আমরা তো ভিক্ষু থাকা অবস্থায় বিনা অনুমতিতে আরামে প্রবেশ করলাম। এতে আমরা কি পাচিত্তিয় আপত্তিগ্রস্ত হইনি? ভগবানকে এ বিষয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিবেদন করা হলো। তখন ভগবান বললেন, তা হলে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩৬৯] **"যদি ভিক্ষুণী জানে যে আরামে ভিক্ষু আছে, তখন বিনানুমতিতে প্রবেশ করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৩৭০] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'জানং' অর্থে নিজে জানা, বা অন্যের দ্বারা তৎ বিষয়ে জানা, তাদের দ্বারা জানা। 'সভিক্খু' বলতে আরামে অথবা যেই বৃক্ষমূলে ভিক্ষু বাস করে। 'অনাপুচ্ছা আরামং পবিসেয়্যাতি' বলতে ভিক্ষু বা শ্রামণের অথবা আরাম সেবকের অনুমতি না নিয়ে ঘেরাবিশিষ্ট [illegible] প্রবেশ করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[৩৭১] ভিক্ষু থাকলে আছে বলে ধারণায়, বিনা জিজ্ঞাসায় আরামে প্রবেশ দ্বারা পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ভিক্ষু আছে এটা ভুল গিয়ে বিনা জিজ্ঞাসায় আরামে প্রবেশ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। ভিক্ষু আছে অথচ ভিক্ষু নেই ধারণায় বিনা জিজ্ঞাসায় আরামে প্রবেশে কোন অপরাধ নেই। ভিক্ষু নেই, অথচ আছে ধারণায় প্রবেশে দুক্কট আপত্তি হয়। ভিক্ষু নেই এটা ভুলে গেলে দুক্কট অপরাধ হয়। ভিক্ষু নেইকে, নেই ধারণায় অপরাধ নেই।

[৩৭২] **অনাপত্তি ঃ-** ভিক্ষু থাকলে জিজ্ঞাসা করে প্রবেশে, ভিক্ষু না থাকলে বিনা জিজ্ঞাসায় প্রবেশে, ভিক্ষু আছে কি-না এ বিষয়ে অতি সতর্কতার সাথে গমনে, যেখানে ভিক্ষুণীরা সমবেত হয়েছেন, তথায় গমনে, আরামের মধ্যদিয়ে উন্মাদ অবস্থায় গমনে এবং আদিকর্মিকের বেলায় কোন দোষ নেই।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

[৩৭৩] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগার শালায় অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে আয়ুষ্মান উপালির উপাধ্যায় কপ্পিতক স্থবির শ্মশানে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের জ্যেষ্ঠজন কালগত হলেন। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণীরা সেই ভিক্ষুণীকে আয়ুষ্মান কপ্পিতকের বিহার সন্নিকটে গর্তে স্থাপন করে তদুপরি স্তুপ গড়লেন; আর সেই স্তুপে রোদন করতে লাগলেন। তাই আয়ুষ্মান কপ্পিতক সেই শব্দে উপদ্রুত হয়ে সেই স্তুপ ভেঙ্গে বিলীন করে দিলেন। এই কপ্পিতকের দ্বারা আমাদের আর্য্যার স্তুপ বিলীন হলো। দেখা যাক তাকে শেষ করা যায় কিনা, এই নিয়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা মন্ত্রণা করলেন । অন্য এক ভিক্ষুণী আয়ুষ্মান উপালীকের ইহা জানালেন। আয়ুষ্মান উপালী আয়ুষ্মান কপ্পিতক থেরোকে বিষয়টি জ্ঞাত করালেন। অতঃপর আয়ুষ্মান কপ্পিতক বিহার হতে বের হয়ে, আলো নিভায়ে আত্ম গোপন করলেন। ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা যেখানে আয়ুষ্মান কপ্পিতকের বিহার তথায় উপস্থিত হয়ে পাথর ও লাঠি দ্বারা বিহারখানা পেটায়ে 'কপ্পিতক মরেছে' এই বলে প্রস্থান করলো। রাতের অবসানে পূর্বাহ্ন সময়ে আয়ুষ্মান কপ্পিতক স্থবির পাত্র চীবর গ্রহণ করে বৈশালীতে পিণ্ডচারণে প্রবেশ করলেন। ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা আয়ুষ্মান কপ্পিতককে পিণ্ডচারণরত অবস্থায় দেখতে পেয়ে বলতে লাগলেন, সেই কপ্পিতক তো এখনো বেঁচে আছে। কেহ নিশ্চয়ই আমাদের মন্ত্রণা ফাঁস করেছে। খোঁজ নিয়ে তারা জানতে পারলেন, উপালীর দ্বারাই নাকি আমাদের মন্ত্রণা ফাঁস হয়েছে। তখন তারা আয়ুষ্মান উপালীকে এই বলে আক্রোশ করতে লাগলেন, এই দুষ্ট, মেথর, নাপিত হীনজাতটাই আমাদের মন্ত্রণা ফাঁস করেছে।

যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণীরা কেমন যে, আর্য্য উপালীকে এভাবে আক্রোশ করছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা উপালীকে আক্রোশ করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ! কি করে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা উপালীকে এভাবে আক্রোশ করতে পারে? তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩৭৪] **"যেই ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে আক্রোশ বা ভয় উৎপাদক বাক্য বলবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৩৭৬] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অক্কোসেয্য' বলতে দশবিধ আক্রোশ বাক্য; নিজে বা অন্যের দ্বারা আক্রোশ বাক্য ব্যবহারে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। 'পরিভাসেয়্য' বলতে ভয় উৎপাদক বাক্য দ্বারা পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[৩৭৬] উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় আক্রোশ ও পরিভাষণ করলে পাচিত্তিয় হয়। উপসম্পন্ন এটা ভুলে গিয়ে আক্রোশ ও পরিভাষণ করলে পাচিত্তিয় হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় আক্রোশ ও পরিভাষণ করলে পাচিত্তিয় হয়। অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় আক্রোশ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিভাষণ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুসম্পন্ন ধারণায় আক্রোশ ও পরিভাষণ করলে দুক্কট অপরাধ হয়।

[৩৭৭] **অনাপত্তি ঃ-** অর্থ বোধ্যগম্যতার জন্যে, ধর্ম বোধগম্যতার জন্যে, অনুশাসন অনুবর্তী করানোর জন্যে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের আক্রোশ ও পরিভাষণে কোন আপত্তি নেই।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৩। তৃতীয় শিক্ষাপদ

[৩৭৮] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন চণ্ডকালী ভিক্ষুণী ভেদকারিনী, কলহকারীনী, বিবাদ কারিনী, তুচ্ছ কারিনী এবং সংঘে নিত্য অভিযোগকারিনী ছিলেন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী তার এ সকল কাজকে উপেক্ষা করতেন, প্রশ্রয় দিতেন।

সে সময়ে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী ভ্রমণে গেলেন, কিছু করণীয় কাজে। ভিক্ষুণী সংঘ ভাবলেন, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী যেহেতু প্রস্থান করেছেন, ইহা আমাদের মোক্ষম সুযোগ। তাঁরা চণ্ডকালী ভিক্ষুণীকে দোষ অদর্শনে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডে দণ্ডিত করলেন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী গ্রামান্তরে তার করণীয় সমাধা করে, শ্রাবস্তীতে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করলেন। চণ্ডকালী ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে আসতে দেখে বসার পিঁড়ি, পা মোচার থলি ফেলে দিলেন, আগুবাড়ায়ে পাত্র-চীবর গ্রহণ করলেন না, পানীয় প্রয়োজন কি-না, জিজ্ঞাসাও করলেন না।

স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী চণ্ডকালী ভিক্ষুণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আর্য্যে! তুমি আমার আগমনকালে কেন বসার আসন বিছায়ে দিলে না, পা ধোয়ার জল দিলে না, পাদপীঠ, পাদকথলিক দিলে না, আগুবাড়ায়ে পাত্র-চীবর গ্রহণ করলে না, এমনকি পানীয় প্রয়োজন কি না জিজ্ঞাসাও করলে না? আর্য্যে! আমার এমন অবস্থা হয়েছে যে, এখন আমি অনাথা হয়ে গেছি। কেন আর্য্যা! তুমি অনাথা হয়েছ? আর্য্যে! এই ভিক্ষুণীরা আমাকে অনাথে পরিণত করেছে। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী বলতে লাগলেন, এই অল্পজ্ঞানীদের প্রবর্তনের কিছুই নেই যে, তারা আপত্তি অদর্শনে উৎক্ষেপন দণ্ড আরোপ করেছে। তারা মূর্খা, তারা অযোগ্যা, তারা জানে না কর্ম কি, কর্মদোষ কি, কর্মবিপত্তি কি, কর্মসম্প্রাপ্তিই বা কি? এভাবে চণ্ডকালীর কথায় ভিক্ষুণীগণকে স্থূলানন্দা পরিভাষণ করতে থাকলেন।

যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা স্থূলানন্দার এ সকল নিন্দাবাক্য ক্ষোভ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকাশ করতে শুরু করলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যিই কি ভিক্ষুগণ! স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী চণ্ডকালীর কথায় ভিক্ষুণীগণকে পরিভাষণ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর এ কেমন আচরণ? কেন সে চণ্ডকালীর কথায় ভিক্ষুণীগণকে পরিভাষণ করছে? তার এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩৭৯] **"যেই ভিক্ষুণী এভাবে গণকে "এরা মূর্খা, এরা অব্যক্তা; তারা জানে না কর্ম, কর্মদোষ কর্মবিপত্তি, কর্মসম্পত্তিই বা কি", এভাবে পরিভাষণ করবে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৩৮০] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'চণ্ডিকতা' বলতে ক্রোধী বুঝায়। 'গণো' বলতে ভিক্ষুসংঘকে বুঝাবে। 'পরভাসেয়্যাতি' বলতে তারা মূর্খা, তারা অদক্ষা তারা জানে না কর্ম কি, কর্মদোষ কি, কর্ম বিপত্তি কি, বা কর্মসম্পত্তি কি; এভাবে পরিভাষণ (গালমন্দ) দ্বারা পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনির্দিষ্ট কোন ভিক্ষুণীকে, অনুপসম্পন্নাকে পরিভাষণ করলে দুক্কট অপরাধ হয়।

[৩৮১] **অনাপত্তি ঃ-** সদর্থের প্রতি গৌরবশতঃ, ধর্মের প্রতি গৌরবশতঃ, অনুশাসনের প্রতি সম্মানবশতঃ, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের বেলায় এ দোষ ক্ষমা যোগ্য হয়।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৪। চতুর্থ শিক্ষাপদ

[৩৮২] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক ব্রাহ্মণ ভিক্ষুণীদেরকে আমন্ত্রণ করে ভোজন দিচ্ছিলেন। ভোজনে প্রবারিত (প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত) হয়ে কিছু ভিক্ষুণী জ্ঞাতীকুলে গিয়ে ভোজন করলেন, কিছু ভিক্ষুণী পিণ্ডপাত নিয়ে চলে এলেন। এদিকে ব্রাহ্মণ তার প্রতিবেশীকে বললেন, ভিক্ষুণীগণ আমার দ্বারা পরিতৃপ্তভাবেই ভোজন করলেন। বললেন, মহাশয় আপনার ঘরে যারা আগে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, তাদের কিছুতো আমাদের ঘরেই ভোজন করলেন, আর কেহ কেহ পিণ্ডপাত গ্রহণ করে চলে গেলেন।

অতঃপর সেই ব্রাহ্মণ এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন- এরা কেমন ভিক্ষুণী? কেন তারা আমার ঘরে ভোজন করে আবার, অন্যত্র ভোজন করছেন? আমি কি তাদের চাহিদামতো দান দিতে অক্ষম ছিলাম? ভিক্ষুণীরা ব্রাহ্মণের এ সকল নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা জ্ঞাত হলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছুক তারাও ইহা শুনে নিন্দা করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? ভোজনে প্রবারিত হয়ে কেন তারা অন্যত্র ভোজন করছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এজন্যে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন। সত্যই কি ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীরা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভোজনে প্রবারিত হয়ে, আবার অন্যত্র ভোজন করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভগবান খুবই তিরষ্কার করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এহেন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩৮৩] **"যেই ভিক্ষুণী নিমন্ত্রিতা বা প্রবারিতা হয়ে খাদ্য বা ভোজ্য খাবে বা ভোজন করবে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৩৮৪] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'নিমন্তিতা' বলতে পাঁচ প্রকার ভোজনে অন্যতর ভোজনে নিমন্ত্রিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'পবারিতা' বলতে আসন নিয়ে ভোজন করতে উপস্থিত , হস্তপাশে স্থিত থাকা বা উপস্থিত হওয়া, প্রতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে উপস্তিত হওয়া। 'খাদনীয়ং' বলতে পাঁচ প্রকার খাদ্য যথা- যাগু, যামকালিক, সপ্তাহকালিক, যাবজ্জীবিক এই চারটি বাদে অবশিষ্টকে খাদ্য বলে। 'ভোজনীয়ং' বলতে পঞ্চ ভোজন যথা- অন্ন, পিঠা, ছাতু, মাছ ও মাংস এগুলোকে প্রবারিত হয়েও খাবো, ভোজন করবো এরূপ বলাতে দুক্কট আপত্তি হয়। আর প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[৩৮৫] নিমন্ত্রিতা হয়ে নিমন্ত্রিত বলে ধারণায় খাদ্য বা ভোজ্য যদি খায় বা ভোজন করে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। নিমন্ত্রিত হয়ে তা ভুলে খাদ্য ভোজ্য খেলে বা ভোজন করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। যামকালিক, সপ্তাহকালিক, যাবজ্জীবিক দ্রব্য আহারার্থে গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। এ সব দ্রব্য প্রতি গ্রাসে গ্রাসেই দুক্কট অপরাধ বলে জ্ঞাতব্য।

[৩৮৬] **অনাপত্তি ঃ-** অনিমন্ত্রিত হলে, প্রবারিত না হলে, যাগুপানে, নিমন্ত্রণকারীর অনুমতি সাপেক্ষে খেলে, যামকালিক, সপ্তাহকালিক, যাবজ্জীবিক ইত্যাদি যথাসময় হেতু পরিভোগে, উন্মাদ অবস্থায়, এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে দোষাবহ নহে।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৫। পঞ্চম শিক্ষাপদ

[৩৮৭] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণী শ্রাবস্তীতে এক সরণীতে পিণ্ডাচারণ করতে করতে এক দায়কগৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রদত্ত আসনে উপবেশন করলেন। অতঃপর সে গৃহের মানুষেরা ভিক্ষুণীকে ভোজন করায়ে বললেন, আর্য্যে! অন্য একজন ভিক্ষুণী আসতেছেন। কিন্তু ভিক্ষুণীটি বললেন, না উপাসক আমি তো তেমন কোন ভিক্ষুণীর আগমন দেখছিনা। সেই ভিক্ষুণীটি উপস্থিত হলে উপবিষ্টা ভিক্ষুণী বলতে শুরু করলেন, এ আর্য্যাকে দূরে রাখুন; সে মূর্খা, কুকুরী, চণ্ডা, বলিবর্দা, কর্দমা। তাকে দূরে রাখুন, আসতে দেবেন না।

সেই ভিক্ষুণী তখন অন্য একটি দায়ককুলে উপস্থিত হয়ে প্রদত্ত আসনে উপবেশন করলেন। অতঃপর সেই মানুষেরা উক্ত ভিক্ষুণীকে ভোজন করায়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আর্য্যা! কেন সেই ভিক্ষুণী আপনাকে আসতে দিলেন না? তখন ভিক্ষুণীটি সেই দায়কদেরকে ঐ ভিক্ষুণীর বিষয় জ্ঞাত করালেন। ইহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শুনে লোকেরা এই বলে নিন্দা আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, এই ভিক্ষুণীটির, এ কেমন কুল কার্পণ্যতা? লোকের এই নিন্দাবাদ ক্রমে ভিক্ষুদের দ্বারা ভগবানের নিকট নিবেদিত হলো। ভগবান তখন জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী কুল কাপর্ণ্যতা প্রকাশ করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ইহা খুবই অশোভন বলে ভগবান অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এ কেমন কুল- মাৎসর্য্যতা? তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩৮৮] **"যেই ভিক্ষুণী কুল-মাৎসর্য্যা হবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৩৮৯] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'কুলং' বলতে চারি প্রকার কুল- ক্ষত্রিয়কুল, ব্রাহ্মণকুল, ব্যবসায়ীকুল এবং সেবাকর্মীকুল। 'মচ্ছরিনী' এই অগুণধারিণী ভিক্ষুণীরা তার লাভসৎকার প্রাপ্তি গৃহে, যাতে অন্য কেহ গমন না করে তজ্জন্যে ভিক্ষুণীদের নিকট সেই কুলের দাতাদের অগুণ বর্ণনা করে, এবং দাতাকুলের নিকট ভিক্ষুণীদের অগুণ বর্ণনা করে। এমন অগুণ বর্ণনায় ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[৩৯০] **অনাপত্তি ঃ-** কার্পণ্য-ঈর্ষাকাতর না হয়ে, যে সকল উপদ্রবকুলগৃহে সত্যিকার থাকে অথবা ভিক্ষুণীদের নিকটে সত্যিই থাকে, শুধু তাই ব্যক্ত করা, উন্মাদ হয়ে বলায় এবং আদিকর্মির দোষে অপরাধ হয় না।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৬। ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

[৩৯১] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণীরা গ্রামান্তরে বর্ষাবাসান্তে শ্রাবস্তীতে আগমন করলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুণীদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আর্য্যাগণ! কোথায় বর্ষাবাস করছেন? কোন উপদেশ দাতা তথায় ছিলেন তো? না হে আর্য্যাগণ! তথায় কোন ভিক্ষু ছিলেন না। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, এই বলে যে, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা ভিক্ষুহীন আবাসে বর্ষাবাস করলো?

বিষয়টি ক্রমে ভগবানের সমীপে উত্থাপিত হলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুহীন আবাসে বর্ষাযাপন করেছে? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩৯২] **"যেই ভিক্ষুণী ভিক্ষুহীন আবাসে বর্ষাবাস করবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৩৯৩] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অভিক্খুকো' বলতে যে আরামের মধ্যে উপদেশ, সহাবস্থান বা গমনে কোন ভিক্ষুর পক্ষে সম্ভব না হওয়া। 'বর্ষাবাস করবো' এ অভিপ্রায়ে শয়নাসন প্রস্তুত করা, পানীয় ও ব্যবহার্য্য জল আনায়ন করা, পরিবেণ সমার্জ্জন করাতে দুক্কট আপত্তি হয়। অরুণোদয়ের সাথে সাথে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[৩৯৪] **অনাপত্তি ঃ-** বর্ষাবাসে আগত ভিক্ষু চলে গেলে, ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করলে বা কালগত হলে, অথবা পক্খসংকন্তে, বিপদে ও আদিকর্মিকের দোষ নেই।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭। সপ্তম শিক্ষাপদ

[৩৯৫] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণীরা গ্রাম্য আবাসে বর্ষাবাসান্তে শ্রাবস্তীতে আগমন করলেন। ভিক্ষুণীরা সেই ভিক্ষুণীদের জিজ্ঞাসা করলেন,- আর্য্যাগণ! কোথায় বর্ষাযাপন করলেন? ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক প্রবারিতা হয়েছেন কি? না আর্য্যে, ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক প্রবারিতা হইনি। ইহা শুনে যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারা নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, কেন এই ভিক্ষুণীরা বর্ষাবাসান্তেও ভিক্ষু সংঘের নিকট প্রবারণা করলেন না?

বিষয়টি ক্রমান্বয়ে ভগবানের গোচরীভূত হলে, ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভগবান অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, কেন ভিক্ষুণীরা বর্ষাবাস সমাপ্ত করলেও ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক প্রাবরণা করলো না? তাদের এই আচরণে কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৩৯৬] **"যেই ভিক্ষুণী বর্ষাবাস সমাপনান্তে উভয় সংঘ কর্তৃক দৃষ্ট, শ্রুত ও সন্দেহ এই তিন স্থানে প্রবারিত হবে না, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৩৯৭] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'বস্‌সং বুত্থ' বলতে বর্ষার পুর্বের তিনমাস, অথবা পরবর্তী তিন মাস ভিক্ষুসংঘ, ভিক্ষুণীসংঘ, এই উভয় সংঘ কর্তৃক দৃষ্ট, শ্রুত ও সন্দেহ এই ত্রিবিধ স্থানে যদি প্রবারিত না হয়, তাহলে ধুর নিক্ষিপ্ত মাত্রই পাচিত্তিয় আপত্তি হবে।

[৩৯৮] **অনাপত্তি ঃ-** বিস্মৃতি হেতু, অনুসন্ধানের পরেও লাভ না করলে, রোগের কারণ, বিপদে পড়ে, উন্মাদ হওয়াতে এবং প্রথম দোষকারীর কোন অপরাধ নেই।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৮। অষ্টম শিক্ষাপদ

[৩৯৯] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শাক্যরাজ্যের কপিলাবস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের আবাসে উপস্থিত হয়ে উপদেশ দান করতেন। ভিক্ষুণীরা ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের বললেন, আসুন আর্য্যাগণ! উপদেশ শুনতে যাবো। একথা শুনে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা বললেন, আয্যাগণ! আমরা এখন উপদেশ শুনতে যাবো না। আর্য্য ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা উপদেশ দানের জন্য এখানে আগমন করে আমাদেরকে উপদেশ দান করবেন। যে ভিক্ষুণীরা অল্পেচ্ছু, তারা এতে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, " ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কেমন যে, তারা ভিক্ষুণীদের জন্যে সংঘ কর্তৃক নির্দিষ্ট উপদেশ দান সভায় যাচ্ছেন না?

ভিক্ষুণীরা বিষয়টি নিয়ে ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সংঘ কর্তৃক নির্দিষ্ট ভিক্ষু হতে উপদেশ গ্রহণে যাচ্ছে না? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ করে প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে বা প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বর্দ্ধনে সহায়ক নহে। অধিকন্তু তাঁর বিপরীতই হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এ কারণেই ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করছি–

[৪০০] **"যেই□□বে না সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় হবে।"**

[৪০১] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'ওবাদো' বলতে অষ্টগুরুধর্মে উপদেশ বুঝায়। 'সংবাসো' বলতে একই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিনয়কর্ম, একই উদ্দেস এবং সমশিক্ষা বুঝায়। 'উপদেশ গ্রহনে বা সংবাসে গমন করবো না' এরূপ চেতনায় অবস্থার পরিবর্তন ক্ষনেই পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[৪০২] **অনাপত্তি ঃ-** বিস্মৃতি বশত, অনুসন্ধান করেও দ্বিতীয় কোন ভিক্ষুণী না পাওয়াতে, অসুস্থতা কারনে, বিপদে পড়ে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদি কর্মিকের ক্ষেত্রে এমন অপরাধ ক্ষমা যোগ্য।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৯। নবম শিক্ষাপদ

[৪০৩] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিন্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা উপোসথ করে, তা জিজ্ঞাসা করতেন না; উপদেশ যাচঞা করতেন না। ভিক্ষুরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন আর ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন- "কেমনতরো ভিক্ষুণী তারা? কেন তারা উপোসথ করে জিজ্ঞাসা করেন না, উপদেশ প্রার্থনাও করেন না?" ভিক্ষুনীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, তারা কেমনতরো ভিক্ষুণী? কেন তারা উপোসথ জিজ্ঞাসা করে না, উপদেশ যাচঞাও করে না? ভিক্ষুগণ! তাদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দস করছি-

[৪০৪] **"প্রতি অর্ধমাসে ভিক্ষুণীগণকে ভিক্ষুগণকে ভিক্ষুসংঘ হতে দুইটি ধর্ম প্রত্যাশা করতে হবে- উপোসথ জিজ্ঞাসা এবং উপদেশ শ্রবণ। ইহার ব্যতীক্রমে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৪০৫] 'অন্ধদ্ধমাসন্তি' অর্থে প্রতি অর্ধমাসে তথা প্রতি উপোসথ দিবসে। 'উপোসথো' অর্থে দুই উপোসথ, যথা- চতুদ্দসী এবং পঞ্চদশী। 'ওবাদো' অর্থে অষ্টবিধ গুরুধর্ম। উপোসথ করে জিজ্ঞাসা না করলে, উপদেশ যাচঞা না করলে, মত পরিবর্তনের ক্ষণেই পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[৪০৬] **অনাপত্তি ঃ-** বিস্মৃতির কারণে, অনুসন্ধান করেও দ্বিতীয় কোন ভিক্ষুণী পাওয়া না গেলে, অসুস্থতা বশতঃ বিপদে পড়ে, উম্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের দোষ হয় না।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০। দশম শিক্ষাপদ

[৪০৭] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিন্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণীর পাছাভাগে ফোঁড়া (গন্ড) হলে, এক পুরুষকে দিয়ে একাকী সেই ফোঁড়া ভেদন করছিলেন। এমতাবস্থায় সেই পুরুষটি ভিক্ষুণীকে দূষিত করতে উপক্রম করলে ভিক্ষুণী চিৎকার করলেন। এতে অন্যান্য ভিক্ষুণীরা দৌড়ে তথায় উপস্থিত হয়ে তার চিৎকারের কারণ জানতে চাইলেন। ভিক্ষুণী ঘটনা জানালে, যে সকল ভিক্ষুনী অল্পেচ্ছু তারা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন, ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, এই ভিক্ষুণী কেন পাছাজাত গণ্ডকে ভেদন করতে একাকিনী হয়ে পুরুষকে নিয়োজিত করলো?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ নিয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা জ্ঞাত করালেন। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকশ করে বললেন, এ কেমন ভিক্ষুণী যে, তার পাছাভাগে জাত গণ্ড, একাকিনী হয়ে পুরুষের দ্বারা ভেদন করাচ্ছে? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে তা জানালে, ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ; কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করবো-

[৪০৮] **"যেই ভিক্ষুণী পাছাভাগে জাত গণ্ড বা যে কোন প্রকার ব্রণ ভিক্ষুণী সংঘ বা গণের অনুমতি ছাড়া একাকী কোন পুরুষকে দিয়ে ভেদন, ফালন, ধোবন, আলিম্পন, বন্ধন বা মোচন করাবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ**

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হবে।"

[৪০৯] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'পসাখং' নাভির নিম্নভাগ হতে হাঁটুর উপরিভাগ পর্যন্ত। 'জাতান্তি' অর্থে জন্ম নেয়া। 'গণ্ডো' বলতে যে কোন ফোঁড়া। 'রুহিতং' বলতে যেকোন প্রকার ব্রণ। 'অনপলোকেত্বা' অর্থে বিনা জিজ্ঞাসায়। 'সংঘো' বলতে এখানে ভিক্ষুনী সংঘকে বলা হচ্ছে। 'গণো' বলতে এখানে যেকোন ভিক্ষুণীদেরকে বুঝাচ্ছে। 'পুরিসো' বলতে যারা বিজ্ঞতা বলে দূষিত করতে সক্ষম তেমন মনুষ্য জাতীয় পুরুষকে বুঝাচ্ছে; যক্ষ, প্রেত বা তির্য্যগ জাতীয় নহে; যারা বিজ্ঞতা বলে দূষিত করতে সক্ষম। 'সদ্ধিন্তি' বলতে একত্রে। 'একেনেকাতি' বলতে পুরুষ হউক বা ভিক্ষুণী হউক।

[৪১০] এদের যে কাউকে ভেদনের জন্যে আনায়নে দুক্কট অপরাধ এবং ভেদন করা হলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ধোবনের জন্যে আনয়নে দুক্কট হয়; ধোবন শেষ হলে পাচিত্তিয় হয়। লেপনের জন্যে আনয়নে দুক্কট হয়; লেপন শেষ হলে পাচিত্তিয় হয়। বন্ধনের জন্যে আনয়নে দুক্কট হয়; বন্ধন শেষ হলে পাচিত্তিয় হয়। মোচনের জন্যে আনয়নে দুক্কট হয়; মোচন শেষ হলে পাচিত্তিয় হয়।

[৪১১] **অনাপত্তি ঃ-** অনুমতি নিয়ে ভেদন করলে, ফালন করলে, ধোবন করলে, লেপন করলে, মোচন করলে, বিজ্ঞতায় দ্বিতীয় পর্যায়ভূক্ত হলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে দোষ হয় না।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[আরামবর্গ ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭। গর্ভিনী বর্গ

১। প্রথম শিক্ষাপদ

[৪১২] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা গর্ভবতীকে উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। তারা পিণ্ডাচরণে গেলে লোকেরা উপহাস করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষু কর্তৃক গর্ভ প্রাপ্ত আর্য্যাকে বেশী করে দাও। লোকেরা এভাবে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, ভিক্ষুণীরা কেমন যে, গর্ভিণীকেও উপসম্পদা দিচ্ছেন? ভিক্ষুণীরা জনগণের এই নিন্দাবাদ শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারাও এভাবে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে তা জানালে, ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা গর্ভিণীকে উপসম্পদা দিচ্ছে? তাদের এ আচরণে হে ভিক্ষুগণ! কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন, বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধি হবে না। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৪১৩] **"যেই ভিক্ষুণী গর্ভিনীকে উপসম্পদা দেবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৪১৪] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'গব্ভিনী' বলতে গর্ভে সত্ত্বধারণ বুঝায়। 'বুট্ঠয়্যোতি' বলতে উপসম্পদা দেয়া। 'বুট্ঠাপেস্সামীতি' উপসম্পদা দেবো এরূপ চেতনায় গণ বা আচার্য্যা কর্তৃক পাত্র চীবরাদি সংগ্রহ করে, সীমায় সমবেত হলে দুক্কট অপরাধ হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন এবং দুইবার কর্মবাক্য পাঠ করলে দুক্কট; কর্মবাক্য সমাপ্তিতে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় হয়। গণ ও আচার্য্যার দুক্কট আপত্তি হয়।

[৪১৫] গর্ভিণীকে গর্ভিণী ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় হয়। 'গর্ভিণী' কিনা তা ভূলে গিয়ে উপসম্পদা দিলে দুক্কট হয়। গর্ভিণীকে অগর্ভিনী ধারণায় উপসম্পদা দানে কোন দোষ নেই। অগর্ভিণীকে গর্ভিণী ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অগর্ভিণী কি-না ভূলে গেলেও দুক্কট হয়। অগর্ভিণীকে অগর্ভিণী ধারণায় কোন দোষ নেই।

[৪১৬] **অনাপত্তি ঃ-** গর্ভিণীকে গর্ভিনী ধারণায়, অগর্ভিনীকে অগর্ভিনী ধারণায়, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের দোষ নেই।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

২। দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

[৪১৭] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা দুগ্ধদাত্রী মাতা ও ধাত্রীকে উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। তারা যখন পিণ্ডচারণে যায়, তখন লোকেরা উপহাস করে বলতে লাগলো, ওহে! আর্য্যাকে তার শিশুটির জন্যেও দাও, তিনি যে দুই জনের প্রার্থী।

ভিক্ষুণীরা জনগণের এই নিন্দাবাদ শুনছেন। যে সকল ভিক্ষুণী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অল্পেচ্ছু তারাও একইভাবে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে তা জানালে, ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা দুগ্ধবতীদের এভাবে উপসম্পদা দিচ্ছে? ভিক্ষুগণ! তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৪১৮] **"যেই ভিক্ষণী দুগ্ধবতীকে উপসম্পদা দেবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

[৪১৯] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'পায়ন্তী' বলতে মাতা বা দুগ্ধদাত্রী। 'বুট্ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা দেয়া। উপসম্পদা দেবো এই সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্য্যা কর্তৃক পাত্র বা চীবর সংগ্রহ করলে দুক্কট আপত্তি হয়; সীমায় সমবেত হলে দুক্কট আপত্তি হয়; প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন করলে দুক্কট হয়। দুইবার কর্মবাক্য পাঠে দুক্কট আপত্তি হয়। কর্মবাক্য পাঠ শেষ হলে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় আপত্তি এবং গণ ও আচার্য্যার দুক্কট আপত্তি হয়।

[৪২০] দুগ্ধবতীকে দুগ্ধবতী ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় হয়। 'দুগ্ধবতী' কিনা তা ভূলে গিয়ে উপসম্পদা দিলে দুক্কট হয়। দুগ্ধবতীকে অদুগ্ধবতী ধারণায় উপসম্পদা দানে কোন দোষ হয় না। অদুগ্ধবতীকে দুগ্ধবতী ধারণায় উপসম্পদা দানে দুক্কট আপত্তি হয়। অদুগ্ধবতী কি-না ভূলে গেলেও দুক্কট হয়। অদুগ্ধবতীকে অদুগ্ধবতী ধারণায় কোন দোষ নেই।

[৪২১] **অনাপত্তি ঃ-** দুগ্ধবতীকে অদুগ্ধবতী ধারণায় উপসম্পদা দানে, অদুগ্ধবতীকে অদুগ্ধবতী ধারণায় উপসম্পদা দানে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের দোষ নেই।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৩। তৃতীয় শিক্ষাপদ

[৪২২] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা শিক্ষামনাদের ছয়ধর্ম দ্বি বৎসর যাবত শিক্ষা না দিয়েই উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। ফলে তারা মূর্খা, অদক্ষা হয়ে যোগ্য-অযোগ্য হয়ে (কপ্পিয়-অকপ্পিয়) কি, এ বিষয়ে কিছু জানতে পারছিলেন না। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছুক, এ জন্যে তারা নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন যে, কি করে ভিক্ষুণীরা ছয়টি ধর্ম দুই বছর যাবত শিক্ষা না করে শিক্ষামনাদেরকে উপসম্পদা দিচ্ছেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায় হে ভিক্ষুগণ! কি করে ভিক্ষুণীরা দুই বছর শিক্ষা না করা শিক্ষামনাদেরকে উপসম্পদা দেবে? হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন, বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এভাবে ধর্মদেশনার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "ভিক্ষুগণ! আমি জানচ্ছি যে, শিক্ষামনাকে দুই বৎসর যাবত ছয়টি ধর্ম শিক্ষার্থে 'শিক্ষা সম্মতি দান করতে হবে'। এভাবেই তা দেয়া কর্তব্য- সেই শিক্ষামনাকে সংঘ সমীপে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙঘকে একাংশ করে ভিক্ষুণীসংঘের পাদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এরূপ বলতে হবে, 'হেঁ আর্য্যাগণ! আমি অমুক শিক্ষামনা, অমুক আর্য্যার নিকট দুই বৎসর ছয়ধর্ম শিক্ষা করার জন্যে সংঘের নিকট শিক্ষা অনুমতি প্রার্থনা করছি।'দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার এভাবে যাচঞা করতে হবে। তখন দক্ষ ভিক্ষুণী সংঘ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে এভাবে প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন করবে-

[৪২৩] **প্রজ্ঞপ্তি ঃ-** মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই অমুক আর্য্যা, অমুক নামীয়া শিক্ষামনা হয়ে দুই বৎসর ছয় ধর্ম শিক্ষার জন্যে সংঘের নিকট শিক্ষা সম্মতি প্রার্থনা করছে। সংঘ যদি এই শিক্ষামনাকে অমুক আর্য্যার নিকটে দুই বৎসর ছয়ধর্ম শিক্ষার জন্যে সম্মতি দানে উপযুক্ত সময় বিবেচনা করেন, তা প্রদান করবেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ- আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। অমুক এই আর্য্যা, অমুক আর্য্যার শিক্ষামনা হয়ে দুই বছর ছয়ধর্ম শিক্ষার্থে সংঘের সমীপে শিক্ষাসম্মতি প্রার্থনা করছে। সংঘ শিক্ষামনাকে দুই বছর ছয়টি ধর্ম শিক্ষার জন্যে শিক্ষাসম্মতি দিচ্ছেন। যেই আর্য্যার এতে সম্মতি আছেন, তিনি নীরবে থাকবেন। যার সম্মতি নেই তিনি নিজ অভিমত ব্যক্ত করবেন।

ধারণা ঃ- সংঘ কর্তৃক অমুক শিক্ষামনাকে দুই বৎসর ছয়টি ধর্ম শিক্ষার জন্যে সম্মতি দান করছেন। সংঘের সকলে তা সমর্থ করছেন বলে নীরব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আছেন। আমি এরূপই ধারণা করছি।

[৪২৪] সেই শিক্ষামনাকে তখন এ সকল বলাতে হবে- ১.'প্রাণীহত্যা হতে বিরতি'কে দুই বছরের জন্যে অলঙ্ঘনীয় শপথরূপে গ্রহণ করছি। ২. 'অদত্ত গ্রহন বিরতি' কে দুই বছরের জন্যে অলঙ্ঘনীয় শপথরূপে গ্রহণ করছি। ৩. 'কাম সংসর্গ বিরতি' কে দুই বছরের জন্যে অলঙ্ঘনীয় শপথরূপে গ্রহণ করছি। ৪. 'মিথ্যাকথা বিরতি' কে দুই বছরের জন্যে অলঙ্ঘনীয় শপথরূপে গ্রহণ করছি। ৫. 'সুরা মেরেয়, মদ্য এবং প্রমাদকর স্থান বর্জন' কে দুই বছরের জন্যে অলঙ্ঘনীয় শপথরূপে গ্রহণ করছি। ৬. 'বিকাল ভোজন বিরতি' কে দুই বছরের জন্যে অলঙ্ঘনীয় শপথরূপে গ্রহণ করছি।

অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষুণীদেরকে অনেক পর্যায়ে ভর্ৎসনা করলেন, দুর্ভরতার জন্যে...। এবং ভিক্ষুগণকে বললেন, হে ভিক্ষুগণ! এ কারনেই আমি ভিক্ষুণীদেরকে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করবো-

[৪২৫] **"যেই ভিক্ষুণী দুই বছর ছয়টি ধর্ম অশিক্ষাকামী শিক্ষামনাকে উপসম্পদা দেবে, তার পাচিত্তিয় হবে।"**

[৪২৬] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'দ্বে বস্সানীতি' বলতে দুই বৎসর। 'অসিকখিত সিক্খা' বলতে শিক্ষাদান হীন, শিক্ষা দিলেও কোপিতা হয় এমন অবস্থা। 'বুট্ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা বুঝায়। উপসম্পদা দেবো এমন সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্য্যা কর্তৃক পাত্র চীবর সংগ্রহ করা হলে দুক্কট, সীমায় সমবেত হলে দুক্কট হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট হয়। দুইবার কর্মবাক্য পাঠে দুক্কট হয়। কর্মবাক্য অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় হয় এবং গণ ও আচার্য্যার দুক্কট আপত্তি হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[৪২৭] **অধর্মত ঃ-** কর্মকে ধর্মসম্মত ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'ধর্মসম্মত' কি-না তা ভূলে গিয়ে উপসম্পদা দিলে পাচিত্তিয় হয়। ধর্মসম্মতকে অধর্মতঃ বলে ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয় । অধর্মতঃকে ধর্মসম্মতঃ ধারণায় দুক্কট হয়। অধর্মতঃ করা হয়েছে এটা ভুলে গেলে দুক্কট হয়। অধর্মতঃকে অধর্মতঃ ধারণায় দুক্কট হয়।

[৪২৮] **অনাপত্তি ঃ-** দুই বছর ছয়ধর্ম শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষামনাকে উপসম্পদা দিলে, উন্মাদ অবস্থায় উপসম্পদা দিলে এবং আদি কর্মিকের দোষ গণ্য হয় না।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৪। চতুর্থ শিক্ষাপদ

[৪২৯] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে দুই বছর ছয়ধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিতাগণকে সংঘের অসম্মতিতে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। ভিক্ষুণীরা তাদেরকে যখন বললেন, হে শিক্ষামনা ইহা জান, এটা দাও, ওটা আন, ইহা প্রয়োজন, ইহা কপ্পিয় (উপযুক্ত) করো। তারা এ সকল শুনে বলতে লাগলো, না আর্য্যে, আমরা শিক্ষামনা নহি, ভিক্ষুণী বলেই জানবেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ কারনে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেনা তারা ছয়ধর্ম দুই বছরের শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে সংঘের অনুমতি বিনা উপসম্পদা দিচ্ছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ নিয়ে অভিযোগ করলে ভিক্ষুগণ তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান ইহা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কেমন আচরণ! কেন ভিক্ষুণীরা ছয়ধর্ম দুই বছরের শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে সংঘের অনুমতি বিনা উপসম্পদা দিচ্ছে? ভিক্ষুগণ তাদের এ আচরণ কিছূতেই অশ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা উৎপাদনে বা শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। ভগবান ভর্ৎসনা পূর্বক ধর্মকথা বলে ভিক্ষুগণকে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করছি, দুই বছর ছয়ধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিতগণকে উপসম্পদায় সম্মতি দান করবে। এভাবেই তা দেয়া কর্তব্য।

দুই বছর ছয়ধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষার্থীনীদের প্রতি তিনজন সংঘের নিকট উপস্থিত করে উত্তরাসংঘ একাংশ করে ভিক্ষুণীদের পদে বন্দনাপূর্বক পদাগ্রে ভার রেখে করজোড়ে এভাবে বলাতে হবে-

"আর্য্যাগণ! আমরা অমুক অমুক নামীয় শিক্ষামনা দুই বছর ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় সংঘের নিকট উপসম্পদা প্রার্থনা করছি।"

[দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার একইভাবে যাচঞা করাতে হবে।]

দক্ষ ভিক্ষুণী সংঘ সম্মতিতে সংঘকে এভাবে জ্ঞাত করাবে-

[৪৩০] **প্রজ্ঞপ্তি ঃ-** আর্য্যা সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক অমুক নামের এই আর্য্যগণ দুই বছর ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় সংঘের নিকটে উপসম্পদা সম্মতি প্রার্থনা করছে। যদি সংঘ উপযুক্ত বিবেচনা করেন, অমুক নামীয় ছয়ধর্মে দুই বছর শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষামনাদেরকে উপসম্পদা সম্মতি দিতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ- আর্য্যা সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক অমুক নামের এই আর্য্যাগণ দুই বছর ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষামনা সংঘের নিকটে উপসম্পদা সম্মতি প্রার্থনা করছে। সংঘ অমুক অমুক নামীয় দুই বছর ছয় ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষামনাদেরকে উপসম্পদা সম্মতি দিচ্ছেন। যেই আর্য্যা অমুক নামীয় শিক্ষামনাদের দুই বছর ছয় ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিতগণকে উপসম্পদা সম্মতি দানকে সমর্থন করেন, তিনি নীরব থাকুন। যিনি সমর্থন করেন না তিনি নিজ অভিমত ব্যক্ত করুন।

ধারণা ঃ- সঙঘ কর্তৃক ছয়ধর্মে দুই বছরের শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষামনাদেরকে উপসম্পদা সম্মতি দেয়া হলো। মাননীয় সংঘ তা সমর্থন করেন বলে নীরব আছেন। আমি এরূপ ধারণা পোষণ করছি।

অতঃপর ভগবান, সেই ভিক্ষুণীদেরকে অনেক প্রকারে ভর্ৎসনা করে, দুর্ভরতা, সুপোষতার প্রশংসা করে বললেন, ভিক্ষুগণ! এ কারণে আমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করবো-

[৪৩১] **"যেই ভিক্ষুণী দুই বছর ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষাদানকে সংঘের অসম্মতিতে উপসম্পদা দেবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৪৩২] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'দ্বে বস্সানীতি' বলতে দুই বৎসর। 'অসিকখিত সিক্খা' বলতে শিক্ষাদান হীন, শিক্ষা দিলেও কোপিতা হয় এমন অবস্থা। 'বুট্ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা বুঝায়। উপসম্পদা দেবো এমন সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্য্যা কর্তৃক পাত্র চীবর সংগ্রহ করা হলে দুক্কট, সীমায় সমবেত হলে দুক্কট হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট হয়। দুইবার কর্মবাক্য পাঠে দুক্কট হয়। কর্মবাক্য অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় হয় এবং গণ ও আচার্য্যার দুক্কট আপত্তি হয়।

[৪৩৩] ধর্মতঃ কর্মকে ধর্মতঃ কর্ম ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় হয়। ধর্মতঃ কর্ম কথাটি ভুলে গিয়ে উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় হয়। ধর্মতঃ কর্মকে অধর্মতঃ কর্ম ধারণায় উপসম্পদা দানে দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মতঃ কর্ম করা হয়েছে, এই কথাটি ভুলে গেলে দুক্কট হয়। অধর্মতঃ কর্মকে অধর্মতঃ কর্ম ধারণায় দুক্কট হয়।

[৪৩৪] **নির্দোষিতা ঃ-** ছয়ধর্মে দুই বৎসর শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষার্থীকে সংঘের সম্মতিতে উপসম্পদা দিলে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের কোন অপরাধ নেই।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

---ঃ০ঃ---

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। পঞ্চম শিক্ষাপদ

[৪৩৫] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণীরা পুরুষের আওতায় বারো বছরের কম বয়সীদের উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। তারা শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, ডংস, মশক, বায়ু-তাপ, সরীসৃপ সংস্পর্শ সহনে অক্ষম, দূরাদূরে গমনে অক্ষম, বাক্যালাপে অসংযত, প্রাণঘাতী শারিরীক দুঃখ বেদনা উৎপত্তিতে, এবং তীব্র-খরতায় ধৈর্য্য ধারণে অক্ষম, কটু, অনাহুত অপ্রিয় বাক্য সহন অক্ষম স্বভাবের হচ্ছে। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা গৃহীজীবনে বারো বছরের কম বয়সীকে উপসম্পদা দিচ্ছেন?.... ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে তারা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীরা গৃহীজীবনে বারো বছর অপূর্ণাকে উপসম্পদা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! বারো বছরের কম হলে, তারা শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা-পিপাসা, ডংস-মশক, বায়ু-তাপ, সর্পাদির দংশন জ্বালা সহনে অক্ষম হয়; দূরাদূর গমনে, উৎপন্ন শারিরীক বেদনায়, প্রাণহরণকারী তীব্রখরা, অনাহুত অপ্রিয় কটুবাক্যাদি সহনে অক্ষম হয়। হে ভিক্ষুগণ! গৃহীজীবনে বারো বছরগতকারীর পক্ষে... (উপরোক্ত প্রতিকূলতা) সহনে সক্ষমতা জন্মে। ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ, কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন করবে না, প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধি করবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মধ্যে বিরূপভাব সৃষ্টি করবে। তাই ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৪৩৬] **"যেই ভিক্ষুণী গৃহীজীবনে পুরুষের সান্নিধ্যে বারো বছরের কম অবস্থানকারিনীকে উপসম্পদা দেবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

[৪৩৭] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'ঊন দ্বাদস বসস্া' বলতে বারো বছর বয়স প্রাপ্ত না হওয়া। 'গিহিগতা' অর্থে পুরুষ সান্নিধ্যে না থাকা। 'বুট্ঠাপেয়্য' বলতে উপসম্পদা দান করা। 'উপসম্পদা দেবো' এমন সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্য্যা পাত্র বা চীবরের সন্ধান করলে, সীমায় সমবেত হলে দুক্কট অপরাধ হয়। দুইবার কর্মবাক্য পাঠে দুক্কট হয় এবং কর্মবাক্য পাঠ শেষে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। গণ এবং আচার্য্যার দুক্কট অপরাধ হয়।

[৪৩৮] বারো বছর অপূর্ণ এ ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। বারো বছর অপূর্ণ, এটা না জেনে উপসম্পদা দিলে দুক্কট অপরাধ হয়। বারো বছরের কমকে পরিপূর্ণ ধারণায় উপসম্পদা দিলে নির্দোষ হয়। বারো বছরের পূর্ণ আছে, কিন্তু তা না জেনে উপসম্পদা দিলে দুক্কট অপরাধ হয়। বারো পূর্ণাকে পূর্ণা ধারণায় উপসম্পদা দিলে কোন দোষ নেই।

[৪৩৯] **নির্দোষিতা ঃ** বারো বছর অপূর্ণাকে পূর্ণা ধারণায় উপসম্পদা দিলে, বারো বছর পূর্ণাকে পূর্ণা ধারণায় উপসম্পদা দিলে, উন্মাদ এবং আদিকর্মি হলে ধর্তব্য নহে।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৬। ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

[৪৪০] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন গৃহীজীবনের পুরুষের আওথায় বারো বছর পরিপূর্ণতায় ছয়ধর্মে দুই বছর শিক্ষায় অশিক্ষিতাকে ভিক্ষুণীরা প্রব্রজ্যা দিচ্ছিলেন। তারা অদক্ষা, মূর্খা হচ্ছিলেন, জানতে পারছিলেন না কপ্পিয় কি, অকপ্পিয় কি। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা ছয়ধর্মে দু'বছরের শিক্ষায় অশিক্ষিত রেখেই কেবল মাত্র গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পরিপূর্ণতায় প্রব্রজ্যা দিচ্ছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণীরা ছয়ধর্মে দু'বছরের শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখেই কেবলমাত্র গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছর পূর্ণ হলেই প্রব্রজ্যা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। না ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। তাদের এ আচরণ তৎ বিপরীত ফলই প্রসব করবে।... এভাবে ভগবান বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ধর্মকথা উত্থাপনপূর্বক ভিক্ষুদের বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি এই আদেশ দিচ্ছি যে, গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পূর্ণতাকে দুই বছরকাল ছয়ধর্মে শিক্ষা গ্রহণের সম্মতি দিতে পারে। এভাবেই ভিক্ষুগণ সেই শিক্ষা সম্মতি দেওয়া কর্ত্তব্য। গৃহীজীবনে বারো বছর বয়স্কাকে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে ভিক্ষুণীদের পাদ বন্দনা করে, উৎকুটিকভাবে উপবেশন পূর্বক করজোড়ে এভাবে বলতে হবে- হে আর্য্যাগণ! আমি অমুক আর্য্যা গৃহীজীবনে বারো বছরের পূর্ণতা প্রাপ্তা। আমি সংঘের সমীপে দুই বছর কাল ছয়ধর্মে শিক্ষা গ্রহণে সম্মতি প্রার্থনা করছি। (দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার এভাবে প্রার্থনা করতে হবে) অতঃপর দক্ষ-সক্ষম ভিক্ষুণী সংঘ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সংঘকে জ্ঞাত করাতে হবে-

[৪৪১] **প্রজ্ঞপ্তি ঃ-** মাননীয়া আর্য্যাগণ! আমার কথা শ্রবণ করুন। এই অমুক নামীয় আর্য্যার গৃহীজীবনে বারো বছর পূর্ণতা প্রাপ্তা হয়ে সংঘের সমীপে দুই বছরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষায় অনুমতি প্রার্থনা করছে। সংঘ যদি উপযুক্ত সময় বিবেচনা করেন তাহলে এই অমুককে গৃহীজীবনে বারো বছরের পূর্ণতায় ছয়ধর্মে দুই বছরকাল শিক্ষা সম্মতি দান করা যেতে পারে। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ- মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার প্রতি মনযোগ দিন। এই অমুক নামীয়া আর্য্যা, গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছর পূর্ণতায় সংঘ সমীপে ছয়ধর্মে দুই বছরকাল শিক্ষা 'সম্মতি প্রার্থনা করছে। সংঘ অমুক নামীয়া আর্য্যাকে গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পূর্ণতায় দুই বছর ছয়ধর্মে শিক্ষা গ্রহণের সম্মতি দিচ্ছেন। যেই আর্য্যাগণ এতে সম্মত আছেন, তারা নীরব থাকুন, যারা অসম্মত, তারা নিজ অভিমত ব্যক্ত করুন।

ধারণা ঃ- অমুক নামীয়া আর্য্যা, গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছর পূর্ণতায় তাকে দুই বছর শিক্ষা সম্মতি দানে সমগ্র সংঘ সম্মত আছেন। তাই সকলে নীরব আছেন, আমি এরূপ ধারণা করছি।

গৃহীজীবনে পুরুষের বারো বছর পূর্ণতা প্রাপ্ত সেই প্রার্থিনীকে এভাবে বলতে হবে-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১. প্রাণী হত্যা হতে বিরতিকে দুই বছরকাল অনতিক্রম্য ব্রতরূপে গ্রহণ করছি।

২. অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতিকে দুই বছরকাল অনতিক্রম্য ব্রতরূপে গ্রহণ করছি।

৩. অব্রহ্মচর্য্য আচরণ হতে বিরতিকে দুই বছরকাল অনতিক্রম্য ব্রতরূপে গ্রহণ করছি।

৪. মিথ্যা কথন হতে বিরতিকে দুই বছরকাল অনতিক্রম্য ব্রতরূপে গ্রহণ করছি।

৫. সুরা অহিফেন, মদ ইত্যাদি নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ এবং উক্ত প্রস্তুত করণ স্থানে গমন হতে বিরতিকে দুই বছরকাল অনতিক্রম্য ব্রতরূপে গ্রহণ করছি।

৬. বিকালে ভোজন হতে বিরতিকে দুই বছরকাল অনতিক্রম্য ব্রতরূপে গ্রহণ করছি।

অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষুণীগণকে নানাভাবে অপ্রশংসা করে দুর্ভরতা জন্যে নিন্দা এবং সুভরতা জন্যে প্রশংসা করে ভিক্ষুদের বললেন, হে ভিক্ষুগণ! এ কারণেই আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি-

[৪৪২] **"যেই ভিক্ষুণী গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছর অপূর্ণা, দুই বছরকাল ছয়ধর্মে অনুশীলনে অশিক্ষিতাকে প্রব্রজ্যা দেবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৪৪৩] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। পরিপুণ্ণা দ্বাদস্স বস্স' বলতে বারো বছর বয়স্কা। 'গিহিগতা' বলতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুরুষের অধীনে থাকা বুঝায়। 'দ্বেবস্‌সানি' বলতে দুই বৎসরকাল। 'অসিক্‌খিত সিক্‌খা' বলতে শিক্ষাদান না করা, শিক্ষা দিলেও ক্ষুদ্ধ হওয়া। 'বুট্‌ঠাপেয়্যাতি' বলতে প্রব্রজ্যা দেয়া। প্রব্রজ্যা দেবো, এই সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্য্যা পাত্র বা চীবরের অন্বেষণ করলে, সীমায় সমবেত হলে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট হয়। দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তিতে দুইটি দুক্কট হয়। কর্মবাক্য আবৃত্তির অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। গণ এবং আচার্য্যার দুক্কট অপরাধ হয়।

[৪৪৪] ধর্মতঃ কর্মকে ধর্মতঃ কর্ম ধারণায় প্রব্রজ্যা দানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মতঃ কর্মকে ভূল করে প্রব্রজ্যা দানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মতঃ কর্মকে অধর্মতঃ ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মতঃ কর্মকে ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মতঃ কর্মকে ধর্মতঃ কর্ম ধারণায় দুক্কট হয়।

[৪৪৫] **নির্দোষিতা ঃ-** গৃহীজীবনে বারো বছর পূর্ণতা এবং দু'বছর ছয়ধর্মে সুশিক্ষিতকে প্রব্রজ্যা দানে কোন অপরাধ হয় না।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৭। সপ্তম শিক্ষাপদ

[৪৪৬] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পরিপূর্ণা, ছয়ধর্মে দুই বছর শিক্ষা গ্রহণকারী প্রার্থিনীকে সংঘের অসম্মতিতে দীক্ষা দিচ্ছিলেন। ভিক্ষুণীরা যখন তাদের বললেন- "হে শিক্ষামনা! তোমরা ইহা আন, ইহা দাও, ইহা জান, ইহা অর্থসম্পন্ন, ইহাকে সেবন উপযোগী করো"; তারা তখন এরূপ বলতো-

"হে আর্য্যা! আমরা শিক্ষার্থী নহি, ভিক্ষুণী বলেই জানবেন।" যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তাঁরা এ কারণে, এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন- ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পূর্ণতায় এবং ছয়ধর্মে দুই বছর শিক্ষা সমাপ্তিতে সংঘের অনুমতি ব্যতীত প্রার্থিনীদের উপসম্পদা দিচ্ছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে এ নিয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা সংঘের অনুমতি না নিয়ে কেবল গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পূর্ণতায় এবং ছয়ধর্মে দুই বছর শিক্ষা গ্রহণ করলেই উপসম্পদা দিচেছ? হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তার সংঘের অনুমতি ছাড়াই, কেবলমাত্র গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পূর্ণতায় এবং দুই বছর ছয়ধর্মে শিক্ষা সমাপ্তিতে উপসম্পদা দিচেছ? ভিক্ষুগণ! তাদের এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে র্ভৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এভাবে, অসন্তোষ প্রকাশ করে, ধর্মকথা উত্থাপনপূর্বক ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ! আমি ইহা জানাচ্ছি যে, গৃহীজীবনে বারো বছর পূর্ণতায় দুইবছর কাল ছয়ধর্মের শিক্ষা সমাপ্তকারীকে এভাবেই উপসম্পদা সম্মতি দিতে হবে-

তাকে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে ভিক্ষুণীদের পাদ বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে-

"হে আর্য্যে! আমি অমুক, গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পূর্ণতায় এবং ছয়ধর্মে দুই বছরের শিক্ষা সমাপ্তিতে আর্য্যা সংঘের নিকটে উপসম্পদা সম্মতি প্রার্থনা করছি। (দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার এভাবে যাচঞা করতে হবে)।

অতঃপর দক্ষ ভিক্ষুণী সংঘের আদেশে এভাবে সংঘকে জ্ঞাত করতে হবে-

[৪৪৭] **প্রজ্ঞপ্তি ঃ-** মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। অমুক আর্য্যার অমুক প্রার্থীনী গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পূর্ণতায় এবং দুই বছরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষা সমাপ্তিতে সংঘের সমীপে উপসম্পদা সম্মতি প্রার্থনা করছে। সংঘ যদি উপযুক্ত সময় বলে বিবেচনা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেন, তা হলে তাকে উপসম্পদা সম্মতি দান করবেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ- আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। অমুক আর্য্যার অমুক নামীয় প্রার্থিনী গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছর পূর্ণতায় এবং দুই বছর ছয়ধর্মের শিক্ষা সমাপ্তিতে সংঘের সমীপে উপসম্পদা সম্মতি প্রার্থনা করছে। সংঘ উপযুক্ত সময় বলে বিবেচনা করে; তাকে উপসম্পদা সম্মতি দিচ্ছেন। যে সকল আর্য্যা এতে সম্মত আছেন তারা নীরব থাকবেন। যারা অসম্মত, তারা নিজ বক্তব্য প্রকাশ করবেন।

ধারণা ঃ- গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছর পরিপূর্ণা, ছয়ধর্ম দুই বছর শিক্ষাকামী অমুককে সংঘ উপসম্পদা সম্মতি দিচ্ছেন। সংঘ এতে সম্মত বলে, মৌন আছেন, আমি ইহাই ধারণা করছি।

অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষুণীদের প্রতি নানাভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে দুর্ভরতার জন্যে নিন্দা এবং সুভরতার জন্য প্রশংসা করে...বললেন, এ কারণেই ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৪৪৮] "যেই ভিক্ষুণী গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পূর্ণতায় এবং দুই বছর ছয়ধর্মে শিক্ষা সমাপ্ত সত্ত্বেও কোন প্রার্থিনীকে সংঘের অসম্মতিতে উপসম্পদা দেবে তার পাচিত্তিয় হবে।"

[৪৪৯] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'পরিপুন্ন দ্বাদস বস্সা' বলতে বারো বছর প্রাপ্ত। 'গিহিগতা' বলতে পুরুষের আওতাধীন থাকা। 'দ্বেবস্সানী' বলতে দুই সংবৎসর। 'সিক্খিত সিক্খা' বলতে ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত। 'অসম্মতা' বলতে প্রজ্ঞপ্তি ও দ্বিতীয়া কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা সম্মতি প্রদত্ত না হওয়া। 'বুট্ঠাপেয়্যাতি'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলতে উপসম্পদা প্রদত্ত হওয়া। উপসম্পদা দেবো এই সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্য্যা পাত্র বা চীবরের সন্ধান করা গেল, সীমায় সমবেত হলে দুক্কট অপরাধ হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট, দুইবার কর্মবাক্য পাঠে দুইটি দুক্কট। কর্মবাক্যের অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় অপরাধ, গণ এবং আচার্য্যার দুক্কট অপরাধ হয়।

[৪৫০] ধর্মতঃ কর্মকে ধর্মতঃ কর্ম ধারণায় উপসম্পদা দিলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়, ধর্মতঃ কর্মকে ভুলে উপসম্পদা দিলে পাচিত্তিয়। ধর্মতঃ কর্মকে অধর্মতঃ কর্ম ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অধর্মতঃ কর্মকে অধর্মতঃ কর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ। অধর্মতঃ কর্মকে ভুলে করলে দুক্কট অপরাধ হয়। এবং অধর্মতঃ কর্মকে অধর্মতঃ কর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

[৪৫১] **নির্দোষিতা ঃ-** পুরুষের আওতায় বারো বছর পরিপূর্ণকারী এবং ছয়ধর্মে দু'বছর শিক্ষাকামীকে সংঘ সম্মতিতে উপসম্পদা দিলে, উন্মাদ হলে, এবং প্রথম অপরাধকারী হলে কোন দোষ নেই।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

---ঃ০ঃ---

৮। অষ্টম শিক্ষাপদ

[৪৫২] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থুলানন্দা ভিক্ষুণী সহজীবিনীকে উপসম্পদা দিয়ে দুই বছর যাবত আবৃত্তি, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, উপদেশ, অনুশাসন ইত্যাদি দ্বারা নিজেও অনুগ্রহ করলেন না, অন্যের দ্বারা ও অনুগৃহীত করালেন না। ফলে সে মূর্খ, অদক্ষতার কারণে উপযুক্ত, অনুপযুক্ত বলতে কিছুই জানতে পারলো না। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন; আর্য্যা স্থুলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন তিনি সহজীবিনীকে উপসম্পদা দিয়ে দু'বছর যাবত নিজে অনুগ্রহ করলেন না, অপরকে দিয়েও অনুগ্রহ করালেন না?... বিষয়টি ভগবানের গোচরীভূত হলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! স্থুলানন্দার এ কেমন আচরণ?...। ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে র্ভৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এমন হলে ভিক্ষুগণ। আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করবো-

[৪৫৩] **"যেই ভিক্ষুণী সহজীবিনীকে উপসম্পদা দান করে দুই বছর যাবত নিজে অনুগ্রহ করে না, এমনকি অন্যের দ্বারাও অনুগৃহীত করে না, সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৪৫৪] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'সহজীবিনী' বলতে সহ অবস্থানকারিনী বুঝায়। 'বুট্ঠাপেত্বা' বলতে উপসম্পদা দিয়ে। 'দ্বে বস্সানীতি' বলতে দুই সংবৎসর। 'নেব অনুগ্গণহেয়্যাতি' বলতে উদ্দেস, পরিপ্রশ্ন, অনুশাসন ইত্যাদি দ্বারা নিজে অনুগ্রহ করা। 'ন অনুগ্গণ্হাপেয়্যাতি' বলতে অন্যের দ্বারাও অনুগৃহীত না করা। 'দুই বৎসর যাবত নিজেও অনুগ্রহ করবো না, অন্যকে দিয়েও অনুগৃহীত করাবো না' এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ মাত্রই পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[৪৫৫] **নির্দোষিতা ঃ-** স্মৃতি বিভ্রম হেতু, সন্ধান করেও অন্য কোন জনকে না পেলে, বিপদের কারণে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৯। নবম শিক্ষাপদ

[৪৫৬] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা নির্ধারিত দু'বছর সময় কালে উপসম্পদার উপাধ্যায়কে বন্দনা, সেবা কিছুই করতো না। ফলে তারা অদক্ষা হতেন; কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য কিছুই জানতেন না।

যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা উপসম্পদার উপাধ্যায়কে দু'বছরকাল বন্দনা সেবাদি করে না? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা উপসম্পদার উপাধ্যায়কে দু'বছরকাল বন্দনা সেবা কিছুই করে না? হ্যাঁ ভগবান তা সত্যি। ভগবান এতে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন,.... ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে র্ভৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[৪৫৭] **"যেই ভিক্ষুণী উপসম্পদার উপাধ্যায়কে দু'বছরকাল নিজে সেবা-পূজা করবে না তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৪৫৮] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'বুট্ঠাপিতন্তি' বলতে উপসম্পদা দাত্রী। 'পবত্তিনী' বলতে উপাধ্যায়াকে বুঝায়। 'দ্বে বস্সানীতি' বলতে দুই সংবৎসর। 'নানু বন্ধেয়্যাতি' বলতে নিজে স্বয়ং পূজা-বন্দনা না করা। নির্ধারিত 'দুই বছর সেবা পূজা করবো না' এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষণেই পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[৪৫৯] **নির্দোষিতা ঃ-** উপাধ্যায়া মূর্খা হেতু, শীল-বিনয়ের প্রতি অগৌরবকারিনী তথা অলজ্জী হলে, অসুস্থতার কারণে, বিপদে পড়ে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

১০। দশম শিক্ষাপদ

[৪৬০] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী সহজীবিনীকে উপসম্পদা দানের পর শিক্ষাগুরুর দায়িত্ব গ্রহণ নিজেও করেন না, অপরকেও করতে দেন না। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা একারণে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্য্যা স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন তিনি সহজীবিনীকে উপসম্পদা দানের পর নিজেও তাদের শিক্ষাগুরুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন না, এবং অন্যকেও করতে দেন না? এই ভিক্ষুণীরা কি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গুরুগ্রহণ না করেই চলে যান?... ভগবান এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী জিজ্ঞাসা এবং উত্তর দানের পর, নব উপসম্পন্নাদের জন্যে নিজেও গুরুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন না, এবং অন্যকেও গ্রহণ করতে দেন না? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান এতে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন,... ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপ[illegible]য়! [illegible]! [illegible]ক জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৪৬১] **"যেই ভিক্ষুণী সহজীবিনীকে উপসম্পদা দিয়ে নিজেও তার শিক্ষাগরুর দায়িত্ব গ্রহণ করবে না এবং অপরকেও সে দায়িত্ব না দিয়ে কমপক্ষে পাঁচ ছয় যোজন গমন করবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৪৬২] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'সহজীবিনীং' বলতে সহবিহারীনিকে বুঝায়। 'বুট্ঠাপেত্বা' বলতে উপসম্পদা প্রদান করা। নেববূপকারসেয্যাতি' বলতে অপরকেও গ্রহণ না করানো। 'ন বূপকাসেয়্যাতি' অর্থে নিজে গ্রহণ না করা। 'ন বূপকাসাপেয়্যাতি' বলতে অপরকেও গ্রহণ না দেয়া। আমি নিজেও গ্রহণ করবো না, অপরকেও গ্রহণ করতে দেব না এই সিদ্ধান্তে কমপক্ষে পাঁচ ছয় যোজন অতিক্রম ক্ষণেই পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[৪৬৩] **নির্দোষিতা ঃ-** স্মৃতি বিভ্রম হেতু, অনুসন্ধান করেও দ্বিতীয় কোন ভিক্ষুণী পাওয়া না গেলে, বিপদের কারণে এবং উন্মাদ হলে।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[গর্ভিনীবর্গ সপ্তম সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৮। কুমারীভূত বর্গ

১। প্রথম শিক্ষাপদ

[৪৬৪] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণীরা বিশ বছরের কম বয়সী কুমারীদেরকে উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। এতে তারা শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-পিপাসা, ডংস-মশক, বায়ু-তাপ, সরীসৃপ-সংস্পর্শ সহনে অক্ষম, বাক্যলাপে, শারিরীক দুঃখ বেদনা উৎপত্তিতে, প্রাণঘাতী তীব্র খরায় ধৈর্য্য ধারণে অক্ষম; কটু, অনাহুত, অপ্রিয়বাক্য সহনে অক্ষম স্বভাবের হচ্ছিল।

যে ভিক্ষুণীরা অল্পেচ্ছু তারা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা বিশ বছরেরর কম বয়সীনীকে উপসম্পদা দিচ্ছেন?..... বিষয়টি ভগবানের গোচরীভূত হলে, ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা বিশ বছরের কম বয়সীকে উপসম্পদা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্যি। ভিক্ষুগণ! বিশ বছরের কম বয়সী কুমারীরা শীত-উষ্ণ সহনে অক্ষম... কটু অনাহুত প্রাণঘাতী অপ্রিয়বাক্য সহনে অক্ষম হয়। হে ভিক্ষুগণ! তারা বিশ বছর বয়সী হলে, ক্ষমাশীল হয়, শীত-উষ্ণ ক্ষুধা-পিপাসা- সহনশীল হয়,....

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাণঘাতী পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষম জাতীয় হয়। কিন্তু ভিক্ষুণীদের বর্তমান আচরণ, হে ভিক্ষুগণ! কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বর্ধনে সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহু র্ভৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৪৬৫] **"যেই ভিক্ষুণী বিশ বছরের কম বয়সী কুমারীকে উপসম্পদা দেবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৪৬৬] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'ঊনবীসতি বস্সা' বলতে বিশ বছর অপ্রাপ্ত। 'কুমারীভূতা' বলতে শ্রামণেরী বুঝায়। 'বুট্ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা দিলে। 'উপসম্পদা দেবো' এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্য্যা কর্তৃক পাত্র বা চীবরের অনুসন্ধান করলে, অথবা সীমাতে সমবেত হলে, দুক্কট অপরাধ হয়। দুইবার প্রজ্ঞপ্তি এবং দুইবার কর্মবাক্য পাঠ করলে দুইটি দুক্কট অপরাধ হয়। কর্মবাক্যের অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় এবং গণ ও আচার্য্যার দুক্কট অপরাধ হয়।

[৪৬৭] বিশ বছরের কম বয়সীকে কম বয়সী বলে ধারণায় উপসম্পদা দিলে পাচিত্তিয় হয়। বিশ বছরের কম বয়সী, এটা ভুলে গিয়ে উপসম্পদা দিলে দুক্কট অপরাধ হয়। বিশ বছরের কমকে বিশ বছর পরিপূর্ণা ধারণায় উপসম্পদা দিলে অপরাধ হয় না। বিশ বছর পরিপূর্ণাকে অপূর্ণা ধারণায় উপসম্পদা দিলে দুক্কট আপত্তি হয়। বিশ বছরের পরিপূর্ণা একথা ভুলে গিয়ে উপসম্পদা দিলে দুক্কট অপরাধ হয়। পরিপূর্ণাকে পরিপূর্ণা বলে ধারণায় উপসম্পদা দিলে কোন দোষ নেই।

[৪৬৮] **নির্দোষিতা ঃ-** বিশ বছরের কমকে বিশ বছর পরিপূর্ণা ধারণায় উপসম্পদা দিলে, বিশ বছর পূর্ণাকে পূর্ণা ধারণায় উপসম্পদা দিলে, উন্মাদ হলে এবং নিষেধাজ্ঞার পূর্বে হলে।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

২। দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

[৪৬৯] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণীরা বিশ বছরেরপূর্ণ বয়স্কা শ্রামণেরীকে দু'বছরকাল ছয়ধর্মে শিক্ষা না দিয়েই উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। ফলে তারা মূর্খা, অদক্ষা হেতু জানতে পারল না কোনটা কপ্পিয়, কোনটা অকপ্পিয়। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ নিয়ে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা বিশ বছর পরিপূর্ণা শ্রামণেরীকে দু'বছরকাল ছয়ধর্মে শিক্ষা না দিয়ে উপসম্পদা দিচ্ছেন?... ভগবানের নিকটে বিষয়টি গোচরীভূত হলে, ভগবান ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন; ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, বিশ বছর পরিপূর্ণা শ্রামণেরীকে ছয়ধর্মে অশিক্ষিত রেখেই, ভিক্ষুণীরা তাদেরকে উপসম্পদা প্রদান করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভগবান এজন্যে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন,... ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবঙ কোন কোন প্রসন্নদের মনে বিরূপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর।

এভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান জানালেন; ভিক্ষুগণ! আমি জানাচ্ছি যে, আঠারো বছর বয়স্কা শ্রামণেরীকে দু'বছরকাল ছয়ধর্মে শিক্ষা দিতে হবে। এভাবেই সেই শিক্ষাদান সম্মতি দিতে হবে-

সেই আঠারো বছরের শ্রামণেরীকে সংঘের নিকটে উপস্থিত হয়ে, উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে ভিক্ষুণীদের পাদ বন্দনাপূর্বক উৎকুটিত আসনে উপবেশন করতঃ করজোড়ে এরূপ বাক্যে বলতে হবে-

"হে আর্য্যাগণ! আমরা অমুক নামীয়া আর্য্যার শিক্ষা, অমুক অমুক নামীয়া আঠারো কুমারীভূত হয়ে সংঘের নিকটে ছয়ধর্মে দু'বছরকাল শিক্ষা সম্মতি যাচঞা করছি-

[দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও অনুরূপভাবে যাচঞা করা কর্ত্তব্য]

অতঃপর সংঘ সম্মতিতে দক্ষ ভিক্ষুণী কর্তৃক সংঘকে বিষয়টি এভাবে জ্ঞাত করাতে হবে-

[৪৭০] **প্রজ্ঞপ্তি ঃ-** মাননীয় আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শুনুন। অমুক, অমুক নামীয়া আঠারো বছরের কুমারীভূতা সংঘের নিকটে ছয়ধর্মে দুই বছরকাল শিক্ষা গ্রহণের সম্মতি প্রার্থনা করছে। যদি সংঘ অমুক অমুক আর্য্যা আঠারো বছরের কুমারীভূতা কর্তৃক দু'বছরকাল ছয়ধর্মে শিক্ষা সম্মতি প্রার্থনাকে উপযুক্ত সময় বলে বিবেচনা করেন, তাহলে সংঘ আঠারো বছরের অমুক অমুক কুমারীভূতাকে ছয়ধর্মে দু'বছরকাল শিক্ষা সম্মতি দিতে পারেন্ ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ- মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই অমুক অমুক নামীয় আর্য্য আঠারো বছরের কুমারীভূতা হয়ে সংঘের নিকটে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুই বছরকাল ছয়ধর্মে শিক্ষা গ্রহণের সম্মতি প্রার্থনা করছে। আঠারো বছরের কুমারীভূতাকে ছয়ধর্মে দুই বছরকাল শিক্ষা সম্মতি প্রদান করাকে সংঘ যথার্থ সময় বলে বিবেচনা করে অনুমতি দিচ্ছেন। যেই আর্য্যা... ইহা সমর্থন করেন তিনি মৌন থাকবেন। যিনি সমর্থন করেন না; তিনি নিজ অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন।

ধারণা ঃ- মাননীয়া সংঘ কর্তৃক অমুক অমুক নামীয়া আঠারো বছরের কুমারীভূতাকে ছয়ধর্মে দু'বছরকাল শিক্ষা গ্রহণে সম্মতি প্রদান করা হলো। সমগ্র সংঘ ইহা সমর্থন করেন বিধায় মৌন আছেন; আমি এরূপই ধারণা করছি।

অতঃপর সেই আঠারো বছরের কুমারীভূতাকে এরূপই বলতে হবে।

১. আমি দুই বছরের জন্যে প্রাণী হিংসা হতে বিরতি এই অনতিক্রম্য ব্রত গ্রহণ করছি।

২. আমি দুই বছরের জন্যে 'অদত্ত গ্রহণ হতে বিরতি' এই অনতিক্রম্র ব্রত গ্রহণ করছি।

৩. আমি দুই বছরের জন্যে 'অব্রহ্মচর্য্য আচরণ হতে বিরতি' এই অনতিক্রম্য ব্রত গ্রহন করছি।

৪. আমি দুই বছরের জন্যে 'মিথ্যা কথন হতে বিরতি' এই অনতিক্রম্য ব্রত গ্রহণ করছি।

৫. আমি দুই বছরের জন্যে 'সুরা, গাঁজা-আফিম ও মদ সহ প্রমত্তকর স্থানে গমন বিরতি' এই অনতিক্রম্য ব্রত গ্রহণ করছি।

৬. আমি দুই বছরের জন্যে 'মধ্যাহ্নের পরে ভোজন বিরতি' এই অনতিক্রম্য ব্রত গ্রহণ করছি।

অতঃপর ভগাবন ভিক্ষুগণকে অনেক প্রকারে দুর্ভরতার দোষ এবং সুপোষতার গুণ বর্ণনা করে ভিক্ষুগণকে বললেন, হে ভিক্ষুগণ! এ কারণেই আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৪৭১] "যেই ভিক্ষুণী বিশ বছর পরিপূর্ণা কুমারীভূতাকে দু'বছরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষায় অশিক্ষিত রেখে উপসম্পদা দেবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

[৪৭২] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।...। 'পরিপুণ্ণ বীসতি বস্সা' বলতে বিশ বছর প্রাপ্তা। 'কুমারীভুতা' বলতে শ্রামণেরীকে বুঝায়। 'দ্বে বস্সানীতি বলতে দুই সংবৎসর। 'অসিক্খিতা সিক্খা বলতৈ শিক্ষা না দেয়া, শিক্ষা দিলে কূপিতা হওয়া বুঝায়। 'বুট্ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা দেয়া। উপসম্পদা দেবো, এই সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্য্য কর্তৃক পাত্র বা চীবরের অনুসন্ধান বা সীমায় সমবেত হওয়ায় দুক্কট অপরাধ হয়। প্রজ্ঞপ্তিতে দুক্কট। দুইবার কর্মবাক্য পাঠে দুইটি দুক্কট হয়। কর্মবাক্য পাঠ অবসানে তথা ধারণায় উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় অপরাধ এবং গণ ও আচার্য্যার দুক্কট অপরাধ হয়।

[৪৭৩] ধর্মত ঃ ধারণায় উপসম্পদা দিলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ধর্মতঃ কর্মকে ভুলে উপসম্পদা দিলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ধর্মতঃ কর্মকে অধর্মতঃ কর্ম ধারণায় উপসম্পদা দিলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অধর্মতঃ কর্মে ধর্মতঃ কর্ম ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মতঃ কর্ম যে হচ্ছে তা ভুলে দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মতঃ কর্মে অধর্মতঃ কর্ম ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

[৪৭৪] **নির্দোষিতা ঃ-** বিশবর্ষ পরিপূর্ণা কুমারীভূতা হয়ে, দু'বছরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর উপসম্পদা গ্রহণ করলে, উন্মাদ হলে, আদিকর্মিক হলে।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৩। তৃতীয় শিক্ষাপদ

[৪৭৫] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণীরা বিশ বছর পরিপূর্ণা এবং ছয়ধর্মে দু'বছর শিক্ষা প্রাপ্তা কুমারীভূতা (শ্রামণেরী) কে সংঘের সম্মতি ব্যতীত উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। অন্য ভিক্ষুণীরা এভাবে যখন বলছিলেন- এই যে শিক্ষামনা ইহা কি জান? এটা দাওতো। ওটা আন, এটা ব্যবহার উপযোগী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে দাও, ইহা দ্বারাই যথার্থ হয়, ওটা দ্বারা হয় না। তখন তারা বলতে লাগলো, না আর্য্যে! আমরা শিক্ষামনা নহি, আমরা ভিক্ষুণী।

অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণী যারা, তারা তখন এই বলে নিন্দা, আন্দোলন আর ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, তারা কেমন ভিক্ষুণী। কেন তারা বিশ বছর পরিপূর্ণা শ্রামণেরীকে ছয়ধর্মে দু'বছরকাল শিক্ষা দিয়ে সংঘের সম্মতি বিনা উপসম্পদা দিচ্ছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের নিকটে এ নিয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, বিশ বছর পরিপূর্ণা শ্রামণেরীকে ছয়ধর্মের দু'বছরকাল শিক্ষা দিয়ে ভিক্ষুণীরা সংঘ সম্মতি ব্যতীত উপসম্পদা দিচেছ? হ্যাঁ ভগবান তা সত্যি। ভগবান এতে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন; ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ?... তাদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে না। অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। এভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে, ধর্মকথা উত্থাপনপূর্বক ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন,-

"ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করছি যে, পরিপূর্ণা বিশ বছরের কুমারীভূতা ছয়ধর্মে দু'বছরকাল শিক্ষায় শিক্ষিতাকে সংঘ উপসম্পদা দিতে হবে।"

এভাবেই সেই অনুমতি দেয়া কর্ত্তব্য- সেই বিশ বছর পরিপূর্ণা কুমারীভূতাকে দু'বছরকাল ছয়ধর্মে শিক্ষা গ্রহণের পর সংঘের নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে ভিক্ষুণীদের পাদ বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে করজোড়ে এভাবে বলতে হবে মাননীয়া আর্য্যাগণ! আমি অমুক হই। অমুক নামীয়া আর্য্যার নিকটে ছয়ধর্মে দু'বছর শিক্ষায় শিক্ষিত বিশ বছর পরিপূর্ণা কুমারীভূতা হয়ে উপসম্পদার জন্যে সংঘের নিকট সম্মতি প্রার্থনা করছি।

[দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও একইভাবে প্রার্থনা কর্ত্তব্য]

অতঃপর সংঘ আদিষ্ট দক্ষ সামর্থ্যা ভিক্ষুণী সংঘকে এভাবে জ্ঞাত করাবে-

[৪৭৬] **প্রজ্ঞপ্তি ঃ-** মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শুনুন। এই অমুক বিশ বছর পরিপূর্ণা কুমারীভূতা (শ্রামেণেরী), অমুক নামের আর্য্যার নিকটে দু'বছরকাল ছয় ধর্মের শিক্ষা গ্রহণের সমাপ্তিতে সংঘের নিকটে উপসম্পদা গ্রহণ সম্মতি প্রার্থনা করছে। যদি সংঘ সেই বিশ বছর পরিপূর্ণা ছয়ধর্মে দু'বছরকাল শিক্ষিতা কুমারীভূতাকে উপসম্পদার অনুমতি দানে উপযুক্ত কাল বলে বিবেচনা করেন, তা হলে উপসম্পদা গ্রহণে অনুমতি দিতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ– মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অমুক নামীয়া বিশ বছর পরিপূর্ণা কুমারীভূতা, অমুক আর্য্যার নিকটে দু'বছর কাল ছয়ধর্মে শিক্ষিতা হয়ে সংঘের নিকটে উপসম্পদা সম্মতি প্রার্থনা করছে। মাননীয়া সংঘ, সেই বিশ বছর পরিপূর্ণা, ছয়ধর্মে দু'বছরকাল শিক্ষিতা কুমারীভূতাকে উপসম্পদা সম্মতি দান করা যেই আর্য্যা সঠিক মনে করেন তিনি নীরব থাকুন; যিনি সঠিক মনে না করেন তিনি নিজ বক্তব্য ভাষায় ব্যক্ত করুন।

ধারণা ঃ- অমুক নামীয়া বিশ বছর পরিপূর্ণা, ছয়ধর্মে দু'বছরের শিক্ষিতাকে মাননীয়া সংঘ কর্তৃক উপসম্পদা সম্মতি দানকে যথাযথ বিবেচনা করেন বিধায় সংঘ মৌন আছেন; আমি এরূপই ধারণা করছি।

অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষুণীদেরকে ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। ভিক্ষুগণকে বললেন, হে ভিক্ষুগণ! এ কারণেই আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করবো-

[৪৭৭] **"যেই ভিক্ষুণী বিশ বছর পরিপূর্ণা, দুই বছর ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত কুমারীভুতাকে সংঘের সম্মতি ব্যতীত উপসম্পদা দান করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৪৭৮] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়),

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'পরিপুন্না বীসতি বস্সা' বলতে বিশ বছর বয়স প্রাপ্তি। 'কুমারীভূতা' বলতে শ্রামণেরী বুঝায়। 'দ্বে বস্সানীতি' বলতে দুই সংবৎসর। সিক্খিত সিক্খা' বলতে ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। 'অসম্মতা' বলতে দুইবার প্রজ্ঞপ্তি কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা দেয়া। 'উপসম্পদা দেবো' এরূপ সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্য্যা কর্তৃক, পাত্র বা চীবরের অনুসন্ধান করা হলে, অথবা সীমায় সমবেত হলে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট হয়। দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তিতে দুক্কট হয়। কর্মবাক্যের অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় আপত্তি হয় এবং গণ ও আচার্য্যার দুক্কট অপরাধ হয়।

[৪৭৯] ধর্মতঃ কর্মকে ধর্মতঃ কর্ম বলে ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ধর্মতঃ কর্মকে ভুলে উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় হয়। ধর্মতঃ কর্মে অধর্মতঃ কর্ম ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ভুলে অধর্মতঃ কর্মে দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মতঃ কর্মকে অধর্মতঃ কর্ম ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

[৪৮০] **নির্দোষিতা ঃ-** বিশবছর পরিপূর্ণা, দু'বছরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিতা কুমারী ভূতাকে সংঘের সম্মতিতে উপসম্পদা দিলে, উন্মাদগ্রস্ত অবস্থায় হলে এবং প্রথম দোষকারী হলে।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৪। চতুর্থ শিক্ষাপদ

[৪৮১] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণী জীবনে বারো বছরের কম হয়েও সহবিহারীনীকে উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। ফলে তারা মূর্খা অদক্ষা হেতু জানতে পারছে না কপ্পিয় কি, অকপ্পিয় কি । তাদের সহবিহারিনীগণও হয়ে পড়েছেন মূর্খা অদক্ষা। তারা বুঝতে পারছেন না কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য কি। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ নিয়ে নিন্দা, আন্দোলন, ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা ভিক্ষুণীত্বে বারো বছর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কম হয়েও সহবিহারীনীকে উপসম্পদা দিচ্ছেন? তারা ভিক্ষুগণকে এ বিষয় অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা জানালেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা বারো বছরের কম বয়সী হয়েও সহবিহারীনীকে উপসম্পদা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্যি। ভগবান তাতে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললে, কেন ভিক্ষুণীরা বারো বছরের কম বয়সী হয়েও উপসম্পদা দিচ্ছে? তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৪৮২] **"যেই ভিক্ষুণী উপসম্পদায় বারো বছর পূর্ণ না হতে অন্যকে উপসম্পদা প্রদান করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৪৮৩] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। বারো বছর 'ঊনদ্বাদস বস্‌সা' বলতে বারো বছর পূর্ণ না হওয়া। (ভিক্ষুণী জীবনে বারো বছর পূর্ণ না হওয়া), 'বুট্‌ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা দান করলে, উপসম্পদা দান করবো- এই সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্য্যা পাত্র বা চীবরকে অনুসন্ধান করলে, অথবা সীমায় সমবেত হলে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট। দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তিতে দু'বার দুক্কট হয়। কর্মবাক্যের অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় অপরাধ হয় এবং গণ ও আচার্য্যার দুক্কট অপরাধ হয়।

[৪৮৪] **অপরাধহীনতা ঃ-** বারো বছর পরিপূর্ণা হয়ে উপসম্পদা দিলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৫। পঞ্চম শিক্ষাপদ

[৪৮৫] সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা উপসম্পদা বারো বছর পরিপূর্ণা হয়ে সংঘের অসম্মতিতে উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। সেই উপসম্পদা দাতারা মূর্খা, অদক্ষা হচ্ছিলেন। তারা জানছিলেন না কপ্পিয় কি, অকপ্পিয় কি। ফলে তাদের সহবিহারীনীগণও হচ্ছিলেন মূর্খা, অদক্ষা। তারা জানতে পারছিলেন না কপ্পিয় কি, অকপ্পিয় (যোগ্য-অযোগ্য) কি। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন- ভিক্ষুণীরা কেমন যে, তারা বারো বছর পূর্ণা হলেও, সংঘের অসম্মতিতে উপসম্পদা দিচ্ছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন; ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা বারো বছর পূর্ণা হলেও সংঘের অসম্মতিতে উপসম্পদা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন,....ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে ধর্মপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে ভিক্ষুগণকে আমন্ত্রণ জানালেন। বললেন, "ভিক্ষুগণ আমি জানাচ্ছি যে, বারো বছর পরিপূর্ণা ভিক্ষুণীকে উপসম্পদা সম্মতি দিতে হয়। এভাবেই তা দেয়া কর্ত্তব্য, সেই বারো বছর পরিপূর্ণা ভিক্ষুণী, সংঘের সমীপে উপস্থিত হয়ে চীবর একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পাদ বন্দনাপূর্বক উৎকুটিক আসনে বসবে। অতঃপর করজোড়ে এই বাক্য বলবে-

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অমুক নামীয়া ভিক্ষুণী বারো বছর পরিপূর্ণা, সংঘের সমীপে উপসম্পদা সম্মতি প্রার্থনা করছি।"

[দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও অনুরূপ বলতে হবে]

সেই ভিক্ষুণীকে সংঘ কর্তৃক যাচাই করতে হবে প্রার্থিনী (ধর্মবিনয়) দক্ষা এবং লজ্জিনী কি-না। যদি মূর্খা এবং অলজ্জিনী হয় (উপসম্পদা সম্মতি) না দেয়া উচিত। যদি দক্ষা হয়, কিন্তু অলজ্জিনী হয়, সম্মতি না দেয়া কর্ত্তব্য। যদি প্রার্থিনী দক্ষা এবং লজ্জিনী হয়, তবেই উপসম্পদা দানের সম্মতি প্রদান কর্ত্তব্য।

ভিক্ষুগণ! এভাবেই সেই সম্মতি প্রদান করতে হবে-

"দক্ষা ভিক্ষুণী সংঘ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সংঘকে এভাবে জ্ঞাত করাতে হবে-

[৪৮৬] **প্রজ্ঞপ্তি ঃ-** মাননীয়া আর্য্যা সংঘ! আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই অমুক নামীয়া বারো বছর পরিপূর্ণা ভিক্ষুণী সংঘের সমীপে উপসম্পদা প্রদানের সম্মতি প্রার্থনা করছেন। সংঘ যদি অমুক নামীয়া বারো বছর পরিপূর্ণা ভিক্ষুণীকে উপসম্পদার অনুমতি দান যথার্থ বলে বিবেচনা করেন, তবে সম্মতি দিতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ- মাননীয়া আর্য্যা। আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। অমুক নামীয়া বারো বছর পরিপূর্ণা ভিক্ষুণী সংঘ সমীপে উপসম্পদা সম্মতি প্রার্থনা করছে। সংঘ অমুক নামীয়া বারো বছর পরিপূর্ণা ভিক্ষুণীকে উপসম্পদা সম্মতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দিচ্ছেন। যেই আর্য্যা এতে সম্মত আছেন, তিনি মৌন থাকুন, যিনি অসম্মত তিনি নিজ বক্তব্য ভাষায় ব্যক্ত করুন।

ধারণা ঃ- বারো বছর পরিপূর্ণা অমুক নামীয়া ভিক্ষুণীকে উপসম্পদা দানে সমগ্র সংঘ সম্মত আছেন বিধায় সকলেই মৌন আছেন, আমি এরূপ ধারণা করছি।

অতঃপর ভগবান, সেই ভিক্ষুণীদেরকে ভগবান বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৪৮৭] **"যেই ভিক্ষুণী (তার উপসম্পদা জীবনে) দ্বাদশ বছর পরিপূর্ণা হয়েও সংঘের অসম্মতিতে উপসম্পদা দেবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৪৮৮] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'পরিপুন্ন দ্বাদস বস্‌সা' বলতে বারো বর্ষা প্রাপ্তা। 'অসম্মতা বলতে প্রজ্ঞপ্তি ও দুইবার কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা দানের সম্মতি প্রদত্ত না হওয়া। 'বুট্‌ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা প্রদান। 'বুট্‌ঠাপেস্‌সামীতি' এ সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্য্যা কর্তৃক পাত্র বা চীবর অনুসন্ধান করলে বা সীমায় সমবেত হলে দুক্কট অপরাধ হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট। দু'বার কর্মবাক্য আবৃত্তি দ্বারা দুইটি দুক্কট। কর্মবাক্যের অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় অপরাধ হয় এবং গণ ও আচার্য্যার দুক্কট অপরাধ হয়।

[৪৮৯] ধর্ম কর্মকে ধর্মকর্ম ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মকর্মে ভূল করে উপসম্পদায পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মকর্মে অধর্মকর্ম ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অধর্মকর্মকে ধর্মকর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। ভুলে অধর্মকর্মে দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মকর্মকে অধর্মকর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

[৪৯০] **অপরাধহীনতা ঃ-** বারো বছর পূর্ণতায় সংঘ সম্মতিতে উপসম্পদা দিলে, উন্মাদ হলে, আদিকর্মিক হলে।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৬। ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

[৪৯১] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে চণ্ডকালী ভিক্ষুণী, ভিক্ষুণীসংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উপসম্পদা দানের সম্মতি প্রার্থনা করলেন। ভিক্ষুণী সংঘ চণ্ডকালী ভিক্ষুণীকে পরীক্ষা করে বললেন, আর্য্যা। উপসম্পদা দানে আপাততঃ বিরত থাকুন। এই বলে উপসম্পদা দানের অনুমতি দিলেন না। চণ্ডকালী ভিক্ষুণী সাধু! বলে তা মেনে নিলেন। এ সময়ে ভিক্ষুণীসংঘ, অপর এক ভিক্ষুণীকে উপসম্পদা সম্মতি প্রদান করলেন। এতে চণ্ডকালী ভিক্ষুণী ক্ষোভ, নিন্দা, আন্দোলন করে বলতে লাগলেন,- "আমি কি মূর্খা, আমি কি অলজ্জিনী, সংঘ অন্য ভিক্ষুণীদেরকে উপসম্পদা সম্মতি দিতে পারে, অথচ আমাকে পারলেন না?"

যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু.... তারা ইহা শুনে আন্দোলন, নিন্দা, ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এই আর্য্যা চণ্ডকালী কেমন যে, তিনি 'উপসম্পদা দানে এখন বিরত থাকুন' এরূপ বাক্যকে সাধু বলে মেনে নিলেও পাছে নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করছেন?.... ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, চন্ডকালী ভিক্ষুণীকে সংঘ কর্তৃক, 'আর্য্যে! উপসম্পদা দানে আপাততঃ বিরত থাকুন' এরূপ বাক্যকে উত্তম বলে গ্রহণ করে, পাছে নিন্দা বাক্য প্রয়োগ করছে? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! চন্ডকালী ভিক্ষুণীর এ কেমন আচরণ যে, 'আর্য্যা আপাততঃ উপসম্পদা দানে বিরত থাকুন' সংঘের এই বাক্যকে সাধু বলে গ্রহণ করেও পাছে নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করছে?' না ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নহে। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে বিরুপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করবো-

[৪৯২] **"যেই ভিক্ষুণী, 'আর্য্যা! উপসম্পদা দানে আপাততঃ বিরত থাকুন' সংঘের এই বাক্য সাধু বলে গ্রহণ করেও পাছে নিন্দা করে থাকে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৪৯৩] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়),

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অলন্তাব তে অয়্যে বুট্ঠাপিতেনতি' বলতে সেই আর্য্যা, উপসম্পদা দানে আপততঃ বিরত থাকুন, বুঝায়। সাধু! বলে সম্মতি দিয়ে পাছে নিন্দা করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[৪৯৪] **অপরাধহীনতা ঃ-** স্বভাব বশে, প্রবল আবেগ বশে, দ্বেষ, মোহ, ভয় ইত্যাদি বশে নিন্দা করলে, উন্মাদ অবস্থায় করলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৭। সপ্তম শিক্ষাপদ

[৪৯৫] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তী জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে জনৈকা শিক্ষামনা স্থূলনন্দা ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হয়ে উপসম্পদা প্রার্থনা করলো। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী সেই শিক্ষামনাকে বললেন, যদি তুমি আমাকে চীবর দাও, তাহলে উপসম্পদা দেবো; এই বলে উপসম্পদা দিলেন না, উপসম্পদা দানের জন্যে অন্য কোন জনকেও উৎসাহিত করলেন না। অতঃপর সেই শিক্ষামনা, ভিক্ষুণীগণকে একথা জানালো। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু পে.... তারা এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্য্যা স্থূলানন্দা কেন শিক্ষামনাকে এরূপ বলতেছেন যে, 'যদি তুমি আমাকে চীবর দাও, তাহলেই উপসম্পদা দেবো? এরূপ বলে নিজেও উপসম্পদা দিলেন না; উপসম্পদার জন্যে অন্যকেও উৎসাহিত করলেন না। ভিক্ষুনীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী শিক্ষামনাকে বলেছে যে, যদি তুমি আমাকে চীবর দিতে পার, তবে আমি উপসম্পদা দেবো। এরূপ বলে উপসম্পদাও দেয়নি, উপসম্পদার জন্যে উৎসাহও দেখায়নি? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর এ কেমন আচরণ? কেন সে শিক্ষামানাকে বললো, যদি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তুমি আমাকে চীবর দিতে পার তাহলে উপসম্পদা দান করবো? এই বলে সে নিজেও উপসম্পদা দেয়না, উপসম্পদা দানে উৎসাহও দেখায় না? ভিক্ষুগণ! তার এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে বিরুপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এই কারণেই ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৪৯৬] **"যেই ভিক্ষুণী কোন শিক্ষামানাকে বলবে যে, যদি আর্য্যা তুমি আমাকে চীবর দাও, তবেই আমি উপসম্পদা দেবো। এরূপ বলে সে যদি পাছে অন্তরায়কারিনী হয়ে উপসম্পদা দেয় না, এমন কি উপসম্পদা দানে উৎসাহ দেখায় না, তাহলে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৪৯৭] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'সিক্খামানা' বলতে দুই বছর কাল ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত বা অনুশীলনকারী। সচে মে ত্বং অয়্যে চীবরং দস্সসি এবাহন্তং বুট্ঠাপেস্সামীতি' অর্থে আর্য্যে! যদি তুমি আমাকে চীবর দাও, তাহলে উপসম্পদা দেবো। 'নেব বুট্ঠাপেয্যাতি' অর্থে নিজে উপসম্পদা না দেয়া। 'ন বুট্ঠাপনায় উপস্সক্কং করেয়্যাতি' অর্থে অন্যকে অনায়ন করে হলেও উপসম্পদার ব্যবস্থা না করা। আমি নিজেও উপসম্পদা দেব না, অন্যকে দিয়ে উপসম্পদার ব্যবস্থাও করাবো না এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষণেই পাচিত্তিয় হয়।

[৪৯৮] **অপরাধহীনতা ঃ-** স্মৃতি বিভ্রম হেতু, অনুসন্ধান করেও লাভ না করা, রোগের কারণে, বিপদের কারণে, উন্মাদ হেতু এবং আদিকর্মিক হলে।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৮। অষ্টম শিক্ষাপদ

[৪৯৯] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে জনৈকা শিক্ষামানা স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উপসম্পদা প্রার্থিনী হলে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা বললেন, আর্য্যে! যদি তুমি দু'বছরকাল আমার সেবা করো, তবেই তোমাকে উপসম্পদা দেবো। এরূপ বলে নিজেও উপসম্পদা দিলেন না, অন্যের দ্বারা উপসম্পদা দানেও উৎসাহ গ্রহণ করলেন না। শিক্ষামানাটি তখন ভিক্ষুণীদেরকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুণীগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, কেন আর্য্যা স্থূলানন্দা, উপসম্পদা প্রার্থিনীকে বললেন, আর্য্যা! যদি তুমি দু'বছর আমার সেবা করো, তবেই উপসম্পদা দেবো। এরূপ বলে কেন তিনি নিজেও উপসম্পদা দিলেন না, অন্যকেও উপসম্পদা দানে উৎসাহিত করলেন না?

ভিক্ষুণীরা এ বিষয়ে ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা উপসম্পদাকামী শিক্ষামানাকে দু'বছরকাল তাকে সেবা করার শর্তে নিজেও উপসম্পদা দিল না, অন্যের দ্বারা উপসম্পদা দানেও উৎসাহ গ্রহণ করলো না? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। পে..... ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! তার এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে বিরুপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৫০০] **"যেই ভিক্ষুণী শিক্ষামানাকে বলে যে, হে আর্য্যে! যদি তুমি দু'বছরকাল আমাকে সেবা করো, তাহলেই তোমাকে উপসম্পদা দেবো। এরূপ বলে পাছে অন্তরায়কারিনী হয়ে নিজেও উপসম্পদা দেয় না, অন্যে উপসম্পদা দানে উৎসুক্যও দেখায় না। তখন তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"**

[৫০১] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'সিক্খামানা' দু'বছরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত। 'সচে মং ত্বং অয়্যে দ্বে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বস্সানি অনুবন্ধিবস্সমীতি' বলতে দুই বৎসর সেবা করা। 'এবাহন্তং বুট্ঠাপেস্সামীতি' বলতে এমন হলে উপসম্পদা দেবো। 'সাপচ্ছা অন্তরাযিকিনীতি' বলতে অসৎ উদ্দেশ্যে বিঘ্নসৃষ্টিকারিনী। 'নেববুট্ঠাপেয়্যাতি' বলতে নিজে স্বয়ং উপসম্পদা না দেয়া। 'নবুট্ঠাপনায় উস্সুক্কং করেয়্যাতি' অন্যকেও আনায়ন না করা। নিজেও উপসম্পদা দেবো না, অন্যে উপসম্পদা দানেও উৎসাহিত করবো না, এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষণেই পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[৫০২] **অপরাধহীনতা ঃ-** স্মৃতি বিভ্রম হেতু, অনুসন্ধান করেও অন্য কোন জনকে না পেলে, রোগের কারণ, বিপদের হেতু, উন্মাদগ্রস্ততায় এবং আদিকর্মিক হলে।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৯। নবম শিক্ষাপদ

[৫০৩] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী পুরুষ সংশিণ্ঢষ্টা, কুমার সংশিণ্ঢষ্টা, ক্রোধী এবং পরের দুঃখ উৎপত্তিকারিনী চণ্ডকালি শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ কারণে নিন্দা আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন আর্য্যা স্থূলানন্দা পুরুষ সংশিণ্ঢষ্টা, কুমার সংশিণ্ঢষ্টা, ক্রোধী, পরের দুঃখ সৃষ্টিকারিনী চণ্ডকালী শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিলেন?

ভিক্ষুণীরা এ বিষয়ে ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুগণ তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন কি ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা পুরুষ সংশিণ্ঢষ্টা, কুমার সংশিণ্ঢষ্টা, ক্রোধী, পরের দুঃখ সৃষ্টিকারিনী চণ্ডকালী শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিয়েছে? হ্যাঁ ভগবান ? তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ এ কেমন আচরণ? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা কেন সেই পে....চণ্ডকালী শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিল? ভিক্ষুগণ! তার এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে বিরুপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এ কারণেই ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৫০৪] **"যেই ভিক্ষুনী পুরুষ সংশিণ্ঢষ্টা, কুমার সংশিণ্ঢষ্টা, ক্রোধী, অপরের শোক উৎপাদন কারিনী শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দেবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৫০৫] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'পুরিসো' বলতে বিশ বছর বয়স প্রাপ্ত ব্যক্তি। 'কুমারকো' বলতে বিশ বছর অপ্রাপ্ত। 'সংসট্ঠো' বলতে অশোভনভাবে কায়িক-বাচনিক সংশিণ্ঢষ্টতা। 'চণ্ডী' বলতে ক্রোধী বুঝায়। 'সোকবস্সং' বলতে পরকে দুঃখ দিয়ে শোক-তাপ উৎপন্ন করা। 'সিক্খামানা' বলতে ছয়ধর্মে দু'বছরকাল শিক্ষা প্রাপ্ত। 'বুট্ঠাপেয়্যাতি' উপসম্পদা দেয়া। উপসম্পদা দেবো এই সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্য্যাকে সন্ধানে, পাত্র বা চীবর সন্ধানে; অথবা সীমায় সমবেত হলে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট হয়। দু'বার কর্মবাচা আবৃত্তিতে দু'টি দুক্কট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়। কর্মবাক্যের অবসানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[৫০৬] **অপরাধহীনতা ঃ-** না জেনে উপসম্পদা দিলে, উন্মত্ত অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

১০। দশম শিক্ষাপদ

[৫০৭] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী, মাতা-পিতা কর্তৃক, স্বামী কর্তৃক অনুমতিহীন শ্রামণেরী শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। এতে স্বামী ও মাতা পিতারা এই বলে নিন্দা, ক্ষোভ ও আন্দোলন করছিলেন-

"আর্য্যা স্থূলানন্দা কেমন যে, তিনি আমাদের অনুমতিহীন শ্রামণেরীকে উপসম্পদা দিচ্ছেন? ভিক্ষুণীরা স্বামী ও মাতা পিতাদের এই নিন্দা, ক্ষোভ ও আন্দোলনের কথা শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষুনীরা অল্পেচ্ছু তারাও ইহা অবগত হয়ে নিন্দা, ক্ষোভ ও আন্দোলন করতে লাগলেন, কেন আর্য্যা স্থূলানন্দা স্বামী ও মাতা পিতাদের বিনানুমতিতে শিক্ষামানা শ্রামণেরীকে উপসম্পদা দিচ্ছেন?

ভিক্ষুণীরা এ বিষয়ে ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ! স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী, স্বামী ও মাতা পিতাদের অনুমতি ব্যতীত শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিচ্চে? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর এ কেমন আচরণ? কেন সে স্বামী ও মাতা পিতাদের অনুমতি ছাড়া শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিচ্ছে? ভিক্ষুগণ! তার এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে বিরুপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। ভিক্ষুগণ! তাই আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৫০৮] **"যেই ভিক্ষুণী মাতা-পিতা বা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত শিক্ষামনাকে উপসম্পদা দেবে, তার পাচিত্তিয় হবে।"**

[৫০৯] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। পে...'মাতা পিতারো' বলতে জনক জননী বুঝায়। 'সামিকো' বলতে অভিভাবক স্থানীয়কে পরিগ্রহণ করা হয়েছে। 'অননুঞ্ঞাতাতি' বলতে বিনা জিজ্ঞাসায়। 'সিক্খামানং' বলতে দু'বছরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত। 'বুট্ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা দেয়া। উপসম্পদা দেবো এরূপ সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্য্যাকে অনুসন্ধান বা পাত্র বা চীবরের অনুসন্ধান করলে বা সীমায় সমবেত হলে দুক্কট অপরাধ হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট। দু'বার কর্মবাক্য আবৃত্তি দ্বারা দু'টি দুক্কট হয়। কর্মবাক্যের অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় অপরাধ এবং গণ বা আচার্য্যার দুক্কট অপরাধ হয়।

[৫১০] **নির্দোষিতা** ঃ- না জেনে উপসম্পদা দিলে, সম্মতি নিয়ে উপসম্পদা দিলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১। একাদশ শিক্ষাপদ

[৫১১] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী পারিবাসিক ব্রত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দেবো, এই উদ্দেশ্যে স্থবির ভিক্ষুগণকে সমবেত করালেন। প্রচুর খাদ্য ভোজ্যের আয়োজন দেখে স্থবির ভিক্ষুগণ বললেন, আর্য্যা! আপনার দ্বারা পরিবাস ব্রতের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে বিধায় আমরা এই শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিতে পারবো না। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী স্থবিরগণকে যেতে দিয়ে (প্রত্যাখ্যান করে) দেবদত্ত, কোকালিক, কটমোরক তিষ্য, খণ্ডদেবীর পুত্র, সমুদ্র দত্তপ্রমূখকে সমবেত করে শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা ...পে একারণে নিন্দা, ক্ষোভ ও আন্দোলন প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্য্যা স্থূলানন্দা কেমন যে, তিনি পারিবাসিক ব্রত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিলেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা পরিবাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্যি। না ভিক্ষুগণ! তার এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে বিরুপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদের উদ্দেস করবো-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[৫১২] **"যেই ভিক্ষুণী পারিবাসিক ছন্দ দান (ইচ্ছা প্রকাশ) করে, শিক্ষামনাকে উপসম্পদা দেবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৫১৩] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'পারিবাসিক ছন্দ দানেনাতি' বলতে পরিবাস গ্রহণের ইচ্ছা পরিষদকে জ্ঞাত করানো। 'সিক্খামানা' অর্থে দু'বছরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত। 'বুট্ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা দেয়া। উপসম্পদা দেবো, এই সিদ্ধান্তে গন বা আচার্য্যকে অন্বেষণ বা, পাত্র চীবর অন্বেষণ করলে, অথবা সীমায় সমবেত হলে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট হয়। দু'বার কর্মবাক্যের আবৃত্তিতে দু'বার দুক্কট হয়। কর্মবাক্যের অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এবং গণ বা আচার্য্যার দুক্কট হয়।

[৫১৪] **অপরাধহীনতা ঃ-** উপসম্পদার উদ্দেশ্যে সমবেত নহে এমন পরিষদ কর্তৃক উপসম্পদা দানে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের।

[একাদশ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

১২। দ্বাদশ শিক্ষাপদ

[৫১৫] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা আবাসিক সুযোগ সুবিধা ছাড়া প্রতিবছর উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। লোকেরা এজন্যে নিন্দা, ক্ষোভ ও আন্দোলন করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা আবাসিক সুযোগ-সুবিধা ব্যতীত প্রতিবছর উপসম্পদা দিচ্ছেন? ভিক্ষুণীরা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জনগণের এই নিন্দা, ক্ষোভ ও আন্দোলন অবগত হলে, অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা ও একই ভাবে নিন্দা আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন।

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা প্রতিবছর আবাসিক সুযোগ ব্যতীত উপসম্পদা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, কেন ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীরা প্রতিবছর এভাবে উপসম্পদা দিচ্ছে? হে ভিক্ষুগণ! তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে বিরুপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৫১৬] **"যেই ভিক্ষুণী আবাসিক সুযোগ-সুবিধা ব্যতীত অনুবৎসর উপসম্পদা দেবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

[৫১৭] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অনুবস্সন্তি' অর্থে প্রতিবছর। 'বুট্ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা দেয়া। 'উপসম্পদা দেবো', এই সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্য্যাকে অনুসন্ধান বা পাত্র-চীবরকে অনুসন্ধান করলে অথবা সীমায় সমবেত হলে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট হয়। দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তিতে দুইটি দুক্কট। কর্মবাক্যের অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় আপত্তি হয়; গণ- এবং আচার্য্যার দুক্কট আপত্তি হয়।

[৫১৮] **অপরাধহীনতা ঃ-** একবছর পর পর উপসম্পদা দানে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিক হলে।

[দ্বাদশ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

১৩। ত্রয়োদশ শিক্ষাপদ

৫১৯। সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা একই বয়সী দুইজনকে একসাথে উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। তাদের কোন আবাসিক সুযোগও থাকলো না। জনগণ এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুণীরা আবাসিক সুযোগ ব্যতীত একই বয়সী দুইজনকে একসাথে উপসম্পদা দিচ্ছেন? জনগণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা ভিক্ষুণীরা শুনতে পেলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরাও এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, পে...।

ভিক্ষুণীরা এ বিষয়ে ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষুণীরা একই বয়সী দুইজনকে একসাথে উপসম্পদা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, কেন ভিক্ষুণীরা সমবয়সী দু' জনকে একসাথে উপসম্পদা দিচ্ছে? হে ভিক্ষুগণ! তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে বিরুপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৫২০] **"যেই ভিক্ষুণী সমবয়সীকে একসাথে উপসম্পদা দেবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৫২১] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'একং বস্সন্তি' বলতে একই বয়সী। 'দ্বেবুট্ঠাপেয়্যাতি' বলতে দু'জনকে একসাথে উপসম্পদা দান। দু'জনকে একসাথে উপসম্পদা দেবো, এই সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্য্যা অনুসন্ধান বা পাত্র-চীবরের অনুসন্ধান করলে, অথবা সীমায় সমবেত হলে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে একটি দুক্কট, দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তিতে দু'টি দুক্কট হয়। কর্মবাক্যের অবসানে উপাধ্যায়ের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পাচিত্তিয় আপত্তি, গণ এবং আচার্য্যার দুক্কট আপত্তি হয়।

[৫২২] **অপরাধহীনতা ঃ-** এক জনের পর একজনকে উপসম্পদা দিলে, উন্মাদগ্রস্ত হলে, আদিকর্মিক হলে।

[ত্রয়োদশ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[কুমারীভূতবর্গ অষ্টম সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৯। ছত্র-পাদুকা বর্গ

১। প্রথম শিক্ষাপদ

[৫২৩] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা ছত্র ধারণ করছিলেন। জনগণ একারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এরা কেমন ভিক্ষুণী যে ছত্র পাদুকা ধারণ করছে? যেন কামভোগী গৃহিণী। ভিক্ষুণীরা সেই জনগণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কেন ছত্র পাদুকা ধারণ করছেণ?..

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয় অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। তখন ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা ছত্র পাদুকা ধারণ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কেমন কথা যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা ছত্র পাদুকা ধারণ করবে? তাদের এ আচরণ, হে ভিক্ষুগণ! কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন, বা প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বর্ধনে সহায়ক নহে। অধিকন্তু এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের শ্রদ্ধাহানীর কারণ হবে। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করছি।"যেই ভিক্ষুণী ছাতা-পাদুকা ধারণ করবে, তার পাচিত্তিয় হবে।"

[৫২৪] সে সময়ে জনৈকা ভিক্ষুণী অসুস্থ হলেন। ছত্র এবং পাদুকা ধারণ বিনা তা স্বস্তি বোধ হচ্ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় আবেদন করলে, ভগবান বললেন,...ভিক্ষুগণ! আমি এই অনুজ্ঞা করছি যে, অসুস্থা ভিক্ষুণী ছত্র এবং পাদুকা ধারণ করতে পারবে। তাই ভিক্ষুগণ আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[৫২৫] **"যেই ভিক্ষুণী নিরোগী হয়ে ছত্র এবং পাদুকা ধারণ করবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৫২৬] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অগিলানা' বলতে ছাতা এবং পাদুকা ধারণ না করলে যার স্বস্তি বোধ হয় না। 'গিলানা' বলতে ছত্র পাদুকা ধারণ না করলে যার অস্বস্তি বোধ হয়। 'ছাতা' বলতে তিন প্রকার ছাতা, যথা- শ্বেতচত্র, গাছের বাকল বা আঁশ নির্মিত মোটা কাপড়ের ছাতা, পাতা দ্বারা তৈরী ছাতা, গোলাকৃতির যে কোন বৃহদাকার টুপি। 'ধারেয়্যাতি' বলতে নিজে যদি ধারণ করে, তাহলে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

[৫২৭] নিরোগী হয়ে নিরোগী ধারণায় ছাতা পাদুকা ধারণে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিরোগী হয়ে ভুলক্রমে ছত্র পাদুকা ধারণে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ছাতা ধারণ করে কিন্তু তখন পাদুকা ধারণ না করলে দুক্কট অপরাধ হয। পাদুকা ধারণ করে কিন্তু ছাতা ধারণ না করলে দুক্কট অপরাধ হয়। রোগীকে নিরোগী ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। রোগী কিনা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। রোগীকে রোগী ধারণায় কোন দোষ নেই।

[৫২৮] **নির্দোষিতা ঃ-** অসুস্থাবস্থায় বিহারে ও বিহার সীমানায় ছাতা পাদুকা ধারণ করলে, উন্মাদ হলে, এবং আদিকর্মিক হলে।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

[৫২৯] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিন্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা গাড়ীতে করে যাচ্ছিলেন। জনগণ এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে, গাড়ীতে করে যাচ্ছে? যেন কামভোগী গৃহিণী! ভিক্ষুণীরা জনগণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষুণীরা অল্পেচ্ছু তারাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, কেন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা গাড়ীতে গমন করছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে তারা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা গাড়ীতে করে যাচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, এ কেমন কথা ভিক্ষুগণ! কেন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা গাড়ীতে গমন করবে? ভিক্ষুগণ! তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে বিরুপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এ কারণেই ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

"যেই ভিক্ষুণী গাড়ীতে গমন করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

ভিক্ষুণীদের জন্যে বুদ্ধের এখন থেকে এমন শিক্ষাপদই প্রজ্ঞাপিত হলো।

[৫৩০] সে সময়ে জনৈক ভিক্ষুণী অসুস্থা হলেন। তিনি পদগমনে সক্ষম হলেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানানো হলে, ভগবান বললেন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করছি রোগী ভিক্ষুণীর জন্যে গাড়ীতে গমন বিধেয়। তাই ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৫৩১] **"যেই ভিক্ষুণী অসুস্থা নহে, তার গাড়ীতে গমন পাচিত্তিয় হবে।"**

[৫৩২] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অগিলানা' অর্থে পায়ে গমন সক্ষম। 'গিলানা' অর্থে পায়ে গমন অক্ষম। 'যানং' বলতে বাহন, যথা- রথ, শকট, সন্দমানিকা (দু'য়ের অধিক ঘোড়া যুক্ত বৃহদাকার রথ), পাল্কি, পাটকী (রিক্সা জাতীয় গাড়ী)। 'যায়েয়্যাতি' বলতে নিজেই ইচ্ছাকৃতভাবে গেলে পাচিত্তিয় অপরাধ।

[৫৩৩] নিরোগী যদি নিরোগী ধারণায় গাড়ীতে গমন করে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিরোগী হয়েও ভুলক্রমে গাড়ীতে গমনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিরোগী হয়েও রোগী ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। রোগী হয়েও ভুলক্রমে হলে দুক্কট অপরাধ হয়। নিরোগী হয়ে রোগী বলে ধারণায় নির্দোষ হয়।

[৫৩৪] **অপরাধহীনতা ঃ-** অসুস্থাতায়, বিপদে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিক হলে।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৩। তৃতীয় শিক্ষাপদ

[৫৩৫] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণী জনৈকা মহিলার কুলুপিকা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ছিলেন। একদিন সেই মহিলা ভিক্ষুণীকে বললেন, হে আর্য্যা! এই কোমর বন্ধ অমুক নামক মহিলাকে দেবেন। সেই ভিক্ষুণী ভাবলেন, যদি ইহা আমি পাত্রের ভেতর নিয়ে গমন করি, অসুবিধা হতে পারে। এই ভেবে তা কোমরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে সুতো ছিঁড়ে তা ছড়িয়ে পড়লে, মানুষেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, এগুলো কোন ধরণের ভিক্ষুণী যে, কোমর বন্ধনী ধারণ করছে? যেন কামভোগী গৃহিণী।

জনসাধারণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা ভিক্ষুণীরা শুনতে পেলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরাও এই বলে নিন্দা আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে, কেন ভিক্ষুণীরা কোমর বন্ধ ধারণ করবে? পে...। তারা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীরা কোমর বন্ধ ধারণ করছে? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, তারা কেমন ভিক্ষুণী যে, কটিসুতা ধারণ করবে?

ভিক্ষুণীগণ তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে বিরুপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৫৩৬] **"যেই ভিক্ষুণী কটিবন্ধ ধারণ করবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

[৫৩৭] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'সংঘাণি' বলতে যে কোন প্রকার কটিবস্ত্র। 'ধারেয়্যাতি' বলতে নিজে নিজেই ধারণ করাতে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[৫৩৮] **অপরাধহীনতা ঃ-** রোগের কারণে কটিসুতো ধারণ করলে, উন্মাদ হলে, এবং আদিকর্মিকের।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৪। চতুর্থ শিক্ষাপদ

[৫৩৯] সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা স্ত্রীর অলংকার পরিধান করতে লাগলেন। জনসাধারণ নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে, স্ত্রীর অলংকার পরিধান করছে? যেন কামভোগী গৃহিণী। ভিক্ষুণীরা জনগণের এই নিন্দা, আন্দোলন ক্ষোভের বিষয় শুনতে পেলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কেমন যে, তারা স্ত্রীর অলংকার পরিধান করছে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা স্ত্রীর অলংকার ধারণ করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কেমন যে, তারা স্ত্রীর অলংকার ধারণ করছে? ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বর্ধনের কারণ নহে। পে.... তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[৫৪০] **"যেই ভিক্ষুণী স্ত্রী অলঙ্কার ধারণ করবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

[৫৪১] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'ইত্থালঙ্কারো' বলতে মস্তকে, গলায়, হাতে, কোমরের অলঙ্কার। 'ধারেয়্যাতি' বলতে নিজে ধারণ করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[৫৪২] **অপরাধহীনতা ঃ-** রোগের কারণ, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৫। পঞ্চম শিক্ষাপদ

[৫৪৩] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সুগন্ধিচূর্ণ দ্বারা স্নান করছিলেন। লোকেরা এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে সুগন্ধিচূর্ণ দ্বারা স্নান করছে? যেন কামভোগী গৃহিণী। ভিক্ষুণীরা লোকের এই নিন্দা আন্দালন ও ক্ষোভের কথা শুনতে গেলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও বলতে লাগলেন, কেন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সুগন্ধিচূর্ণ দ্বারা স্নান করবে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সুগন্ধিচূর্ণ দ্বারা স্নান করছে? হ্যাঁ ভগবান; তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের এ কেমন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আচরণ? কেন তারা সুগন্ধিচূর্ণ দ্বারা স্নান করছে? ভিক্ষুগণ! তাদের এ আচরণে কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে হবে না এবং প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি ঘটবে না। পে...। তাই ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৫৪৪] **"যেই ভিক্ষুণী সুগন্ধিচূর্ণ দ্বারা স্নান করবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

[৫৪৫] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'গন্ধো' বলতে যে কোন সুগন্ধ দ্রব্য। 'বণ্ণকেন' বলতে যে কোন চূর্ণ বা সাবান পাউডার। 'নহায়েয়্যাতি' স্নানের প্রয়োগে দুক্কট অপরাধ, স্নান সমাপ্তিতে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[৫৪৬] **অপরাধহীনতা ঃ-** রোগের কারণে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৬। ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

[৫৪৭] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সুরভিত তিল পিষে তৎদ্বারা স্নান করছিলেন। লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন, ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে, সুরভিত তিল পিষ্টক দ্বারা স্নান করছে? যেন কামভোগী গৃহিণী। লোকদের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের বিষয় ভিক্ষুণীরা শুনলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও নিন্দা আন্দোলন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের ইহা কেমন আচরণ? কেন তারা সুগন্ধ তিল পিষ্টক দ্বারা স্নান করছে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সুরভিত তিল পিষ্টক দ্বারা স্নান করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। বললেন, ভিক্ষুগণ! কেন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সুরভিত তিল পিষ্টক স্নান করবে? তাদের এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনায়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোন কোন প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন; ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৫৪৮] **"যেই ভিক্ষুণী সুরভিত তিল পিষ্টক দ্বারা স্নান করবে, তার পাচিত্তিয় হবে।"**

[৫৪৯] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'বাসিতকং' বলতে সমুদয় সুরভিত দ্রব্য। 'পিঞ্ঞাতকং' বলতে তিল পিষ্টক বুঝায়। 'নহায়তি' বলতে স্নান করা কালে দুক্কট হয়। স্নানের অবসানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[৫৫০] **অপরাধহীনতা ঃ-** রোগের কারণ নির্দোষ তিল পিষ্টক দ্বারা স্নান করলে, উন্মাদ হলে, আদিকর্মিক হলে।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৭। সপ্তম শিক্ষাপদ

[৫৫১] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীকে লেপন, মর্দন করছিলেন। মানুষেরা বিহার ভ্রমণে ঘুরাফেরার সময়ে এ সকল দেখে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী একে অন্যেকে লেপন, মর্দন করছে? যেন কামভোগী গৃহিণী।

ভিক্ষুণীরা লোকদের এ সকল নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ ভিক্ষুণীরা কেমন যে, একে অন্যকে লেপন, মর্দন করছে? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীকে লেপন, মর্দন করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। বললেন, ভিক্ষুগণ! তারা কেমন ভিক্ষুণী যে, ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীকে লেপন, মর্দন করছে? হে ভিক্ষুগণ! তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে বিরুপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৫৫২] **"যেই ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীকে লেপন মর্দন করবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

[৫৫৩] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'ভিক্খুনীয়াতি' বলতে অন্য ভিক্ষুণীর। লেপন করলে বা করালে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মর্দন করলে বা করালে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[৫৫৪] **নির্দোষিতা** ঃ- অসুস্থ হলে, বিপদে পড়লে, উন্মাদ হলে, আদিকর্মিক হলে।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮-৯-১০। অষ্টম, নবম ও দশম শিক্ষাপদ

[৫৫৫] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণীরা শিক্ষামানাদের দ্বারা স্বগাত্রে (১) লেপন, পরিমর্দন করছিল.... পে....। (২) শ্রামণেরী দ্বারা লেপন, পরিমর্দন করছিলেন। পে....। (৩) গৃহিণীর দ্বারা লেপন, পরিমর্দন করছিলেন। পে...।

লোকেরা বিহার দর্শনে ঘুরাফেরা করার সময়ে এ সকল দেখে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন যে, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে, শিক্ষামানা, শ্রামণেরী, গৃহিণী দ্বারা লেপন, পরিমর্দন করাচ্ছেন? যেন কামভোগী গৃহিণী।

ভিক্ষুণীরা জনগণের এ সকল নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন যে, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে শিক্ষামান, শ্রামণেরী, গৃহিণী দ্বারা স্বগাত্র লেপন, পরিমর্দন করাচ্ছে? ভিক্ষুণীরা এ বিষয় ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুগণ তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলে, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে ভিক্ষুণীরা শিক্ষামানা দ্বারা পে... শ্রামণেরী দ্বারা পে...গৃহিণী দ্বারা স্বগাত্রে লেপন, পরিমর্দন করছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোন কোন প্রসন্নদের মনে বিরূপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[৫৫৬] **"যেই ভিক্ষুণী শিক্ষামানা দ্বারা...., শ্রামণেরী দ্বারা..., গৃহিণী দ্বারা স্বগাত্রে লেপন পরিমর্দন করাবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

[৫৫৭] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'সিক্খামানা' বলতে দু'বছরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত। 'সামণেরী' বলতে দশ শিক্ষাপদ গ্রহণকারিনী। 'গিহিণী' বলতে গৃহে বসবাসকারিনী। লেপন করলে বা করালে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। পরিমর্দন করলে বা করালে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[৫৫৮] **অপরাধহীনতা ঃ-** রোগের কারণে, বিপদে পড়ে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[অষ্টম, নবম ও দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

১১। একাদশ শিক্ষাপদ

[৫৫৯] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণীরা অনুমতি না নিয়েই ভিক্ষুদের সম্মুখের আসনে বসতেন। ভিক্ষুরা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী? কি করে তারা বিনা জিজ্ঞাসায় আসনে উপবেশন করছেন? ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলে, ভগবান বললেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীরা বিনা জিজ্ঞাসায় ভিক্ষুদের সম্মুখে আসনে উপবেশন করে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, তারা কেমন ভিক্ষুণী যে, জিজ্ঞাসা না করেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুদের সামনে আসনে বসে? না ভিক্ষুগণ! তাদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। পে....। এহেতু ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করবো-

[৫৬০] **"যেই ভিক্ষুণী ভিক্ষুর সম্মুখে বিনা জিজ্ঞাসায় আসনে উপবেশন করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

[৫৬১] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'ভিক্খুস্স পুরাতোতি' বলতে উপসম্পন্নের সম্মুখে। 'অনাপুচ্ছাতি' বলতে দাঁড়ায়ে অপেক্ষা না করে। 'আসনে নিসীদেয়্যাতি' বলতে কমপক্ষে ভূমির উপর বসলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

[৫৬২] অজিজ্ঞাসিতকে জিজ্ঞাসিত ধারণায় আসনে বসলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অজিজ্ঞাসিত কিন্তু ভুলে আসনে উপবেশনেও পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অজিজ্ঞাসিত হয়েও জিজ্ঞাসিত ধারণায় আসনে বসলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। জিজ্ঞাসিত কিন্তু অজিজ্ঞাসিত ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। জিজ্ঞাসিত কিন্তু তা ভুলে গিয়ে উপবেশনে দুক্কট আপত্তি হয়। জিজ্ঞাসিত হয়ে জিজ্ঞাসিত হয়েছে ধারণায় কোন দোষ নেই।

[৫৬৩] **অপরাধহীনতা ঃ-** অজিজ্ঞাসিত হয়ে আসনে বসলে, রোগের কারণে, বিপদে পড়ে, উন্মাদ অবস্থায়, এবং আদিকর্মিক হলে।

[একাদশ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২। দ্বাদশ শিক্ষাপদ

[৫৬৪] তখন বুদ্ধ ভগবান জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণীরা অবকাশ না নিয়ে ভিক্ষুগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। ভিক্ষুগণ এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে, অবকাশ না নিয়েই ভিক্ষুগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন? ভিক্ষুগণ, ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীরা অবকাশ না নিয়েই ভিক্ষুদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বর্ধনে সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৫৬৫] "যেই ভিক্ষুণী অবকাশ না করায়ে ভিক্ষুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে, তার পাচিত্তিয় হবে।"

[৫৬৬] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অনোকাসকতান্তি' বলতে জিজ্ঞাসা না করে। 'ভিক্খুন্তি' বলতে উপসম্পন্না বুঝায়। 'পঞ্হং পুচ্ছেয়্যাতি' বলতে সূত্রান্তে অবকাশ প্রার্থনা করে বিনয় বা অভিধর্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। বিনয়ের জন্যে অবকাশ করায়ে সুত্তান্ত বা অভিধর্মে প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অভিধর্মের জন্য অবকাশ করায়ে সুত্তান্তের উপর বা বিনয়ের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[৫৬৭] বিনা জিজ্ঞাসিতকে বিনাজিজ্ঞাসিত ধারণায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসাতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। বিনা জিজ্ঞাসায় এটা ভুলে গিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। বিনা জিজ্ঞাসিত অথচ জিজ্ঞাসিত ধারণায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। জিজ্ঞাসিত অথচ অজিজ্ঞাসিত ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। জিজ্ঞাসিতকে জিজ্ঞাসিত ধারণায় কোন দোষ নেই।

[৫৬৮] **অপরাধহীনতা** ঃ- অবকাশ করায়ে জিজ্ঞাসা করলে, উদ্দেশ্যহীনভাবে অবকাশ করায়ে যত্রতত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসাতে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিক হলে।

[দ্বাদশ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

১৩। এয়োদশ শিক্ষাপদ

[৫৬৯] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে জনৈকা ভিক্ষুণী বক্ষ বন্ধনী বিহীনা অবস্থায় পিণ্ডচারণে গ্রামে প্রবেশ করলেন। ফলে পথে বায়ু তাড়িত হয়ে সংঘাটি উৎক্ষিপ্ত হতে থাকলো। লোকেরা উৎকুটিক হয়ে বসে বলতে লাগলো, আর্য্যার দেহ-পেট ভারি সুন্দর। সেই ভিক্ষুণী লোকদের দ্বারা অপদস্থ হয়েও নীরব থাকলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুণী আবাসে ফিরে গিয়ে ভিক্ষুণীদের এ বিষয় ব্যক্ত করলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এই ভিক্ষুণী কেন বক্ষ-বন্ধন ব্যতীত গ্রামে প্রবেশ করলো?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষুণী বক্ষ-বন্ধন ব্যতীত গ্রামে প্রবেশ করে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভিক্ষুগণ! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বর্ধনে সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এ কারণেই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীদেরকে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৫৭০] **"যেই ভিক্ষুণী বক্ষ-বন্ধনী ব্যতীত গ্রামে প্রবেশ করবে, তার পাচিত্তিয় হবে।"**

[৫৭১] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অসংকিচ্ছকাতি' বলতে বক্ষবন্ধনী ব্যতীত। 'সংকিচ্ছকং' বলতে স্কন্ধের নিম্ন হতে নাভির উপরিভাগ পর্যন্ত আচ্ছাদনী বুঝায়। 'গামং পরিস্যোতি' বলতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চতুর্দিকের গ্রামসীমায় পরিখা বা চিহ্ন অতিক্রম পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। সীমাচিহ্ন বিহীন গ্রামের উপাচারে উপস্থিত হওয়াতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

[৫৭২] **অপরাধহীনতা ঃ-** চীবর ছিন্নভিন্ন হলে, নষ্ট চীবর হলে, রোগ হলে, বিস্মৃতিবশতঃ অজ্ঞতাবশতঃ, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিক হলে।

[ত্রয়োদশ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[ছত্র-পাদুকাবর্গ নবম সমাপ্ত]

আর্য্যাগণ! একশত ছেষট্টি সংখ্যক পাচিত্তিয় ধর্মের উদ্দেস করা হলো। তত্র আর্য্যাগণকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তাতে পরিশুদ্ধ আছেন তো? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তাতে পরিশুদ্ধ আছেন তো? তৃতীয়বারও জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তাতে পরিশুদ্ধ আছেন তো? আর্য্যাগণ পরিশুদ্ধ আছেন বিধায় মৌন আছেন; আমি এরূপই ধারণা করছি। [অবশিষ্ট ৬৮ টি শিক্ষাপদ বিনয় পিটকের অন্যত্র বিদ্যমান]

[পাচিত্তিয় খণ্ড সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৫। প্রতিদেশনীয় খণ্ড

১। প্রথম প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ

আর্য্যাগণ! এখন অষ্ট পটিদেসনীয় ধর্মের উদ্দেস উপস্থিত হচ্ছে-

[৫৭৩] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা ঘৃত চেয়ে নিয়ে ভোজন করতেন। লোকেরা একারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে, ঘৃত চেয়ে নিয়ে ভোজন করছেন? কোনটা পরিপূর্ণ মনোপূত নহে, কোনটা উত্তম রুচিকর নহে- এমন ভাব প্রব্রজ্যিতদের যোগ্য কি?

ভিক্ষুণীরা লোকদের এ সকল নিন্দাবাক্য শুনে অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরাও নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কেমন যে, তারা চেয়ে নিয়ে ঘৃত ভোজন করছে? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ নিয়ে অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সত্যই কি চেয়ে নিয়ে ঘৃত ভোজন করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ষড়বর্গীয়ারা কেমন ভিক্ষুণী যে, চেয়ে নিয়ে ঘৃত ভোজন করবে? তাদের এ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আচরণ হে ভিক্ষুগণ! কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বর্ধনে সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করবো-

"যেই ভিক্ষুণী ঘৃত চেয়ে নিয়ে ভোজন করবে, তাকে প্রতিদেশনা করতে হবে। তিনজন ভিক্ষুণীর নিকট তাকে বলতে হবে, আর্য্যা! আমার গর্হিতকর কার্য্য হয়েছে যা অনুচিত এবং প্রতিদেশনযোগ্য তা আমি প্রতিদেশনা (প্রকাশ) করছি।"

ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুণীদের জন্যে এভাবেই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

[৫৭৪] সে সময়ে ভিক্ষুণীরা অসুস্থ হলেন। রোগে আক্রান্ত ভিক্ষুণী, অসুস্থা ভিক্ষুণীকে বললেন, আর্য্যা কেমন সুস্থ আছেন তো? দিন কেমন যাচেছ? আর্য্যা পূর্বে আমরা ঘৃত চেয়ে ভোজন করেছি। তা আমাদের পক্ষে সুবিধে ছিল। এখন ভগবান বারণ করেছেন। তাই সন্দেহ বশে চাইতে পারছি না। ফলে আমাদের স্বস্তি হচ্ছে না। ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করলে ভগবান বললেন- "ভিক্ষুগণ! আমি জানাচ্ছি যে, অসুস্থা ভিক্ষুণী ঘৃত চেয়ে নিয়ে ভোজন করুক। ভিক্ষুগণ! এ কারণেই আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করছি-

[৫৭৫] **"যেই ভিক্ষুণী অসুস্থা না হয়ে চেয়ে নিয়ে ঘৃত ভোজন করবে। সে প্রতিদেশনা করবে। তিনজন ভিক্ষুণীর নিকটে গিয়ে বলবে, আর্য্যা! আমি অসপ্রায়, প্রতিদেশনযোগ্য, ধর্মে প্রদৃষ্ট হয়েছি। তা প্রতিদেশনা করছি।"**

[৫৭৬] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'গিলানা' বলতে যাহা ঘৃত বিনা স্বস্তি বোধ হয় না। ঘৃত বলতে গব্যঘৃত, ছাগঘৃত, মহিষঘৃত অথবা যাদের মাংস খাদ্য উপযোগী তাদের থেকে প্রাপ্ত ঘৃত। অসুস্থা না হয়ে নিজের রুচিকর বশে যাচঞা করলে প্রয়োগে দুক্কট হয়। লাভ করলে, ভোজন করবো এই চিত্তে গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি হয়।

প্রতিগ্রাসে গ্রাসে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়।

[৫৭৭] সুস্থা হয়ে সুস্থা ধারণায় ঘৃত চেয়ে নিয়ে ভোজন করলে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়। সুস্থা একথা ভুলে গিয়ে চেয়ে নিয়ে ভোজন করলে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়। সুস্থা যদি অসুস্থা ধারণায় ঘৃত চেয়ে নিয়ে ভোজন করলে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়। অসুস্থা যদি নিজেকে সুস্থা ধারণা করে যাচঞা করলে দুক্কট আপত্তি হয়। আমি অসুস্থা, একথা ভুলে গিয়ে যাচঞা করলে দুক্কট আপত্তি হয়। অসুস্থা নিজকে অসুস্থা ধারণায় যাচঞা করলে কোন দোষ নেই।

[৫৭৮] **নির্দোষিতা ঃ-** রোগী সেবায় দুর্বল হয়ে নিরোগী যদি যাচঞা করত ভোজন করে, রোগীর অব্যবহার্য্য ভোজন করলে, জ্ঞাতীগণ হতে চেয়ে নিয়ে ভোজন করলে, ভোজনে প্রবারিত হয়ে বৈকালিক ভৈষজ্যরূপে ভোজন করলে, অন্যের জন্যে যাচঞা করলে, নিজের প্রাপ্ত দান সেবক হতে যাচঞা করে ভোজন করলে, উন্মাদ অবস্থায় যাচঞা করে ভোজন করলে, এবং আদিকর্মিক হলে।

[প্রথম প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

২। দ্বিতীয়াদি প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[৫৭৯] তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা তৈল যাচঞা করে ভোজন করছিলেন, মধু যাচঞা করে ভোজন করছিলেন, গুড় যাচঞা করে ভোজন করছিলেন, মৎস্য যাচঞা করে ভোজন করছিলেন, দুগ্ধ যাচঞা করে ভোজন করছিলেন, দধি যাচঞা করে ভোজন করছিলেন। জনগণ এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে, তৈল পে...দধি যাচঞা করে ভোজন করছে? এদের কিছু প্রিয় হয়, কিছু অপ্রিয় হয়, কিছু উত্তম, কিছু অরুচিকর হয়।

জনগণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা ভিক্ষুণীরা শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও নিন্দা, আন্দোলন, ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা তৈল পে...দধি যাচঞা করে ভোজন করছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা তৈল, মধু, গুড়, মাছ, মাংস, দুধ, দই যাচঞা করে ভোজন করছে? ভগবান! তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কেমন যে, তারা তৈল, মধু, গুড়, মাছ, মাংস, দুধ, দই যাচঞা করে ভোজন করছে? না ভিক্ষুগণ! তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বর্ধনে সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

"যেই ভিক্ষুণী তৈল, মধু, গুড়, মাছ, মাংস, দুধ, দধি যাচঞা করে ভোজন করবে, তাকে প্রতিদেশনা করা কর্ত্তব্য। তাকে তিনজন ভিক্ষুণীরা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিকটে গিয়ে বলতে হবে, আর্য্যে! আমি গর্হিতধর্মে পতিত হয়েছি, যা অসপ্রায় এবং প্রতিদেশন যোগ্য। তা প্রতিদেশন করছি।"

ভগবান ভিক্ষুণীদের জন্যে এভাবেই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করছেন।

[৫৮০] সে সময়ে ভিক্ষুণীদের রোগ হচ্ছিল। রোগে পচন ধরা ভিক্ষুণীরা অসুস্থা ভিক্ষুণীদের বললেন, আর্য্যা কেমন আছেন? দিন কেমন কাটছে? আর্য্যা, পূর্বে, আমরা দধি যাচঞা করে ভোজন করতাম। তাতে আমাদের স্বস্তি লাভ হতো। এখন ভগবান বারণ করেছেন। সন্দেহের কারণে যাচঞা করিনি। তাই স্বস্তি পাচ্ছি না। ভগবানকে এ বিষয় জানানো হলো। ভগবান বললেন-

"ভিক্ষুগণ! আমি জানাচ্ছি যে, রোগের জন্যে ভিক্ষুণীরা দধি যাচঞা করে ভোজন করুক। ভিক্ষুগণ! এ কারণে ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

[৫৮১] **"যেই ভিক্ষুণী রোগের জন্যে ব্যতীত দধি যাচঞা করে খাবে তার প্রতিদেশনা কর্ত্তব্য। তিনজন ভিক্ষুণীকে গিয়ে বলতে হবে, আর্য্যাগণ! আমি গর্হিতধর্ম আচরণ করেছি, যা অসপ্রায় প্রতিদেশনার যোগ্য। তা প্রতিদেশনা করছি।"**

[৫৮২] 'যা পনাতি' বলতে যাহা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগতা অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়। 'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবি সীমাসম্মুতি প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী!' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমনদ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উন্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অরহত্ব ব্যতীত মার্গফলাদি লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অরহত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওতঃ প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপরোক্ত ঞাত্তিচতুত্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা প্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। 'অগিলানা' বলতে যার বিনা দধিতে স্বস্তি লাভ হয়। 'গিলানা' বলতে দধি ছাড়া যার স্বস্তি লাভ হয় না। 'তেলং' বলতে তিলের তেল, সরিষার তেল, মধুক তেল, এরণ্ড তেল এবং বসা (চর্বি) তেল। 'মধু' বলতে মক্ষিকার মধু। 'ফানিতং' বলতে ইক্ষু হতে বের করা। 'মচ্ছো' বলতে জলের মৎস্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'মংসং' বলতে যে সকলের মাংস ব্যবহার যোগ্য তাদের মাংস। 'খীরং' বলতে গাভীর দুধ, বা ছাগলের দুধ বা মহিষের দুধ ইত্যাদি যে সকলের মাংস ব্যবহার যোগ্য সে সকলের দুধ। দধি বলতে পূর্বোক্ত সকলের দধি।

নিরোগী হয়ে নিজের জন্যে নিজে যাচঞা করলে, নির্দেশ ক্ষণে দুক্কট লাভ করে ভোজন করবো, এই ইচ্ছায় গ্রহণ ক্ষণে দুক্কট আপত্তি। প্রতি গ্রাসে গ্রাসে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়।

[৫৮৩] নিরোগী যদি নিরোগী ধারণায় দধি যাচঞা করে ভোজন করে তাতে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়। নিরোগী যদি ভুল করে দধি যাচঞা করে ভোজন করে, প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়। নিরোগী যদি রোগী ধারণায় দধি যাচঞা করে ভোজন করে, প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়। রোগী যদি নিরোগী ধারণায় করে দুক্কট আপত্তি হয়। রোগী যদি ভুলে গিয়ে যাচঞা করে দুক্কট হয়। রোগী রোগীর ধারণায় কোন দোষ নেই।

[৫৮৪] **নির্দোষিতা ঃ-** রোগী রুগ্ন হয়ে যাচঞা করার পর নিরোগী অবস্থায় ভোজন করলে, রোগীর ভূক্তাবশেষ ভোজন করলে, জ্ঞাতী হতে যচঞা করলে, অন্যের জন্যে যাচঞা করলে, নিজের ধন দ্বারা লাভ করলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[অষ্টম প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

আর্য্যাগণ অষ্ট প্রতিদেশনীয় ধর্ম উদ্দেস করা হলো। তাই আর্য্যাগণকে জিজ্ঞাসা করছি কেমন, পরিশুদ্ধ আছেন তো? দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও জিজ্ঞাসা করছি পরিশুদ্ধ আছেন তো? পরিশুদ্ধ হেতু আর্য্যাগণ নীরব আছেন। আমি এরূপ ধারণা করছি।

[বিঃদ্রঃ অবশিষ্ট ৪টি প্রতিদেসনীয় বিনয়পিটকের অন্যত্র বিদ্যমান]

[প্রতিদেশনীয় খণ্ড সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬। সেখিয়া খণ্ড

১। পরিমণ্ডল বর্গ

আর্য্যাগণ! এখানে সেখিয়া ধর্মের উদ্দেস আগত হচ্ছে-

[৫৮৫] বুদ্ধ ভগবান তখন শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সামনে পেছনে ঝুলায়ে চীবর পরিধান করতেন। লোকেরা নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ কেমন ভিক্ষুণী যে, সামনে পেছনে ঝুলায়ে কাপড় পরিধান করছে? যেন কামভোগী গৃহিণী।

ভিক্ষুণীরা জনগণের এই নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারও নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন কেন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সামনে পেছনে ঝুলায়ে চীবর পরিধান করে? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সামনে পেছনে ঝুলায়ে চীবর পরিধান করে? হ্যাঁ ভগবান; তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কি করে এভাবে সামনে পেছনে ঝুলায়ে চীবর পরিধান করবে? তাদের এমন আচরণ, হে ভিক্ষুগণ! কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

"পরিমণ্ডলাকারে চীবর পরিধান করবো, এই শিক্ষা করণীয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিমণ্ডালাকারে চীবর পরিধান বলতে, নাভিমণ্ডল, জানুমণ্ডল, আচ্ছাদন করে। যেজন এই শিক্ষাপদ অনাদর করে সামনে পেছনে ঝুলায়ে চীবর পরিধান করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

অপরাধহীনতা ঃ- অজ্ঞতা বশতঃ বিস্মৃতি বশত, না জেনে, অসুস্থতা বশত, বিপদের কারণে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিক হলে।

৭। পাদুকা বর্গ

[৫৮৬] বুদ্ধ ভগবান তখন শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা জলে মলত্যাগ করছিলেন, প্রস্রাব করছিলেন, থুথু ফেলছিলেন। লোকেরা একারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে, জলে পায়খানা প্রস্রাব করছে, থুথু ফেলছে? যেন কামভোগী গৃহিণী।

ভিক্ষুণীরা জনগণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ বিষয় শুনতে পেলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরাও একারণে নিন্দা, আন্দোলন, ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কেমন যে, জলে মল-মূত্র ত্যাগ করছেন, থুথু নিক্ষেপ করছেন?

ভিক্ষুণীরা এ বিষয়ে ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ! ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা জলে মল-মূত্র ও থুথু ত্যাগ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ! ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের ইহা কেমন আচরণ? কি করে তারা জলে মল-মূত্র, থুথু ত্যাগ করছে? তাদের এমন আচরণ, হে ভিক্ষুগণ! কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বর্ধনে সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা,বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা,ধূতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অত:পর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকুল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবো, যাহা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূখ দুঃশ্চরিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

"জলে মল, মূত্র বা থুথু ফেলবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।"

ভগবান দ্বারা এখানে এভাবেই ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।

---ঃ০ঃ---

সে সময়ে অসুস্থা ভিক্ষুণীরা জলে মল-মূত্র ও থুথু ত্যাগে সংকোচ বোধ করছিলেন। ভগবানকে তা জানানো হলো। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করছি, অসুস্থা ভিক্ষুণীরা জলে মল, মূত্র বা থুথু ত্যাগ করুক। তৎহেতু ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি-

"সুস্থাবস্থায় জলে, মল, মূত্র বা থুথু ত্যাগ করবো না। এরূপ শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।"- (২)

সুস্থাবস্থায় জলে মল, মূত্র বা থুথু ত্যাগ করা উচিত নহে। যে এই শিক্ষাপদকে অনাদর হেতু জলে মল বা মূত্র বা থুথু ত্যাগ করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

অপরাধহীনতা ঃ- অজ্ঞতাবশত, বিস্মৃতি বশতঃ না জেনে, অসুস্থতা হেতু, স্থলে করতে গিয়ে জলে গড়িয়ে পড়লে, বিপদে পড়ে, উন্মাদ হলে, ক্ষিপ্তচিত্ত বশতঃ, বেদনা বশতঃ এবং আদিকর্মিক হলে।

[১৫তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[পাদুকবর্গ সপ্তম সমাপ্ত]

আর্য্যাগণ সেখিয় ধর্ম উদ্দেস করা হলো। তাই আর্য্যাগণকে জিজ্ঞাসা করছি পরিশুদ্ধা আছেন তো? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি পরিশুদ্ধা আছেন তো? তৃতীয়বারও জিজ্ঞাসা করছি, পরিশুদ্ধা আছেন তো? পরিশুদ্ধা হেতু আর্য্যাগণ মৌন আছেন; আমি এরূপই ধারণা করছি।

[বিঃদ্রঃ অবশিষ্ট ৭৩টি সেখিয়া বিনয়পিটকের অন্যত্র বিদ্যমান]

[সেখিয়া খণ্ড সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭। অধিকরণ-সমথ

আর্য্যাগণ এখন সপ্ত অধিকরণ-শমথ ধর্মের উদ্দেস আগত হচ্ছে।

[৫৮৭] উৎপন্ন, অনুৎপন্ন অভিযোগকে সমাধার জন্যে, বিরোধ উপশমের জন্যে-সম্মুখবিনয় দেয়া কর্ত্তব্য, স্মৃতিবিনয় দেয়া কর্ত্তব্য, অমূঢ়বিনয় দেয়া কর্ত্তব্য, প্রতিজ্ঞা করানো কর্ত্তব্য, যেভূয়্যসিকা বা সংখ্যাধিক্যের ভোট দ্বারা সমাধান কর্ত্তব্য, তস্‌স পাপীয়সিক বা এই এই অপরাধে দোসী সাব্যস্ত করণের মাধ্যমে সমাধান কর্ত্তব্য, তৃণাচ্ছাদন বা সমঝোতার মাধ্যম সমাধান কর্ত্তব্য।

আর্য্যাগণ! অভিযোগ সমাধানের ৭টি উপায় উদ্দেস করা হলো। তাই আর্য্যাগণকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি পরিশুদ্ধা আছেন তো? তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? পরিশুদ্ধা হেতু আর্য্যাগণ মৌন আছেন, আমি এরূপ ধারণা করছি।

[অধিকরণ-সমথ সমাপ্ত]

[বিঃদ্রঃ বিনয়পিটকের চূলবর্গসহ অন্যান্য বিনয়পিটকে সপ্ত অধিকরণ সমথ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।]

আর্য্যাগণ! নিদান উদ্দেস করা হয়েছে, অষ্ট পারাজিকা ধর্ম উদ্দেস করা হয়েছে, সতেরো সংঘাদিসেস ধর্ম উদ্দেস করা হয়েছে, ত্রিশ নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় উদ্দেস করা হয়েছে, ছয়ষট্টি পাচিত্তিয় ধর্ম উদ্দেস করা হয়েছে, অষ্ট প্রতিদেশনীয় ধর্ম উদ্দেস করা হয়েছে, সেখিয় ধর্মের উদ্দেস করা হয়েছে, সপ্ত অধিকরণ সমথ ধর্ম উদ্দেস করা হয়েছে। ভগবান কর্তৃক সূত্রগত, সূত্র পরম্পরায় প্রতি-অর্ধমাসে এভাবে উদ্দেস রীতি প্রবর্ত্তিত হয়েছে। তাই সকলে একতাবদ্ধ হয়ে, সমমনা হয়ে, অবিবাদী হয়ে এই রীতির শিক্ষা ও অনুশীলন কর্ত্তব্য।

[ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ সমাপ্ত]

সাধু! সাধু! সাধু!

----ঃ০ঃ----

Visit: http://www.buddhistdownload.com